পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 341 Thursday, 14 November, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৩৪১ সংখ্যা ✱ ২৮ কার্তিক ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

২৫টি স্কুল, ৫০০ কিমি রাস্তা, ৬০০০ কোটির প্রকল্প উপহার দিতে চলেছেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বরঃ জনজাতীয় দিবসে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১৫ নভেম্বর এই বিশেষ দিন উদযাপন করতে বিহারের জামুই সফর করবেন তিনি। আদিবাসী নেতা বিরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে বিহারে। সেই জনজাতীয় দিবসে ৬,৬৪০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প উদ্বোধন করার কথা মোদির। প্রধানমন্ত্রী ওই দিন সকাল ১১টায় ভগবান বিরসা মুণ্ডার সম্মানে একটি স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট উন্মোচন করবেন। ওই দিনই উন্নয়ন প্রকল্পগুলিরও উদ্বোধন করবেন তিনি।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায়বিচার মহা অভিযানের অধীনে নির্মিত ১১,০০০ বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী 'পিএম-জনমানে'র অধীনে চালু হওয়া ২৩টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট এবং 'ধরতি আবা উপজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানে'র অধীনে উপজাতীয় এলাকায় যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়, তার পরিধি বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ৩০টি এমএমইউ উদ্বোধন করা হবে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করার জন্য ৩০০টি বন ধন বিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য ১০টি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলও উদ্বোধন করা হবে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা এবং জব্বলপুরে দুটি উপজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী জাদুঘর এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে নথিভুক্ত এবং সংরক্ষণের জন্য শ্রীনগরে এবং সিকিমের গ্যাংটক-এ দুটি উপজাতীয় গবেষণা কেন্দ্র উদ্বোধন করবেন মোদি। নতুন রাস্তা ও কমিউনিটি সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ৫০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা এবং ১০০টি বহুমুখী কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন যা ওই এলাকায় যোগাযোগ আরও উন্নত করবে। আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার জন্য ১,১১০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ২৫টি অতিরিক্ত 'একলব্য মডেল' আবাসিক স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা মোদির।

আঁটসাঁট নিরাপত্তায় উপনির্বাচন

রাজ্যের ছয় কেন্দ্রে ভোটগ্রহণে উত্তেজনা ও প্রচুর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের ছয় বিধানসভা কেন্দ্র সিতাই, মাদারিহাট, তালড্যাংরা, মেদিনীপুর, নৈহাটি ও হাড়োয়ার উপনির্বাচনের জন্য বুধবার সকাল থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। যাতে এই উপনির্বাচনে কোনও অশান্তির ঘটনা না ঘটে সেই কারণে নির্বাচন কমিশন আঁটসাঁট নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারপরেও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিভিন্ন কেন্দ্র। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি ১০৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়, যারা বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেছে। এসবের মধ্যে সিতাইয়ে ১৮, মাদারিহাটে ১৮, নৈহাটিতে ১৩, হাড়োয়ায় ১৮, মেদিনীপুরে ১৯ এবং তালড্যাংরায় ২২টি কোম্পানি বাহিনী রয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানা গেছে, ১০২ কোম্পানি বাহিনী সরাসরি বুথের নিরাপত্তা দেখছে বাকি ৬ কোম্পানি স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে মোতায়েন করা হয়। এই ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি বসতে পারছেন না বলে এমন অভিযোগও ওঠে। পরিস্থিতি উত্তেজিত হলে, নৈহাটির বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র নিজেই বুথে গিয়ে এজেন্টকে বসান। তবে তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ চলছিল। অন্যদিকে হাড়োয়া আসনে তৃণমূলের বুথ এজেন্টের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী বিমল দাসের বচসা হয়ে যায়। এর ফলে ভোটকেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনা ছড়ায় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। এদিকে মেদিনীপুরে বিজেপি নেতা বাবলু ঘোষ আক্রান্ত হয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী তাঁকে মারধর করেছে, যখন তিনি দলীয় পোলিং এজেন্টকে বুথে বসাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। সিতাইয়ে একে একে একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। সেখানে ইভিএমের বোতামে সেলোটেপ লাগানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপির কোনও উন্নয়ন হয়নি। তাই তৃণমূলের কর্মীরা রাহুলকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের যে হিসাব নির্বাচন কমিশন দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বাঁকুড়ার তালড্যাংরা সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বাঁকুড়ার তালড্যাংরায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৫.২০ শতাংশ। তালড্যাংরার পর সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে হাড়োয়াতে। হাড়োয়ায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৭৩.৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। মাদারিহাটে এদিন ভোট পড়েছে ৬৪.১৪ শতাংশ। কোচবিহারে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৬৬.৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে নৈহাটিতে। সেখানে মাত্র নৈহাটি ৬২.১০ শতাংশ ভোট পড়েছে এদিন। কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটগ্রহণের পুরো প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই ৪১টি অভিযোগ সেখানে জমা পড়েছে। কমিশন জানিয়েছেন, কোনো ধরনের অব্যবস্থা বা অশান্তি ঘটলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে

আসনই ছিল তৃণমূলের দখলে, আর একমাত্র মাদারিহাট ছিল বিজেপির। তবে এবার তৃণমূলের শক্তি আর বিজেপির প্রচারের মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এদিকে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের মধ্যে কোনো জোট না হওয়ায় তারা আলাদা আলাদা ভাবে লড়াই করছে। বিশেষ করে, হাড়োয়া আসনটি আইএসএফ-এর দখলে চলে যাওয়ার কারণে সেখানে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পরই বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর মিলেছে। সিতাইয়ে অভিযোগ উঠেছে, একটি বুথে পোলিং এজেন্ট ছাড়া মকপোল পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর এজেন্ট বুথে বিজেপি প্রার্থী দীপক রায়ের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি করেন, হোকদাহ আদাবাড়ী বুথে প্রথম দু'টি বোতামে সেলোটেপ লাগানো ছিল। যার ফলে ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে বলেছে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ চলছিল। নৈহাটিতে ভোটগ্রহণ চলাকালীন তার কাছে জগদ্দলে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। মাদারিহাটে বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে মাদারিহাটে এবং ফলাফল ঘোষণা করার আগে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের এই উপনির্বাচন তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাচ্ছে। বিশেষত, এই নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দলের পক্ষে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলো রক্ষা করা জরুরি। অন্যদিকে, বিজেপি চাইছে এখান থেকে কিছু আসন দখল করে নিজেদের শক্তি পুনরুদ্ধার করতে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের ছয় বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফল শুধুমাত্র তৃণমূল ও বিজেপির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং রাজ্যের রাজনৈতিক গতিপথের জন্যও তা অনেকটা নির্ধারণ করে দেবে।

'এগিয়ে যাক অনীত থাপা'

পাহাড়ের সমীকরণ খোলাখুলি জানালেন মমতা, বিমল গুরুংয়ের জমানা অতীত

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৩ নভেম্বরঃ দার্জিলিং পাহাড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একেবারে ঠাসা কর্মসূচি। সরস মেলার উদ্বোধন, জিটিএর মিটিং সহ নানা কর্মসূচি। তবে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এবারের সফরে পাহাড়ে রাজনীতির হাওয়াটাও পরখ করে নিলেন তৃণমূল নেত্রী। আর প্রত্যাশামতোই এবার আর বিমল গুরুং নন, মমতার গুডবুকে এখন অনীত থাপা। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং পাহাড়ে বিভিন্ন বোর্ডের দেখভাল ও নজরদারির জন্য তিনি অনীত থাপাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ পাহাড়ে একটা মনিটরিং কমিটি করা হয়েছে। সেই কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মমতা বেছে নিয়েছেন অনীত থাপা। কার্যত পাহাড়ে এখন তৃণমূলের একমাত্র ভরসা যে অনীত থাপা সেটাই কার্যত বুঝিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বার বার ভোট হয়েছে পাহাড়ে। আর বার বারই পাহাড়ে হোঁচট খেয়েছে তৃণমূল। কখনও তৃণমূলের ভরসা হয়েছেন বিমল গুরুং। এখন আবার অনীত থাপা। কিন্তু ভোট মিটতেই দেখা গিয়েছে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। এবারের লোকসভা ভোটের আগেও দেখা গিয়েছিল পাহাড়ে তৃণমূলের কোনও পতাকা নেই। এমনকী দার্জিলিংয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় কোনও হোর্ডিংও নেই। সবটাই সেখানে অনীতময়। আর এবারও পাহাড়ে গিয়ে সেই অনীতকেই গুরুত্ব দিলেন মমতা। মমতা বুধবার দার্জিলিংয়ে বলেন, ''৫ বছর পরে কেউ কেউ আসে নেতা হতে, আর অশান্তি করে চলে যায়। দোকান বন্ধ হয়, হোটেল বন্ধ হয়ে যায়। পর্যটকরা আসেন না। পাহাড়ে লোকে ঘুরতে আসতে চায় না। আমি চাই পাহাড়ে শান্তি আসুক। উন্নতি চাই।'' মমতা আরও বলেন, ''আমরা চাই দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে অনীত থাপা এগিয়ে যাক। আমাদের তৃণমূলের

সঙ্গে ওর অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে। আর থাকবেও। ৫ বছর পর কেউ কেউ আসে নেতা হতে, আর অশান্তি করে চলে যায়।'' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পাহাড়ে তৃণমূল যে নিজের শক্তি দিয়ে বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবে না এটা হাড়ে হাড়ে জানে তৃণমূল। সেকারণেই তৃণমূলের ভরসা এবার অনীত। গত কয়েক বছর ধরেই পাহাড়ের রাজনীতিতে অনেকটাই প্রাসঙ্গিত হয়ে উঠছেন অনীত থাপা। সেই সঙ্গেই শাসকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে দার্জিলিংয়ের উন্নতি, জিটিএর কাজকর্ম পরিচালনা করাটা যে সহজতর সেটা বিলক্ষণ জানেন ঠান্ডা মাথার অনীত। কার্যত অনীত আর তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক। সেই সমীকরণটা এবার একেবারে খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন মমতা। বিমল গুরুং এখন অতীত। এবার পাহাড়ে তৃণমূলের বন্ধু অনীত। সমতলের চেয়ে পাহাড় কোনও অংশে কম নয়। শুধু পর্যটনের জন্যই কেন পাহাড়ের নাম হবে, কেন নিজেদের মেধার প্রতি আরও যত্নবান হবেন না। বুধবার দার্জিলিংয়ে সরস মেলার উদ্বোধন মঞ্চ থেকে এই প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই পাহাড়বাসীকে উদ্বুদ্ধ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''হতাশ হবেন না। অলওয়েজ বি এনার্জেটিক। ইয়ওরস বিউটি হ্যাভ ইওর সেলফ। মনে রাখবেন শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, পাহাড়ের বিউটি আপনাদের ট্যালেন্টও।'' স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে কাজ করেও রাজ্যের লাখ লাখ মহিলা আজ স্বনির্ভরশীল। একথা মনে করিয়ে মমতা বলেন, ''মনে রাখবেন, কোনও কাজই ছোট নয়। কর্মই হল সবকিছু। কাজের বিকল্প কিছু হতে পারে না। মনে করিয়ে দিয়েছেন, নাসা থেকে আকাশ সর্বত্রই বাঙালির ছড়াছড়ি। বিশ্বের কাছে বাংলার কদর রয়েছে তার ট্যালেন্টের জন্য।'' এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও সরব হন মমতা। অভিযোগ করেন, ভোটের সময় বড় বড় কথা বলে গেলেও পাহাড়ের উন্নয়নে প্রাপ্য টাকাও আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কিছু সংবাদমাধ্যম বাংলা সম্পর্কে নেগেটিভ খবর প্রচার করছেন বলেও পাহাড়বাসীকে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েক বছর আগেও পাহাড় অশান্ত ছিল। একথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''একটা সময় কথায় কথায় পাহাড়ে অশান্তি তৈরি করা হত। সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হত। এখন শান্তি ফিরেছে। অনেকে এই শান্তি নষ্ট করতে চাইছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'' পাহাড়ের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা বোঝাতে পরিবারের সদস্যর সঙ্গে পাহাড়ের মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমার তো আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েইছে। শুধু ভোটের জন্য আসি না, পাহাড়কে আমি ভালবাসি। তাই বারে বারে ছুটে আসি।'' জানুয়ারিতে ফের পাহাড়ে আসবেন বলেও জানান মমতা। বললেন, ''দার্জিলিং ভাল থাকলে আমি ভাল থাকি।''

'আপনার এজলাস থেকে এই মামলা সরাতে চাই', পার্থর জামিন মামলায় বড় সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ ঝুলেই রইল প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলা। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলাটি কোন আদালতে পরবর্তী শুনানি হবে, তা স্পষ্ট না হওয়ায় ঝুলে রইল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনটি। বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল আজ, বুধবার। শুনানির শুরুতেই ইডি-র তরফে আইনজীবী ভাস্কর মুখোপাধ্যায় আবেদন করেন, এই মামলা যাতে এই এজলাসে শুনানি না হয়। তার কারণ, ইডি-র তরফ থেকে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি বিচারক শুভেন্দু সাহার এজলাসে হচ্ছে, তাই মামলা সরাতে চায়। বিচারক সিদ্ধান্ত নেন, আগে নিষ্পত্তি হোক, কোন এজলাসে এই মামলা অর্থাৎ ইডি-র প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত শুনানির মামলার শুনানি হবে, তার পরবর্তীতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের মামলার শুনানি হবে। ফলে কোন আদালতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে, সেই বিষয়টির আগে নিষ্পত্তি করতে চায় আদালত। আগামী ২২ নভেম্বর সেই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে। যার জেরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি আরও পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরাল বলেই মত আইনজীবীদের। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। ওই মামলায় জামিন চেয়ে শীর্ষ আদালতেরও দ্বারস্থ হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টেও ইডি এই জামিনের বিরোধিতা করে। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি পার্থ। ইডির পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআইও অভিযোগ আনে। দুই মামলাই এখনও বিচারাধীন। ইতিমধ্যে বহু বার জামিনের আবেদনও করেছেন পার্থ। কিন্তু এখনও তা মঞ্জুর করেনি আদালত।

আদালতে দাঁড়িয়ে 'ফ্লাইং কিস' ছুড়লেন আরজি কর মামলায় ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ সঞ্জয় রায়। আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছিল তাকে। পরে সিবিআই তাকে হেফাজতে নেয়। এদিকে আরজি কর কাণ্ডে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার জেরে প্রায় রোজই সঞ্জয় রায়কে শিয়ালদা আদালতে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর এবার শিয়ালদা আদালতে ফ্লাইং কিস ছুঁড়ল সঞ্জয়। খুন ও ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত সঞ্জয়ের এই আচরণকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এতদিন চিৎকার করতেন প্রিজন ভ্যানের ভেতর থেকে। আমি নির্দোষ বলে চিৎকার করতেন। আবার দিন কয়েক আগেই কলকাতা পুলিশের তৎকালীন কমিশনার বিনীত গোয়েলের নামও উল্লেখ করেছেন তিনি। আর এবার আর সেই অভিযোগ নয়। একেবারে ফ্লাইং কিস। এদিকে এই আচরণের মাধ্যমে সঞ্জয় আসলে কী বোঝাতে চাইল তা স্পষ্ট নয়। তবে প্রিজন ভ্যানে ওঠার আগে তাকে এই ভঙ্গিমায় দেখা যায়। এরপর তাকে দ্রুত প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। তবে গত কয়েকদিন ধরেই আদালত থেকে যাওয়ার সময় খেলা দেখাচ্ছে সঞ্জয়। মঙ্গলবার তাকে জাল দিয়ে ও কালো কাঁচ দিয়ে ঘেরা গাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। এর জেরে সে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। আর এদিন একেবারে উড়ন্ত চুমু। প্রথম দিকে আদালত থেকে ফেরার পথে প্রিজন ভ্যানের জানালা দিয়ে সঞ্জয় বলেছিল, 'আমি কিন্তু রেপ আর মার্ডার করিনি। আমায় নীচে নামিয়ে দিল। আমার কথা শুনছে না। পুরো সরকার আমায় ফাঁসাচ্ছে। আমি এতদিন চুপ ছিলাম। আমায় সব জায়গায় ভয় দেখাচ্ছে তুমি কিছু বলবে না, তুমি কিছু বলবে না। এমনকী ডিপার্টমেন্ট আমায় ভয় দেখিয়েছে আমি পুরোপুরি নির্দোষ। আমায় ফাঁসানো হয়েছে।' সোমবার প্রিজন ভ্যানের জানালা থেকে ফের চিৎকার করছিল সঞ্জয়। বার বার সে চিৎকার করে বলছিল, 'আমি নাম বলে দিচ্ছি বিনীত গোয়েল ডিসি স্পেশাল, ওনারা সাজিশ করে আমায় ফাঁসিয়েছে।'

ফাঁকিবাজি ঠেকাতে নবান্নে হাজিরায় এবার বায়োমেট্রিক!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ ১২টায় অফিসে ঢোকা কিংবা চারটেয় অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দিন শেষ! নবান্নের হাজিরায় এবার বায়োমেট্রিক বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, সরকারি কর্মচারীদের একাংশের ফাঁকিবাজি ঠেকাতে আগেই পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল রাজ্য। এবার এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। নভেম্বর থেকেই চালু হচ্ছে হাজিরার নয়া পদ্ধতি। নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য কয়েকটি বিভাগের ক্ষেত্রে ছাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি সব বিভাগের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবেই বায়োমেট্রিক হাজিরার কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে, যারা সদ্য চাকরিতে জয়েন করেছেন বা যাঁরা সদ্য বদলি হয়ে এসেছেন এবং স্টেনোগ্রাফার ছাড়া বাকিদের ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক। গত ১১ নভেম্বর এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে নবান্নের সব দফতরে এটি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নবান্নের সব বিভাগে বায়োমেট্রিক বসানোর কাজও শেষ হয়েছে। গত শতকের শেষে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে একটি গান লিখেছিলেন নচিকেতা। 'আমি সরকারি কর্মচারী' গানের কথার পরতে পরতে ছিল ফাঁকিবাজির কথা, 'বারোটায় অফিস আসি, দুটোয় টিফিন। ...চেয়ারটা কোনোমতে ছাড়ি। ...চারটেয় চলে আসি বাড়ি। আমি সরকারি কর্মচারী!' অনেকের মতে, ২৫ বছর পরেও নচিকেতার সেই গান আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। তা না হলে বায়োমেট্রিক হাজিরা কি বাধ্যতামূলক করতে হত!

কড়া পদক্ষেপ সরকারের

সিভিকের মুখে কেন বিনীতের নাম, 'তদন্ত করে রিপোর্ট দিন', মমতাকে নির্দেশ রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে সিভিক ভলান্টিয়ার। তিলোত্তমার ঘটনায় তাকে ফাঁসাচ্ছেন এই আইপিএস। সেই নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চাইলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গত সোমবার (১২ নভেম্বর) শিয়ালদহ আদালত থেকে বেরনোর সময় প্রিজন ভ্যান থেকে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি নাম বলে দিচ্ছি। বড় বড় অফিসার রয়েছে-বিনীত গোয়েল, ডিসি স্পেশাল চক্রান্ত করে ফাঁসিয়েছে আমায়।' এই ঘটনার পর থেকে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। যে প্রশ্ন বারবার বিরোধীরা তুলছিলেন, তিলোত্তমার ঘটনায় আরও অনেকে কি জড়িয়ে রয়েছে? আরও একবার সেই প্রশ্ন উস্কে যায় সেদিনের পর থেকে। শুধু তাই নয়, জুনিয়র চিকিৎসকরা আরজি কর-কাণ্ডে আগেই প্রাক্তন পুলিশ

কমিশনারের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন। তারপর তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন তাঁরা। তাঁদের সেই দাবি মেনে নেয় রাজ্য সরকার। পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বীনিত গোয়েলকে। কিন্তু এই সবের মধ্যেই অভিযুক্তের মুখে আইপিএস-এর নাম নিতান্তই প্রশ্ন তুলছে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন রাজ্যপাল বোস। তিনি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে ঘটনাটি যথাযথভাবে তদন্ত করে দ্রুত তথ্য প্রমাণসহ রাজ্য সরকারের অবস্থান জানানো হয়। অন্য দিকে, রাজ্যপালের বিবৃতির সমালোচনা করেছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আসলে উনি কখনও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে উঠতে পারেননি। উনি কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো এজেন্ট হয়েই থেকেছেন। যাঁর কাজ শুধুই সর্বদা রাজ্য সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করা।'' শোভনদেবের সংযোজন, ''রাজ্যপালের পদে বসে এমন কাজ একেবারেই শোভনীয় নয় বলে আমি মনে করি।''

'আরজি কর করে দেব'! ক্লাস সিক্সের ছাত্রের 'হুমকি'
স্কুলে 'তাণ্ডব' মেয়ের বাড়ির লোকজনের, বেধড়ক মার শিক্ষককে

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ১৩ নভেম্বরঃ 'আর কর করে দেব', হ্যাঁ ক্লাসে দাঁড়িয়ে ক্লাসেরই এক ছাত্রীকে এই ভাষায় হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁরই এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, সবই চলে। খবর পেয়ে ছুটে আসে পরিবারের লোকজন। ঘটনা মঙ্গলবারের। সূত্রের খবর, পরিবারের লোকজন এসে ছেলেটিকে বকাঝকা করে মিটিয়েও নেয়। কিন্তু, তখনও রয়ে গিয়েছে রেশ। এদিন দুপুরের দিকে স্কুলে চড়াও হয় মেয়েটির পরিবারের লোকজন। কেন ঘটনার পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও অ্যাকশন নেওয়া হয়নি সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, স্কুলের শিক্ষকদের মারধরও করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়ায় এলাকায়। উত্তেজনার আবহেই স্কুল ছেড়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। যে ছাত্রের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সে ক্লাস সিক্সের ছাত্র বলে

জানা যাচ্ছে। ঘটনার সময় সঙ্গে ছিল ক্লাস সেভেনের দুই পড়ুয়া। অন্যদিকে মূলত যে মেয়েটিকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ সেও ক্লাস সিক্সের। এদিকে ততক্ষণে খবর চলে গিয়েছে পুলিশের কাছে। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় আক্রান্ত শিক্ষক সুব্রত কুন্ডু বলেন, ''আমাকে দু'জন মেরেছে। আমার কাঁধে লেগেছে। স্কুলের ভিতরেই মেরেছে। এখন স্কুল যা অ্যাকশন নেবে আমি তার সঙ্গে রয়েছি। আমি চাই অভিভাবকরা এ ধরনের কাজ করার আগে একটু ভাবুক। একটু সচেতন হোক।'' ঘটনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক পলাশ সাউ বলেন, ''স্কুলেরই দু'জন ছাত্র ছাত্রীদের অত্যন্ত খারাপ কথা বলেছে। আমরা শোনা মাত্রই ওদের ধমক দিই। যদিও তারপর মেয়েগুলির বাড়ির সদস্যরা লোকজন নিয়ে স্কুলে আসে। ছেলে দু'টিকে ডাকা হয়। মারধরও করে। যদিও তারপর মীমাংসা হয়ে যায়। এদিন আবার স্কুলে মেয়েগুলির পরিবারের লোকজন আসে। ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। আমি তখন স্কুলে ছিলাম না। তখনই বাইরের কিছু লোকজন এসে আমাদের স্কুলের এক সহ শিক্ষককে মারধর শুরু করে দেয়। পাশের স্কুলের কিছু শিক্ষক এসে ওনাকে উদ্ধার করেন।'' ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পাঁশকুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা লোকজন বলছেন তাঁরা কাউকে মারধর করেননি।

দ্বারভাঙ্গা এইমস নির্মাণ বিহারের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনবেঃপ্রধানমন্ত্রী

দারভাঙ্গা, ১৩ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার বিহারের বিহারের প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা মূল্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে দারভাঙ্গা এইমসও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, দ্বারভাঙ্গা এইমস নির্মাণ বিহারের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। দারভাঙ্গা এইমস মিথিলা, কোসি এবং তিরহুত অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ এবং আশেপাশের অনেক এলাকার জনগণকে সুবিধা প্রদান করবে। নেপাল থেকে আগত রোগীরাও এই এইমস হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারবেন। এইমস এখানে অনেক কর্মসংস্থান এবং

আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা-তে দেশের প্রায় চার কোটি মানুষের চিকিৎসা করা হয়েছে। যদি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প না থাকত, তবে এর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই হাসপাতালে ভর্তি হতে পারতেন না। আমি খুশি যে এনডিএ সরকারের পরিকল্পনায় তাদের জীবনের একটি বড় উদ্বেগ দূর হয়েছে। আয়ুষ্মান যোজনার মাধ্যমে কোটি কোটি পরিবার প্রায় ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা বাঁচিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের সরকার দেশে স্বাস্থ্যের বিষয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। প্রথম লক্ষ্য, রোগ প্রতিরোধ। দ্বিতীয়ত, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা। তৃতীয়ত, মানুষ যেন বিনামূল্যে ও সস্তা চিকিসা পায়, তারা যেন সাশ্রযী. মূল্যের ওষুধ পায়। চতুর্থত, ছোট শহরেও সর্বোত্তম চিকিসা সুবিধা প্রদান করা এবং দেশে চিকিৎসকের ঘাটতি দূর করা। এবং পঞ্চমত, স্বাস্থ্য সেবা প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা।

৪-দিন পরই বন্ধ হবে বদ্রীনাথ মন্দির, বুধে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

চামোলি, ১৩ নভেম্বর ঃ ইতিমধ্যেই কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা পুণ্যার্থীদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আগামী ১৭ নভেম্বর বন্ধ হতে চলেছে বদ্রীনাথ মন্দির। তার আগে বুধবার বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। বুধবার সকালেই উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার বদ্রীনাথ মন্দিরে পৌঁছন ধামি। যথোচিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মেনে বাবা বদ্রী বিশালের পুজো দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি।বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, চারধাম যাত্রা শেষ পর্যায়ে, সকলেই অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা বন্দ্ব হতে এখনও ৪ দিন বাকি, তবুও প্রচুর সংখ্যক ভক্ত এখানে আসছেন, ভগবান বদ্রী বিশালের দর্শন পেতে।

সস্ত্রীক ভোট দিলেন হেমন্ত সোরেন, গণতন্ত্রকে মজবুত আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

রাঁচি, ১৩ নভেম্বর ঃ সস্ত্রীক ভোট দিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বুধবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় রাঁচির একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজেদের ভোট দিয়েছেন হেমন্ত সোরেন ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা সোরেন। সাধারণ জনসাধারণের মতোই লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন হেমন্ত সোরেন ও কল্পনা সোরেন।ভোট দেওয়ার পর গণতন্ত্রকে মজবুত করার আহ্বান জানিয়েছেন বারহাইট বিধানসভা আসনের জেএমএম প্রার্থী হেমন্ত সোরেন। তিনি বলেছেন, বুধবার আমরা নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছি। আমি ঝাড়খণ্ডের জনগণকে দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য নিজেদের ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির

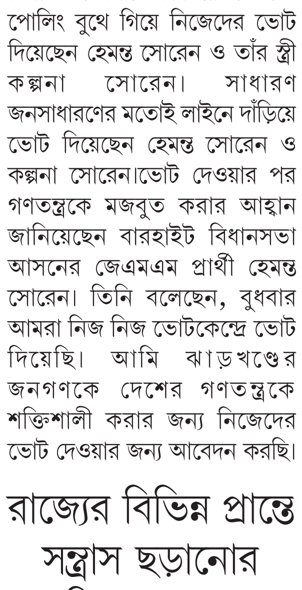

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উপনির্বাচনে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।এ দিন হাসপাতালে মৃত্যু হয় ভাটপাড়ায় গুলিবিদ্ধ এক তৃণমূল নেতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে কমিশন বলে গুলিকাণ্ডের প্রভাব যেন না পড়ে ভোটে। এলাকায় টহলদারি চালায় পুলিশ। কিন্তু বেলা বা।ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠতে থাকে।শুভঙ্করবাবু সংবাদমাধ্যমে দাবি করেন, কোথাও বিরোধী দলের এজেন্ট দের পোলিং বুথে বসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, কোথাও এজেন্ট দের মেরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ভোটারদেরও ভয় দেখানোর অভিযোগও করলেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের দাবি করলেন তিনি।

অনুপ্রবেশকারীদের থেকে সিধো-কানহো ও সাঁওতালদের ভূমি বাঁচাতে হবেঃচম্পই সোরেন

রাঁচি, ১৩ নভেম্বর ঃঝাড়খণ্ডে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা চম্পই সোরেন। বুধবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের দিন চম্পই সোরেন বলেছেন, আমাদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে সিধো-কানহো এবং সাঁওতালদের ভূমি বাঁচাতে হবে। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকার গঠন করবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই,

আমাদের সামনে কিছু প্রধান বিষয় হল, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, বেকারত্ব এবং সেচ। ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন বলেছেন, প্রত্যেকের নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেওয়া অধিকার। আমরা অনুপ্রবেশকারী এবং জমি দখলের ইস্যু তুলেছি এবং আমি এই ইস্যুটি উত্থাপন করতে থাকব। মাইয়া সম্মান যোজনার মতো স্কিমগুলি মানুষের জন্য খুব একটা উপকারী নয়। গত সাড়ে ৪ বছর ধরে সরকার সঠিকভাবে কাজ না করায় কয়লা, বালি এবং আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি সমস্যা।

২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন পূরণের একমাত্র উপায় শিক্ষাঃধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর ঃ উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন পূরণের একমাত্র উপায় হল শিক্ষা। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সচিবদের সঙ্গে উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালায় ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত

মজুমদার।জাতীয় কর্মশালায় বক্তৃতার সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষা ক্ষেত্রের পাঁচটি মূল দিকের বিকাশের ওপর জোর দেন। এগুলি হল অবকাঠামো, নেতৃত্ব, পাঠ্যক্রম, বহুবিভাগীয় গবেষণা এবং প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস জীবন। ধর্মেন্দ্র প্রধান রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদেরকে নিজ নিজ রাজ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রতিটি রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কুদঘাট মেট্রো স্টেশনে জনঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন

কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃকলকাতা মেট্রো রেলওয়ের উদ্যোগে বুধবার নেতাজী মেট্রো স্টেশন তথা কুদঘাট মেট্রো স্টেশনে জনঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হলো। ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা, যাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) উদয় কুমার রেড্ডি। তিনি বলেন, কলকাতা মেট্রো শহরের লাইফলাইন, প্রতিদিন প্রায় সাত লক্ষ মানুষ এই পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেন। জনঔষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের আরও সুবিধা দেওয়া হবে। কম দামে প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্যসেবায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হলো।প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এদিন বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকেও একাধিক কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে এ ধরনের জনঔষধি কেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যার ফলে বহু মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমানো সম্ভব হবে।কুদঘাটের পর এবার দক্ষিণেশ্বর ও শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনে জনঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ধীরে ধীরে কলকাতার আরও কয়েকটি স্টেশনেও এই পরিষেবা সম্প্রসারিত হবে বলে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।উদয় কুমার রেড্ডি জানান, প্রধানমন্ত্রী মেট্রো পরিসরকেই জনঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছেন, কারণ এখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত হয়। এর ফলে স্বল্পমূল্যে ওষুধ কেনার সুবিধা নিয়ে মানুষ অনেক উপকৃত হবেন।

সিউড়িতে জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

সিউড়ি, ১৩নভেম্বর ঃগত মঙ্গলবার বীরভূম জেলা শিল্পকেন্দ্রের আয়োজনে জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো সিউড়ি সুপার মার্কেটের জেলা শিল্পকেন্দ্র কার্যালযে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিভাবান শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্ট হস্তশিল্প সামগ্রী এখানে প্রদর্শন করেন, যা দর্শনার্থীদের মন কেড়েছে।এই প্রতিযোগিতায় শিল্পকর্মগুলো তিনটি গ্রুপে ভাগ করে প্রদর্শন করা হয়। প্রথম গ্রুপে কাঁথা ও বাটিক শিল্পের মাধ্যমে তৈরি শিল্পকর্মগুলি স্থান পায়, যেখানে বিচারকদের মাধ্যমে ৬ জন সফল শিল্পী নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় গ্রুপে কাঠ, শোলা, কচুরিপানা, খেজুরপাতা ও ঘাস দিয়ে তৈরি নানান শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়, এই গ্রুপ থেকে ৩ জন শিল্পীকে নির্বাচিত করা হয়। তৃতীয় গ্রুপে চর্ম, মেটাল, ডোকরা, টেরাকোটা এবং সেরামিক শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এখান থেকেও ৩ জন শিল্পী নির্বাচিত হন।এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তৃপ্তি মুখার্জী, কমল মালাকার এবং দেবু মুর্মু। বীরভূম জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সৌমেন দত্ত প্রতিযোগিতার তাৎপর্য তুলে ধরে জানান, এই ধরনের আয়োজন শিল্পীদের প্রেরণা যোগায় এবং জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করে।

ফুলেশ্বরে রেল অবরোধ নিত্যযাত্রীদের, ব্যাহত পরিষেবা

হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ বুধবার ফুলেশ্বর স্টেশনে ট্রেন অবরোধ হয়। প্রায় প্রতিদিন লোকাল ট্রেন দেরিতে চলে, এই অভিযোগে হাওড়া-খড়গপুর শাখার ফুলেশ্বরে রেল অবরোধ করে নিত্যযাত্রীরা।সকাল সাড়ে ১০টা থেকে অবরোধ শুরু হয়। রেল কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে ১২টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেন নিত্যযাত্রীরা। অবরোধের জেরে একাধিক স্টেশনে পর পর দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। পরে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় দীর্ঘদিন ধরেই লোকাল ট্রেন নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেকে দেরিতে চলছে। এছাড়াও টিকিয়াপাড়া থেকে হাওড়া ঢুকতেও অনেকটা দেরি হয়। তার জেরে সময় মতো নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন না যাত্রীরা, এমনটাই দাবি তাঁদের।সব মিলিয়ে অতিরিক্ত বিলম্বের কারণে সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা, এমনটাই দাবি। 'বিরক্ত' নিত্যযাত্রীদের একাংশই ট্রেন অবরোধ করেন বুধবার। যদিও রেলের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় লাইন মেরামতির কাজ চলছে। ফলে লোকাল ট্রেন চলাচলে কিছুটা দেরি হচ্ছে।

বডিলাইন বোলিংয়ের প্রবর্তক হ্যারল্ড লারউডের জন্মদিন বৃহস্পতিবার

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ ইংলিশ ক্রিকেটার হ্যারল্ড লারউড। নটিংহ্যামশায়ারের নানকারগেট এলাকায় জন্মগ্রহণ কারী(১৪।১১। ১৯০৪) বিখ্যাত ইংরেজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ ইংল্যান্ড ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ছিলেন। তিনি ডানহাতি ফাস্ট বোলার ছিলেন এবং ডানহাতি ব্যাটার ছিলেন। ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিভাগেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অনেক ধারাভাষ্যকারের মতে, তিনি তাঁর সময়কালের অন্যতম সেরা বোলার ছিলেন। তাছাড়া বডিলাইন নামে পরিচিত বিশেষ ধরনের বোলিংয়ের প্রবর্তন করে লারউড বিশ্ব ক্রিকেটে পরিচিতি পেয়েছেন।১৯৩২-৩৩ মরসুমে নির্বাচকমণ্ডুলী অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য জারদিনকে ইংল্যান্ডের

অধিনায়ক করেন। ইংল্যান্ডের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের অধিকারী অধিনায়ক ডগলাস জারদিনের পরামর্শক্রমে বডিলাইন বোলিং আক্রমণের দিকে মনোনিবেশ ঘটান লারউড। ফলশ্রুতিতে ১৯৩২-৩৩ মরসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রয়োজনীয় সফলতা লাভ করে। কিন্তু অস্ট্রেলীয়দের কাছে এ ধরনের কর্মকাণ্ডটি অখেলোয়াড়িসুলভ আচরণের পর্যায়ে চলে যায়। ফলে, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৩৩ তারিখে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড এমসিসি বরাবরে তারবার্তা প্রেরণ করে। উভয় দেশের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক অনেকাংশেই ভেঙ্গে পড়ে। লারউড তার বোলিংয়ের জন্য ক্ষমা চাইতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়. যে, তিনি অধিনায়ক জারদিনের নির্দেশনায় এ ধরনের বোলিং করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আর কখনও ইংল্যান্ড দলে টেস্ট খেলেননি।১৯২৬ সালে জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেটে ১৬.৯৫ গড়ে শতাধিক উইকেট লাভ করার প্রেক্ষিতে উইজডেন কর্তৃক বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে তাকে মনোনীত করা হয়। ১৯৪৯ সালে এমসিসি'র সম্মানিত সদস্য হিসেবে মনোনীত হন তিনি। পরের বছরই সাবেক প্রতিপক্ষীয় জ্যাক ফিঙ্গলটনের অনুরোধক্রমে পাঁচ কন্যাসহ স্বপরিবারে অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসিত হন। সেখানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। একটি কোমল পানীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। সফরকারী ইংল্যান্ড দলের সাথে প্রতিবেদক ও ধারাভাষ্যকারের দায়িত্ব পালন করতেন। এছাড়াও মাঝে-মধ্যেই ইংল্যান্ড ভ্রমণে যেতেন। ট্রেন্ট ব্রিজের একটি স্ট্যান্ড তার নামে নামঙ্কিত করে তাকে সম্মাননা জানানো হয়। বেশ দেরিতে হলেও ক্রিকেট খেলায় অসামান্য অবদান রাখার প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালে ৮৮ বছর বয়সে তাকে এমবিই পদবিতে ভূষিত করা হয়। এর দুই বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় তার দেহাবসান ঘটে।

ওয়ানাডে জয় নিয়ে আশাবাদী প্রিয়াঙ্কা, জনগণকে ভোট দেওয়ার আহ্বান কংগ্রেস নেত্রীর

ওয়ানাড, ১৩ নভেম্বর ঃ কেরলের ওয়ানাড সংসদীয় কেন্দ্রের উপনির্বাচনে নিজের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা। বুধবার প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, জনসাধারণ বেরিয়ে আসছেন এবং ভোট দিচ্ছেন, এটা একটা ভালো ব্যাপার। আমি আশা করি সবাই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন এবং ভোট দেবেন। এটাই সংবিধানের দেওয়া সবচেয়ে বড় শক্তি এবং তাদের এটা ভালোভাবে ব্যবহার করা উচিত।ওয়ানাড লোকসভা উপনির্বাচনের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা এদিন সকালে একটি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। পরে তিনি আরও বলেন, আমার প্রত্যাশা ওয়ানাডের জনগণ আমাকে তাঁদের ভালবাসা এবং স্নেহ প্রদান করবেন, তাঁদের জন্য কাজ করার এবং তাঁদের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ দেবেন। আমি আশা করি সবাই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন এবং ভোট দেবেন।

সস্ত্রীক ভোট দিলেন অর্জুন মুন্ডা, দলীয় প্রার্থীদের জয় নিয়ে আশাবাদী

সেরাইকেলা-খারসাওয়ান, ১৩ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন মুন্ডা। বুধবার ঝা।খণ্ডের সেরাইকেলা-খারসাওয়ানের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন অর্জুন মুন্ডা ও তাঁর স্ত্রী মীরা মুন্ডা।ভোট দেওয়ার পর ঝাড়খণ্ডে বিজেপির জয় ও দলীয় প্রার্থীদের জয় নিয়ে আশাপ্রকাশ করেছেন অর্জুন মুন্ডা। তিনি বলেছেন, আমি রাজ্যকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে ভোট দিয়েছি, আশা করি খারসাওয়ানের মানুষও একইভাবে ভোট দেবে। আমি নিশ্চিত আমাদের প্রার্থীরা জয়ী হবেন। অর্জুন মুন্ডার স্ত্রী মীরা মুন্ডা বলেছেন,বুধবার প্রথম দফার ভোট হয়েছে। আমি সবাইকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন করছি। মানুষ ভোট দিতে উদগ্রীব, ভোট কেন্দ্রের বাইরে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে।

ইন্ডি জোটের কাজ বিভাজন, বিজেপি ঐক্যবদ্ধ করেঃশিবরাজ চৌহান

সেহোর, ১৩ নভেম্বর ঃ কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। কটাক্ষের সুরে বুধবার শিবরাজ চৌহান বলেছেন, ইন্ডি জোটের কাজ বিভাজন করা, কিন্তু বিজেপি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। বুধবার বুধনি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সস্ত্রীক ভোট দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ভোট দেওয়ার আগে পূজার্চনাও করেছেন তিনি।পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, গণতন্ত্রে ভোট দেওয়া চূড়ান্ত কর্তব্য, আমি সবাইকে অবশ্যই ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এই এলাকা, এই পরিবার বিজেপির, জনগণের বিশ্বাস আছে বিজেপি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি। রমাকান্ত ভার্গব এখানে রেকর্ড ভোটে জয়ী হবেন। ঝাড়খণ্ডে প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ চলছে, লোকজন বিজেপি, এনডিএ-কে ভোট দিতে বেরিয়েছেন। জেএমএম-কংগ্রেস জোট খারাপভাবে হেরে যাবে, আমরা দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতব। আমরা বিভাজনে বিশ্বাস করি না, অন্যান্য দল, ইন্ডি জোট বিভাজনের জন্য কাজ করছে। বিজেপি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কাজ করে।

ভারতে ১৪ ই নভেম্বর শিশু দিবস- একটি স্মরণীয় দিন

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃসন-১৮৮৯ সাল।১৪ ই নভেম্বর।জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছোটদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। রাষ্ট্র সংঘ ১৯৫৪ সালে ২০ শে নভেম্বর দিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৪ সালের আগে পর্যন্ত ভারত ২০ শে নভেম্বর শিশু দিবস হিসেবে পালন করত। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর তাঁর শিশুদের প্রতি অগাধ স্নেহ ও ভালোবাসার জন্য ১৪ ই নভেম্বর তাঁর জন্মদিনটি কে ভারতে শিশু দিবস হিসাবে পালন করা হয়।ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্মবার্ষিকী স্মরণে প্রতিবছর ১৪ ই নভেম্বর শিশু দিবস ভারতে পালিত হয়। শিশু দিবস একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন শিশুদের সঠিক শিক্ষা, শিশুদের সঠিক পুষ্টি, শিশুদের অধিকার এবং কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ভারতে শিশু দিবস পালন করা হয়। জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন স্মরণে শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আমরা শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানাই।শিশু সমাজ। যাঁরা হতেন জওহরলাল নেহেরুর প্রিয় সঙ্গী। তাঁরাও যৌবনের উত্তরণে দেশ গঠনের নয়া দিশা দেখিয়ে দিতে পারেন। যৌবনের প্রাচুর্য যাদের রয়েছে। তিনি তাদের উৎসাহ দিতেন। তিনি মনে করতেন-দেশের যুবসমাজ দেশ গঠনের নির্ভুল দেবদূত।

সৌদির বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, নানা বিষয়ে ফলপ্রসূ চর্চা

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বুধবার নতুন দিল্লিতে সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফায়জ়াল বিন ফারহান আল সৌদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। গতকাল সৌদি আরবের বিদেশ মন্ত্রী দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন। বুধবারের এই বৈঠকের পর জয়শঙ্কর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দিল্লিতে আমাদের কৌশলগত অংশীদারি পরিষদের অধীনে রাজনৈতিক, নিরাপত্তা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী ফায়জাল বিন ফারহান আল সৌদের সঙ্গে সহ-সভাপতি হতে পেরে আনন্দিত।এস জয়শঙ্কর আরও জানান, প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব, নিরাপত্তা সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সংস্কৃতি, পর্যটন ও যুব বিনিময় এবং আমাদের জনগণের মধ্যে সংযোগ-সহ বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আমরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যু, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাত এবং বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ফোরামে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা নিয়েও মত বিনিময় করেছি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৭ কার্ত্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ১৩ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৮ কার্ত্তিক, চান্দ্র১২ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ কার্ত্তিক ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ কার্ত্তিক ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৭ কাতি, মুসলিমঃ১১-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।হরি উত্থান, চতুরমাস্য ব্রত সমাপন, নিয়ম সেবা সমাপ্তসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৫০ঃ৩৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০৪ঃ৫০ঃ৩৪।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৫২ঃ১১(১৩) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৯ঃ০৫(১৩)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃদ্বাদশী (ভদ্রা) সকাল ঘ ১০ঃ ১১ঃ২৯ দং ১০৫২ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনাঃসকালঃ০৫ঃ৫০-সকালঃ ০৯ঃ৩০ পর্যন্ত কাল ঘ ০৭ঠ৭৫১ দং ৪৫১২০ পর্যন্তনক্ষত্রঃরেবতী শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ৫৫ঃ৪৫ দং ৫০১১৫ পর্যন্ত পরে অশ্বিনীকরণঃবালব সকাল ঘ ১০ঃ১১ঃ২৯ দং ১০৫২ পর্যন্ত পরে কৌলব রাত্রিঃ০৮ঃ৫৯ঃ২৮ দং ৩৭৫১৫৭.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃবজ্র বিকাল ঘ ০২ঃ৩৪ঃ ৩৯ দং ২১৪৯৫৫ পর্যন্ত পরে সিদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫০ঃ৪১ থেকে - ০৬ঃ৩৪ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ১৮ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ০২ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ১৪ঃ৪১ থেকে - ১২ঃ২৬ঃ৪০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ ৪২ঃ৪০ থেকে - ০৬ঃ৩৪ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ১৮ঃ৪০ থেকে - ০৩ঃ ১৪ঃ৪১ পর্যন্তমহেন্দ্রযোগঃদিন ০৬ঃ ৩৪ঃ৪১ থেকে - ০৭ঃ১৮ঃ৪১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০৩ঃ২২ঃ৪০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১০ঃ৫৮ঃ৪০ থেকে - ১১ঃ৪২ঃ৪০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ০২ঃ৪০ থেকে - ১০ঃ৫৪ঃ৪০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ২০ঃ৪০ থেকে - ১২ঃ৪৩ঃ১০ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৮ঃ৩৫ঃ৪১ থেকে - ০৯ঃ৫৮ঃ১১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০২ঃ৩৫ঃ৪১ থেকে - ০৪ঃ১৩ঃ১১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৬২৭২০৬০ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ০১১৭৩৮ (১) ১ পদমঙ্গলঃ৩৬৩৬৩২ (৮) ১ পদবুধঃ ৭১৯১৫১৬ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬১৩১ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৮৭৫৬২৬ (১৯) ৩ পদশনিঃ ১০১৫১১৪৭ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১২৭৩৯ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১২৭৩৯ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ ০৫ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৩৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২৬ঃ৫২ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ১৩ঃ৪৬ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৭ঃ১০ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৮ঃ১৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৮ঃ৪৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৭ঃ১০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ১০ঃ৩০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২৬ঃ১৩ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৭ঃ৩৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৭ঃ৪৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। তবে, শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৩.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮শতকরা এবং ৪৪ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ০৯টা ৪৫মনিট এবং রাত ১ টা ৪৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৩ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৫মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।

মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।

কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।

সিংহ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি।

তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন

বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন

ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।

মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।

কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে.সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন।

মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

ভাটপাড়ায় উত্তেজনা, চায়ের দোকানে ঢুকে তৃণমূল নেতাকে গুলি

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ১৩ নভেম্বর ঃ আবার অশান্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া। বুধবার সকাল থেকে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে, দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে জখম হয়েছেন ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি অশোক সাউ। তাঁকে ভাটপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ভাটপাড়া থানা এলাকায় একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন তৃণমূল নেতা অশোক। হঠাৎ ওই চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হামলা শুরু করে তারা। চায়ের দোকানের ভিতরে এবং বাইরে শুরু হয় বোমাবাজি। অশোককে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ।

শীত আর দূরে নয়! সপ্তাহান্তেই দক্ষিণবঙ্গে পারদ পতনের পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ নভেম্বর মাসের প্রায় মাঝামাঝি হয়ে গেল, এখনও শীতের দেখা নেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই দিন ও রাতের তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী। শীতের আমেজও নেই। তবে, সপ্তাহান্তেই বঙ্গে শীতের আমেজ মালুম হতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। বুধবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে, তবে এখনও স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বেই রয়েছে। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে রাজ্যে। উত্তরের হিমালয় সংলগ্ন জেলাগুলির পাশাপাশি গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গেও দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা। তবে, জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা এখনই নেই।

হাড়োয়ায় তৃণমূল এজেন্টের সঙ্গে বচসা বিজেপি প্রার্থীর

হাড়োয়া, ১৩ নভেম্বর ঃ উপনির্বাচনের ভোট শুরু হতেই উত্তেজনা ছড়াল হাড়োয়ার সদরপুর ২০০ নম্বর বুথে। বুথের মধ্যেই বিজেপি প্রার্থী বিমল দাসের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন তৃণমূলের বুথ এজেন্ট। বিমলের দাবি, দরজার পাশের ইভিএম মেশিন ঘুরিয়ে দিতে হবে। আপত্তি জানান ওই বুথের তৃণমূলের এজেন্ট। তখনই দু'পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। শুধু বুথের ভেতরে নয়, বাইরেও উত্তেজনা ছড়ায়। দু'দলের কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হয় বুথের বাইরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। জটলা সরিয়ে দেয় তারা। উল্লেখ্য, হাড়োয়ায় লড়াই হচ্ছে চতুর্মুখী। তৃণমূল প্রার্থী হলেন শেখ রবিউল ইসলাম, বিজেপি প্রার্থী বিমল দাস, কংগ্রেস প্রার্থী হাবিব রাজা চৌধুরী ও আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম (বাম সমর্থিত)।

ভাঙড়ে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে আগুন উত্তেজনা

ভাঙড়ে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে আগুন। ছবি অনিকেত নস্কর।

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১৩ নভেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ভাঙড়ের চালতাবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ নম্বর বুথের কৃষ্ণমাটি এলাকায়। আগুন লাগানোর অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কৃষ্ণমাটি ব্রিজের কাছে থাকা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে আগুন লাগিয়ে দেয় আইএসএফের কর্মী সমর্থকরা। পার্টি অফিসে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সওকত মোল্লা-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বের ছবি পুড়ে গিয়েছে। পুড়ে গিয়েছে পার্টি অফিসে থাকা দলের নানা সামগ্রী। পুলিশ তদন্ত করে অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দিক, দাবি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য কালাম মোল্লার। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ। তাঁদের দাবি, আইএসএফ হিংসার রাজনীতি করে না। এই ঘটনায় আইএসএফের কোনও কর্মীর হাত নেই বলেই তাঁদের দাবি। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফলে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে আইএসএফ-এর অভিমত। পুলিশ তদন্ত করে যাতে সত্য উদ্ঘাটন করে সেই দাবি জানিয়েছেন আইএসএফ নেতৃত্ব। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেনারেটরে চুল জড়িয়ে খুলি উপড়ে গেল এক বধূর

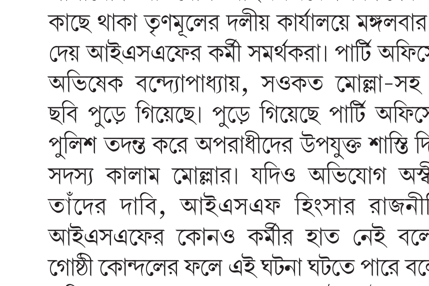

হুগলি, ১৩ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার রাতে চণ্ডীতলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে ৩০ বছরের এক মহিলার। সূত্রের খবর, মৃতার নাম উজ্জ্বলা সাঁতরা। মঙ্গলবার রাতে স্বামী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে চণ্ডীতলার কলাছড়া এলাকায় জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ভাসানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। উজ্জ্বলার স্বামী ঝণ্টু সাঁতরার একটি মোটরচালিত ভ্যান রয়েছে। সেটি চালিয়ে তিনি চণ্ডীতলায় শোভাযাত্রায় এসেছিলেন। ভ্যানে বসেছিলেন স্ত্রী-পুত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, চণ্ডীতলার ধর্মতলা থেকে পালপা।ার দিকে শোভাযাত্রা যখন এগোচ্ছিল, তখনই দুর্ঘটনাটি হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে ওঠেন সবাই। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ' চুলে ভ্যানে বসেছিলেন ওই মহিলা। ভ্যানে একটি জেনারেটর ছিল। জেনারেটরের মোটরে মহিলার চুল আচমকাই আটকে যায়। চিকার শুনে তাকাতেই দেখি, ভ্যান থেকে ধপ করে রাস্তায় পড়ে গেলেন ওই মহিলা। মাথার খুলি উপড়ে গিয়েছিল তাঁর।'' উজ্জ্বলার সঙ্গে ওই ভ্যানে ছিল তাঁর দু' বছরের ছেলে। বছর আটের মেয়ে বাবার সঙ্গে রাস্তায় হাঁটছিল। মাকে ওই ভাবে পড়ে যেতে দেখে দুই খুদেই চিকার করে ওঠে। উজ্জ্বলার স্বামী ঝণ্টু স্তম্ভিত হয়ে যান। তড়িঘড়ি স্ত্রীকে উদ্ধার করে চণ্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিসকেরা জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রীর। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে উজ্জ্বলা সাঁতরা নামে ওই মহিলার দেহের ময়নাতদন্ত হয়।

নেতাজি মেট্রো স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতী জন ঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিহারের দারভাঙ্গা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অর্থাৎ ১৩.১১.২০২৪ তারিখে নেতাজি মেট্রো স্টেশনে একটি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। স্বস্থ ভারত, ভিক্ষিত ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেই কর্মসূচি থেকে প্রধানমন্ত্রী আজ ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে এরকম ১৮টি জন ঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। নেতাজি মেট্রো স্টেশনে নতুন উদ্বোধন করা প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র, প্রথমটি কিছুদিন আগে মালদায় উদ্বোধন করা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠান থেকে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ন্দ্র মোদীও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং জাতির উদ্দেশে নতুন লাইন এবং রেল সেকশনের গেজ রূপান্তর কাজের পাশাপাশি দুই জোড়া মেমু ট্রেন পরিষেবার পতাকা উন্মোচন করেন। এই সব প্রকল্পের মূল্য বারো হাজার কোটি টাকা। তাঁর ভাষণে, এই প্রকল্পগুলির সুবিধাগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করে, শ্রী মোদী বলেছেন যে এই সমস্ত প্রকল্পগুলি পূর্ব ভারতের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে। এই প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষুধী কেঃদ্র মানুষকে সস্তা দরে ওষুধ পেতে এবং অর্থ সাশ্রয় .করতে সাহায্য করবে, তিনি নিশ্চিত করেছেন। আজ নেতাজি মেট্রো স্টেশনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার এবং মেট্রো রেলের সমস্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং যাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন যেখানে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই জন ঔষধি কেঃদ্রের উদ্বোধন করেছিলেন। তার ভাষণে, শ্রী রেড্ডি বলেছেন যে নেতাজি মেট্রো স্টেশনের জন ঔষধি কেন্দ্র প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলির জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করবে। এখানে খোলা বাজারে বিক্রি হওয়া ব্র্যান্ডের ওষুধের চেয়ে ৫০ থেকে ৯০ কম দামে ওষুধ পাওয়া যাবে। তিনি সকলকে এই আউটলেট থেকে ওষুধ কেনার জন্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কল্পনা অনুসারে এই জন ঔষধি কেন্দ্রকে জনপ্রিয় করার জন্য আহ্বান জানান। উদ্বোধনের পর মহাব্যবস্থাপকও দোকান পরিদর্শন করেন এবং সেখান থেকে ওষুধ কেনার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন। মেট্রো যাত্রী এবং কুদঘাট এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা দৃশ্যত খুশি কারণ এই জন ঔষধি কেন্দ্র তাদের জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ওষুধ সস্তায় কিনতে সাহায্য করবে। উদ্বোধনের পরপরই এ দোকানে ক্রেতাদের ব্যাপক ভিড় দেখা যায়।

এবারে সাগরের ৩১ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা উধাও

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৩ নভেম্বর ঃ এবার ট্যাব দুর্নীতির হদিশ সাগরে। এবার সাগরের একটি স্কুলের ৩১ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা তুলে নিল প্রতারকরা। আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর থানার পুলিশ। অভিযোগ, দঃ ২৪ পরগনার সাগরের মহেন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুলের ৩১ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। স্কুলের ১৬৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩১ জন ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই ট্যাবের টাকা পেয়ে গেছেন। দেখা যায়, ৩১ ছাত্রছাত্রীর টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। মঙ্গলবার সাগর থানাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর তার পরেই তদন্তে নামে সাগর থানার পুলিশ। এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্যামল বালা বলেন, আমাদের স্কুলের ৩১ জন ছাত্র ছাত্রীর টাকা তুলে নিয়েছে প্রতারকরা। সাগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শিক্ষা পরিদর্শকের কাছে। তবে সাগর থানার অভিযোগের ভিত্তিতে সু ন্দরবন জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার সূত্রপাত দিন কয়েক আগে। অভিযোগ ওঠে,বর্ধমানের বিভিন্ন স্কুলের পড়য়াদের মধ্যে সি এম এস হাই স্কুলের ২৮ জন পড়ুয়ার টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে না ঢুকে অন্যত্র চলে গিয়েছে। এই বিষয়ে স্কুলের তরফে বর্ধমান সাইবার থানায় অভিযোগ জানালে তদন্ত শুরু হয়। আর সেখানে দেখা যায় স্কুলের পড়য়াদের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে না ঢুকে ভিন রাজ্যের অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। আর তাঁর পরে অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার শাখার পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়। এর পর অন্যান্য জেলা থেকেও একই অভিযোগ ওঠে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নজরে পড়ে বিষয়টি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকা দ্রুত দেওয়ার বিষে নির্দেশ দেন। এর পরই রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে নতুন করে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে। আর এদিকে দ্রুত এই ঘটনায় যুক্তদের চিহ্নিত করতে চায় প্রশাসন।

হাওড়ায় দুই ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ পৃথক দুটি ঘটনায় হাওড়ায় দুই ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ জানিয়েছে, দুটি ঘটনাতেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করা হয়। বুধবার সকালে তারক ফুলমালি (৩৬) নামের এক যুবকের দেহ তাঁর ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাও।ার ব্যাঁটরা থানা এলাকার কেদার মুখার্জি লেনের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। বাড়ির লোকেরা ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে তিনি আর্থিক ও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। অপরদিকে, মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার মাকড়দহে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় দেবাশীষ জানা (৪৫) নামের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। মৃতের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে হলেও কর্মসূত্রে তিনি ডোমজুড় থানা এলাকার মাকড়দহে থাকতেন। খবর পেয়ে .পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ডোমজুড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে. এলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

আবাস যোজনা থেকে নিজের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করলেন ডায়মন্ডহারবারের এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার,১৩ নভেম্বর ঃ আবাস যোজনার ঘর নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে। অনেক ব্যক্তির পাকা ঘর থাকা সত্ত্বেও সরকারি ঘর পাওয়ার আবেদন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই আবহে সততার এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন ডায়মন্ড হারবারের বছর তিরিশের এক ব্যক্তি। নিজেই পাকা ছাদের বাড়ি তৈরি করার পর প্রশাসনের কাছে আবাস যোজনার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করেছে ওই যুবক। ডায়মন্ডহারবার ২ নম্বর ব্লকের পাতড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মড়িগাছি গ্রামের বাসিন্দা ৩০ বছরের আনিসুর রহমান। বাড়িতেই টিউশন পড়ান। ২০১৮ সালে টালির চালের বাড়ি ছিল তাঁদের। সেজন্য ছবছর আগে আবাস যোজনার ঘর পেতে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। এর পর নিজেরাই আস্তে আস্তে ইটের দেওয়াল ও পাকা ছাদের বাড়ি তৈরি করেছেন। তবে পুরনো আবেদন অনুযাযী,বর্তমান তালিকায় তাঁদের নাম উঠেছে। বর্তমানে তাঁদের পাকা ছাদের বাড়ি হয়ে যাওয়ায় বিডিওর কাছে রীতিমতো লিখিত আবেদনে বলেছেন, ' তাঁরা ইটের দেওয়াল ঘেরা পাকা ছাদের বাড়িতে থাকেন। তাই তালিকা থেকে তাঁর নাম বাতিল করে দেওয়া হোক। পরিবর্তে তালিকায় গ্রামের প্রকৃত কোনও আশ্রয়হীন দরিদ্র বাসিন্দার নাম ওই তালিকায় সংযুক্ত করা হোক।' সরকারি সুবিধা পেতে বিভিন্ন ছলাকলার আশ্রয় নিচ্ছেন অনেকে। অপ্রকৃত প্রাপক সরকারি সুবিধা নিলে প্রকৃত বাসিঃদারা নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। জনসাধারণের কর্তব্য মনে করিয়ে দিয়ে আনিসুর বুধবার বলেন, শুধুমাত্র সরকারকে দোষ দিযে. কোনও লাভ নেই। সাধারণ মানুষেরও কিছু দাযিত্ব ও কর্তব্য রযেছে। সেটুকুই পালন করেছি মাত্র।আনিসুরের এই সততায. খুশি প্রশাসনও। ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ বলেন, আবাস যোজনার তালিকায. নাম থাকা প্রত্যেক আবেদনকারীর ঘরে ঘরে গিযে. প্রশাসন আবেদনের সত্যতা যাচাই করছে। যাঁদের প্রয়োজন রয়েছে, তাঁরাই যেন ঘর পান। এক্ষেত্রে জনৈক ব্যক্তি যে নজির স্থাপন করেছেন তা নিঃসঃদহে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সকলেরই এভাবে নিজে থেকে এগিযে. এসে এইভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে প্রশাসনের ও কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

আগাছায় ভরে গেছে মথুরাপুর ঘাটবকুলতলা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৩ নভেম্বর ঃ জঙ্গলে হাসপাতাল, নাকি এবার হাসপাতালে জঙ্গল তা কাছে না গেলে বোঝার উপায় নেই।এমনই অবস্থা মথুরাপুর ১ নং ব্লকের অধীন ঘাট বকুলতলা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের। পুরো আগাছায় ঢেকেছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চত্বর। যার জেরে এখন অসুবিধা হচ্ছে স্থানীয়দের। এই কেন্দ্র থেকে পরিষেবাও ঠিক ভাবে মিলছে না বলে অভিযোগ স্থানীযদের। মথুরাপুর থানার বলরামপুর গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি । এই হাসপাতালের পোশাকি নাম ঘাটবকুলতলা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন জঙ্গলের মধ্যে থাকা একটি পোড়ো বাড়ি। স্থানীয় মানুষজনরা একাধিকবার পরিকাঠামোগত উন্নযনের দাবি তুললেও কোনো কাজ হয়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা বলেন, সরকার যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার জন্য কাজ করছে সেখানে এই হাসপাতালের এরকম অবস্থা। পরিষেবা পাওয়া যায় না। বড় কোনো অসুবিধা হলে বাইরে যেতে হয়। আগে এখানে বিদ্যু ছিল না।তবে এখন বিদ্যু পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।তবে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এখনও আগাছায় মোড়া। হাসপাতালের গায়ে বড় বড় গাছ জন্মেছে। এই কেন্দ্রের উপর প্রায় ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল। স্থানীয় মানুষজন এও বলেন,এই হাসপাতাল থেকে জ্বর,সর্দি, কাশির মত সাধারণ রোগের ওষুধ পাওয়া যায়। কিন্তু বড় কিছু ঘটে গেলে চিকিৎসা পাওয়া যায় না। তাঁর ওপর এত জঙ্গলে সাপের উপদ্রব আছে। ভয় করে আমাদের। আমরা চাই দ্রুত এর পরিকাঠামো বদল করা হোক। আগাছা মুক্ত করা হোক।এ ব্যাপারে স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্রুত আগাছামুক্ত ও উন্নত পরিষেবার বিষয়টি দেখবার প্রতিশ্রুতি দেন।

রিষড়ায় গুলিকাণ্ড নিয়ে মন্তব্য, সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে তৃণমূলের কোন যোগ নেই

বনস্পতি দে, রিষড়া,হুগলি, ১৩ নভেম্বর ঃ রিষড়ায় গুলিকাণ্ডে অভিযুক্তের বক্তব্য! 'তৃণমূল করি' গোঁফ পাকাতে পাকাতে বললেন অভিযুক্ত। আলাদাই মেজাজ ধৃত রঞ্জন যাদবের। মাকে মারধরের বদলা নিতেই ব্যবসায়ীকে গুলি বলে জেরায় স্বীকার করেছেন তিনি। ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রিষড়ায় এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীর নাম সামসুদ্দিন। অভিযুক্ত রঞ্জনের বাবা এক সময়ে এই ব্যবসায়ীরই গাড়ি চালাতেন। এক বছর আগে কোনও এক অশান্তি সামসুদ্দিন তাঁর মাকে মারধর করেন বলে দাবি ধৃতের। সেই রাগ এক বছর ধরে মনে পুষে রেখেছিলেন তিনি। তার বদলা নিতেই গুলি বলে জেরায় স্বীকার করেছেন তিনি। সামসুদ্দিনের ভাই মহম্মদ নসরত বলেন, রঞ্জনের মাথায় হাত আছে তৃণমূলের। আর সে বিষয়টি অস্বীকার করেননি রঞ্জন। পুলিশের ভ্যানে ওঠার আগেও গোঁফ পাকাতে পাকাতে সে কথাই বললেন তিনি। তাঁর শরীরী ভাষায় কোনও অনুশোচনার লেশমাত্র ছিল না। ব্যবসায়ীর বন্ধু আফতাব আলম বলেন, আগে বজরঙ দল করত অভিযুক্ত। গত বছর ডিসেম্বর মাসে মারামারি করে জেল খাটে। নিশ্চয় কেউ ওর পিছনে আছে নাহলে আগ্নেয়াস্ত্র পেল কীভাবে। বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক সম্পাদক হন্দ্রনীল দত্ত বলেন, তৃণমূল এইসব সমাজ বিরোধীদের প্রশয় দেয় আশ্রয় দেয়। ভোট লোড রিগিং করার জন্য এই ধরনের লোকেদের দরকার।

পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর

বাবু হক, হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলার জয়পুর থানার আমতা দুই ব্লকের অমরাগড়ি জিপি র ঘনশ্যাম চক ওস্তাদ জী পাড়ার ও চকজনার্দন এলাকার চক নবীন সংঘ র নিকট জল নিকাশি খালের উপর ভঙ্গন প্রায .কাঠের সেতু টিকে শিঘ্রই সংস্কার করা অথবা পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর। এই এলাকায় সর্ব প্রথম এই সেতু নির্মাণ করে রাজ্য সেচ দফতর। সেতুটি দিয়ে সারা দিনে বহু মানুষ যাতায়াত করেন বিভিন্ন গ্রামের ও পাড়ার। অল্প সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে , হাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে, এমনকি থানা ও আমতা দুই ব্লকের বিভিন্ন দফতরে যাওয়া যায়। শতাধিক বিঘা জমিতে ফসল উৎপাদন বিপণন সরবরাহ করা হয় বলে জানা গেছে। এলাকায় গিয়ে দেখা যায় বাস্তব অবস্থা, ওস্তাদ জী পাড়ায় রয়েছে ঘনশ্যাম চক খানকাহ পাক কুল মশায় খানে তরিকতের জুমলা পীরের আস্তানা, পীর কামেল শাহ্ সুফী হজরত সেখ আব্দুল ওয়াহেদ চিস্তী ও কাদেরীর মাজার এছাড়াও রয়েছে তদ্বীয় খলিফা মেজলা শাহজাদা গদ্দীনসীন পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ সুফী সাধক সেখ মহম্মদ জহুরুল হক সাহেবের মাজার শরীফ প্রায় নিত্যদিনে ও বাসরিক ওরশ মোবারকে ভক্তদের ঢল নামে। এই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্য পূর্ণ,ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থলে পাকা কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি করেন আব্দুল ওয়াহেদ শাহ্ র বংশধর বাবু হক সাহেব এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে তিনি আমাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে সেচ দফতরের আধিকারিক বর্গদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এলাকার আপা মোর জনসাধারণের সুবিধার্থে কাঠের সেতু টিকে অবিলম্বে সংস্কার করা হোক কারণ কেউনা কেউ প্রায়দিনই যাতাযাত করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন পড়ে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও যানবাহন, চলাচল করে, কৃষকের উপাদিত ফসল সরবরাহ করা হয় এই সেতু দিয়ে। সম্প্রতিক বন্যার আগে থেকেই এই সেতু দিয়ে চলাচলের সমস্যা দেখা দেয় তার পর বন্যার কারণে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। হক আশাবাদী এলাকার আমজনতার কথা বিবেচনা করে সেচ দফতর নিশ্চিই পাকা, কংক্রিটের সেতু নির্মাণে উদ্যোগ হবেন।

শুভেন্দুকে সমাবেশের অনুমতি দিয়েও কড়া পর্যবেক্ষণ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর ঃ মুচলেকা দিলে জীবন বাঁচানো যায় না।'' বুধবার একটি মামলায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশে এই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এর পর বিচারপতিকে এও বলতে শোনা যায়, 'এই শেষবারের জন্য অনুমতি দিচ্ছি!' যা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় আদালত চত্বরে। হাওড়ার শ্যামপুরে কামারপুর রোড দেউলি বাজার জংশন এলাকায. বুধবার বিকেলে শুভেন্দুবাবুর সভা। ওই সভার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। যা নিয়ে আদালতে গিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। পুলিশের তরফে জানানো হয়, যে মাঠে সভা হবে সেখানে যাওযার জন্য যে রাস্তা, তা অতি সরু। ফলে সেখানে শুভেন্দু অধিকারীর জেড ক্যাটাগরির কনভয় ঢোকা বেরোনো কষ্টকর। পাল্টা হিসেবে শুভেন্দুবাবুর আইনজীবী আদালতে বলেন, 'নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না, আমরা মুচলেকা দিয়ে দেব।' যা শুনে রেগে যান বিচারপতি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মুচলেকা দিলে জীবন বাঁচানো যায় না।' বিচারপতি এও বলেন, জাতীয় সড়কের ধারে সভা করলেও আমি অনুমতি দেব। কিন্তু এর পরে সভার জন্য অন্তত ২০ মিটারের কম চওড়া রাস্তা হলে সেখানে সভার অনুমতি দেওয়া হবে না। এটা লক্ষ্য রাখবেন।

LN/EL

লি অ্যান্ড নি সফট্ওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস্) লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭
রেজি. অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেল আইডিঃ info@lnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com, ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য

(সমস্ত মূল্য লাখে)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	একত্রিত: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	২৬১.৩০	২৩৮.৪৬	৯১০.৮৮	২৮১.৪৩	২৫৯.৭৯	১০২৯.১৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৬.০৯	১০.২৭	৪৮.৮৬	৯.৮৯	৮.২৬	৬৫.১১
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(অসাধারণ এবং অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৬.০৯	১০.২৭	৪৮.৮৬	৯.৮৯	৮.২৬	৬৫.১১
৪.	করের পরের সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(অসাধারণ এবং অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১১.৩৯	৬.৯৩	৩৩.৫৫	৪.৮০	৪.৯২	৪৯.৮০
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় সমরে জন্য লাভ (ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়(করের পরে)	-০.১৪	১৬.০১	৪৬.২২	-১৫.৫২	১৯.৪১	৮৯.৩৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) এর নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে আগের বছর	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০- টাকা)(চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)			-১০৪.৭৯			৭৮.৭৭
	বেসিক (টাকা)	০.০২	০.০১	০.০৬	০.০১	০.০১	০.০৯
	পোতলা (টাকা)	০.০২	০.০১	০.০৬	০.০১	০.০১	০.০৯

মন্তব্যঃ
১. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য উপরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছে। অডিট কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ১৩ই নভেম্বর, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত। ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত একটি সীমিত পর্যালোচনার অধীন।
২. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি সেবি-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবি**ধান ২০১৫. ত্রৈমাসিক** আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জে উপলব্ধ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন। www.lnsel.com
৩. বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট সময়কালের পরিসংখ্যানগুলিকে পুনরায় .গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
৪. অনিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফল হোল্ডিং কোম্পানির ফলাফলআর্থিক তথ্য নিয়ে গঠিত, লি এবং নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলি যথা, লেন্সেল ওয়েব সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ঋতুরাজ শেয়ার ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড।
৫. গ্রুপটি প্রাথমিকভাবে একটি একক ব্যবসায়িক বিভাগে যেমন আইটি সক্ষম পরিষেবা এবং শেয়ার ট্রেডিং ব্যবসায় ফোকাস করে। তাই,'সেগমেন্ট রিপোর্টিং'-এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩,১১, ২০২৪

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
সাক্ষর -মহেশ গুপ্ত
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক)

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L51100WB1979PLCO32376
ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫, ই-মেইলঃ omnikol1979@gmail.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

টাকা ০০

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষ ৩০.০৯.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষ ৩০.০৯.২৩ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষ ৩০.০৯.২৪ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ ৩০.০৯.২৪ অনিরীক্ষিত	বছর থেকে তারিখ ৩০.০৯.২৩ অনিরীক্ষিত	বছর শেষ ৩১.০৩.২৪ নিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	০	০	০	০	০	১৫৩১০.৬০
২	নিট লাভ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী আইটেম এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৮১৩.৪২	২১৩৬.৯৩	-১,৬১৩.২৫	২০০.১৭	৫৪২.০২	১১,৬১৫.৯২
৩	নিট লাভ (লোকসান) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ আইটেম এবং অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৮১৩.৪২	২,১৩৬.৯৩	-১,৬১৩.২৫	২০০.১৭	৫৪২.০২	১১,৬১৫.৯২
৪	নিট লাভ(লোকসান)করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ আইটেম এবং অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৮১৩.৪২	২,১৩৬.৯৩	-১,৬৩০.৯৬	১৮২.৪৬	৫৪২.০২	৯,৭৫৯.৯৭
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় করের পরে)এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	২৪০৪৬৭.৫৫	২০৮,৯৬৮.০২	৪৭,৫৬৬.২৯	২৮৮,০৩৩.৮৪	২৫১,২৫২.৭৬	৩৪১,৪০৪.৫৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪০০০০	২৪০,০০০	২৪০,০০০	২৪০,০০০	২৪০,০০০	২৪০,০০০
৭	রিজার্ভ পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত ব্যালেন্সে দেখানো হিসাবে রিজার্ভ আগের বছরের শীট	২,০২৭,৬৪৫.৬৫	১,৬৮৬,২৪১.০৮	-৭,৬৪৫.৬৫	২,০২৭,৬৪৫.৬৫	১,৬৮৬,২৪১.০৮	২,০২৭,৬৪৫.৬৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় টি১/- প্রতিটি (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)	০.৭৬					
	(ক) মৌলিক	(০.৭৬	০.৮৯	(০.৬৮)	০.০৮	০২৩	৪.০৭
	(খ) পাতলা	(০.৭৬	০.৮৯	(০.৬৮)	০.০৮	০২৩	৪.০৭

দ্রষ্টব্যঃ(ক) উপরেরটি ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন ফাইন্যান্সিয়ালের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। সেবি-র রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ফলাফলের ক্ষেত্র (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫। ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিন্যাস আর্থিক ফলাফল কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে **(www.csindia.com)** পাওয়া যায়।কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.omniholdings.in)**।

বোর্ডের আদেশে
সাক্ষর /-
অরুণ কুমার লোহিয়া,পরিচালক
ডিন ঃ০০৬১৩১১৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩.১১.২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮ কার্তিক, ১৪৩১

মিশরীয় সভ্যতায় মমি তথ্য

ঐতিহাসিকরা বড্ড একপেশে! কেননা মিশরীয় সভ্যতারও ২০০০ বছর আগে পেরু-চিলির সীমান্ত অঞ্চলের চিচোরো জনজাতিদের মমি নিয়ে ওনারা উল্লেখযোগ্য আলোচনা কম করে থাকেন। মমির কথা উঠলেই মনে আসে মিশরের দৃশ্য। আর তাই দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে প্রান্ত দেশে পেরু এবং চিলির সীমান্ত অঞ্চল থেকে যখন একের পর এক মমি পাওয়া যাচ্ছিল, তখন সেদিকে দৃষ্টি দেননি অনেক ঐতিহাসিকই। মমি তৈরি প্রক্রিয়া একান্তই মিশরীয়দের আবিষ্কার, এমনটাই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গত এক শতাব্দী ধরে দক্ষিণ আমেরিকার আরিকা এবং পারিনাকোটা অঞ্চলে মমি উদ্ধারের ঘটনা বাড়তেই থাকে। কখনও নতুন বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে মাটির নিচ থেকে পাওয়া যেত অদ্ভুত সব মৃতদেহ, কখনও আবার কোনো পোষ্য কুকুর হঠাৎ রাস্তার ধারে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বের করে আনত দেহাংশ। এমনকি অনেক সময় শোনা যেত স্থানীয় বালক-বালিকারা মৃতদেহের মাথার খুলি নিয়ে ফুটবল খেলছে। প্রথমদিকে স্থানীয় মানুষদের কাছে বিষয়টা আতঙ্কের উদ্রেক করেছিল। কিন্তু ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। তবে ঐতিহাসিকদের পক্ষে আর নির্বিকার হয়ে থাকা সম্ভব হল না। আর এই সময়েই সমস্ত মমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলেন দুই মহিলা। আনা মারিয়া নিয়েটো এবং পাওলো পিমেন্টাল। একটু একটু করে গবেষণা এগিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার অতি প্রাচীন চিচোরো জনজাতির ইতিহাস আবিষ্কার করতে করতে চমকে উঠেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরাও। আর সম্প্রতি চিচোরো জনজাতির ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবে আরিকা ও পারিনাকোটা অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে খোদ ইউনেস্কো। দক্ষিণ পেরু ও উত্তর চিলির সীমান্ত অঞ্চলে চিচোরো জনজাতির বসবাস শুরু হয় আনুমানিক ৭ হাজার বছর আগে। অর্থাৎ মিশরীয় সভ্যতার চেয়েও অন্তত ২ হাজার বছরের পুরনো চিচোরো সভ্যতা। আর এখানকার মমিদের বয়সও ততটাই প্রাচীন। তেমনই প্রাচীন মমি তৈরির পদ্ধতিও। তবে প্রায় সব মমিই মানুষ কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছে, প্রকৃতির নিয়মে মৃতদেহ যেভাবে মমিতে পরিণত হয়, তেমনটা নয়। এমনটাই জানাচ্ছেন ঐতিহাসিকরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মমির শরীরের মধ্যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয়, পচনের হাত থেকে বাঁচাতে সেইসব অঙ্গ বের করে নেওয়া হত। তারপর সমুদ্রের জল আর রোদে শুকিয়ে ফেলা হত চামড়া। প্রায় পুড়ে যাওয়া চামড়ার ভিতরে বাঁশ-লাঠি দিয়ে তৈরি করা হত কাঠামো। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য হাড়গুলি দিয়েই কাঠামো অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর মাথায় কালো চুল এবং কাদা দিয়ে তৈরি মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হত। মিশরীয়দের চেয়ে চিচোরোদের মমি তৈরির পদ্ধতি যেমন আলাদা, তেমনই আলাদা ছিল রীতিনীতিও। মিশরে শুধু রাজপরিবারের সদস্য এবং অভিজাত মানুষদেরই মমি পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় নারী-পুরুষ, শিশু এমনকি মৃত ভ্রূণের মমিও পাওয়া গিয়েছে।

সাড়া জাগানো বাংলা চলচ্চিত্র

দেয়া নেয়া হল একটি জনপ্রিয় রোমান্টিক কমেডি বাংলা চলচ্চিত্র যা পরিচালনা করেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চলচ্চিত্রটি ১৯৬৩ সালে রূপচ্ছায়া চিত্র ব্যানারে মুক্তি পেয়েছিল এবং এই চলচ্চিত্রটি সংগীত পরিচালনা করেছিলেন শ্যামল মিত্র। এই চলচ্চিত্রটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন উত্তম কুমার তনুজা, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, তরুণ কুমার।
লখনৌ শহরের শিল্পপতি বি কে রায়ের ছেলে প্রশান্ত কুমার রায় (উত্তম কুমার) সংগীত পছন্দ করেন কিন্তু পারিবারিক ব্যবসায় অপছন্দ করেন। কাজের প্রতি তার অবহেলা কোম্পানির ক্ষতি হয়। তাঁর বাবা ক্ষুব্ধ বাড়িতে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তার ছেলেও গোপনে সংগীত চর্চা করছে। সংগীত চর্চা যে বাইজীরা করে সাধারণ মানুষ করে না সে ধারণাটি অস্বীকার করেন। প্রশান্ত বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় তাঁর পুরানো বন্ধু অসীমের (তরুণ কুমার) বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি রেডিওতে গান শুরু করেন এবং অভিজিৎ চৌধুরীর ছদ্মনামে খ্যাতি অর্জন করেন। একদিন হঠাৎ করে একজন গাড়ীর মিস্ত্রির সন্ধানে উদ্বিগ্ন ড্রাইভারের মুখোমুখি হলেন তিনি। তিনি তাঁর সাথে এক ধনী লোক, গাড়ির মালিক অমৃতলাল মজুমদারের (পাহাড়ী সান্যাল) গাড়ি মেরামত করতে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি অমৃতলালের ভাগ্নী সুচরিতা (তনুজার) সাথে দেখা হয়। অমৃতলাল মজুমদার একজন মেকানিক কাম ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রশান্ত কুমার রায় ছদ্মনামে তাঁর বাড়িতে হৃদয়হরণ নামে ড্রাইভারীর কাজ করেন। সুচরিতা একটি মর্ডান মেয়ে তবে বেশ কঠিন, সুচরিতা গায়ক অভিজিৎ এর দুর্দান্ত ভক্ত হতে দেখা যায়। তিনি অভিজিৎ এর সাথে দেখা করার বা তার ছবি পাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন, তবে গায়ক অভিজিৎ কখনও কোনও সাক্ষাৎকার দেন না বা ছবি প্রকাশের অনুমতি দেয় না। অভিজিৎ এর একমাত্র যোগাযোগের ঠিকানা হিসাবে বেতার স্টেশন থেকে অসীমের ঠিকানা পেয়ে সুচরিতা তাদের সাথে দেখা করে অসীমের স্ত্রীর (লিলি চক্রবর্তী) সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে। তিনি তাদের কাছে অভিজিতের একটি ছবি পেতে বলেছেন। প্রশান্ত যখন জানতে পারে যে সুচরিতা অভিজিৎকে ভালবাসে তখন সে এই চাকরি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে বি কে রায় এর স্ত্রী অসুস্থ তার ছেলের জন্য শোক কাতর হয়ে পড়ায় পুলিশকে তার পুত্রকে খুঁজতে ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে সুকান্ত, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রতিভাবান গীতিকার সুকান্ত বসুকে সুস্থ করতে শোতে অংশ গ্রহণ করে। তারপরে সেখানেই পিতা পুত্রের মিলন ঘটে। তারপরে শুভ বিবাহ দিয়ে কমেডির ছবিতে পরিণত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

অন্যায় কাজ করলে তার ফল পেতেই হবে। যিনি অন্যায় করেন তিনি শক্তিহীন হয়ে পড়েন। তিনি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন না। মেরুদণ্ডহীন অবস্থায় থাকেন। সকলের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে হবে। যিনি তা করতে পারেন তিনি জগত সভায় বড় হন। কখন কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। খারাপ ব্যবহার করলে তার ফল ভোগ করতে হবে। সেই ফল ভোগ করেই তবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। খারাপ কাজের জন্য খারাপ ফল। এবং ভালো কাজের জন্য ভালো ফল পেতে হবে। এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন,মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। সঠিক পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই মানব সমাজ বিকাশ লাভ করবে। তবেই ভারত মহান হবে। স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই সব মা কালী আশির্বাদ ছাড়া হবে না। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। কালী দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয় বলে সকলেই বিশ্বাস করে। আসলে কালী যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে জীবন সত্যের দর্শন রয়েছে। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠী। তিনিই দেবী। তিনি মহামানবী। তার মতো মহান আর কেউই নেই। মানব জীবনকে পরিষেবা দিতে গেলে স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। মানব ইতিহাসে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যেখানে জীবন ধর্ম সুপথে পরিচালিত হয়েছে সেখানে সভ্যতার বিকাশ চরমভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

বাংলার বিপ্লবী জগতে নদিয়া জেলা যেমন উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতেও সে পিছিয়ে নেই

বিশেষ প্রতিবেদক

চন্দননগর হুগলীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর। আর চন্দননগর মানেই জলভরা সন্দেশ আর জগদ্ধাত্রী পুজো। এক কালে চন্দননগর ছিল ফরাসীদের অধীনে, আর ফরাসডাঙ্গা ছিল ব্রিটিশ কলকাতার নব্য বাঙালি বাবুদের কাছে 'উইকএন্ডে বিদেশ ভ্রমণের' সেরা ঠিকানা। সে দিন আজ আর নেই। তবে এককালের ফরাসী আভিজাত্য ও রেড ওয়াইনের আকর্ষণের বদলে স্থান করে নিয়েছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আকর্ষণ, যার টানে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসেন চন্দননগর শহবে। শক্তি আরাধনার অজানা অধ্যায়।
শাক্ত-তান্ত্রিক দেবী জগদ্ধাত্রী সম্পর্কে চতুর্দশ শতকে মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি তাঁর 'ব্রতকালবিবেক' গ্রন্থে বলেছেন, কার্তিকেই মল পক্ষাস্য ত্রেতাদৌ নবমেয় হনি পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম। অর্থাৎ, কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতেই জগদ্ধাত্রী দেবীর পুজো হয়। বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ আছে। কাত্যায়ণী তন্ত্র মতে, সিংহ স্কন্ধা ধিরুঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাম। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞো পবিতিনাম।। শঙ্খ-চক্র- ধনুর্বান লোচন ত্রিতয়ান্বিতাম। রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্কসদৃশীংতনুম।। নারদাদৈমুনির্গ নৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম। ত্রিবলী বলয়োপেত নাভিলাল মৃণালিনীম ।। রত্নদীপে মহা দীপে সিংহাসন সমান্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম ।।
জগদ্ধাত্রীর এই বিবরণই সবথেকে প্রাচীন। মার্কন্ডেয় পুরাণে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী অভিন্ন দেবী। জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ মন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজিতা হন। জগতকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। চারটি হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ। দেবী সিংহবাহিনী, রক্তাম্বরা, গাত্র বর্ণ উদিত সূর্যের আভার মত। গলায় ঝুলছে নাগযজ্ঞোপবীত। পুরাণে আছে, দেবী বধ করেছিলেন করিন্দ্রাসুরকে। অসুর এখানে হস্তী। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের চমৎকার এক উক্তি, মানুষের চঞ্চল মন ক্ষ্যাপাটে হাতির মতন। হাতির বিনাশ মানে চঞ্চল মনের বিনাশ। কেউ কেউ বলেন গুপ্তযুগের মুদ্রাতেও সিংহবাহিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর চিত্র খোদিত আছে। তবে সেই সিংহবাহিনী দেবীই জগদ্ধাত্রী কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে।
হুগলীর জগদ্ধাত্রী পুজো বললে প্রথমেই মনে পড়ে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর কথা। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না, যে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীর ইতিহাসের বুনিয়াদ মূলত মৌখিক বর্ণনার আখরে নির্মিত। সাল তারিখের বিতর্ক এখানে অনর্থক। চন্দননগর তখন প্রধান বন্দর, হুগলীর পরেই। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে হুগলী ছিল মূল বন্দর। বাংলায় তখন পর্তুগীজদের রমরমা। সরস্বতীর নদীখাত শুকিয়ে যাওয়ার পরেই পর্তুগীজরা চলে আসে হুগলীতে। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুগলী থেকে বিদায় নেয় পর্তুগীজরা। ধীরে ধীরে হুগলী নদী ব্যবসা বাণিজ্য ও পরিবহণের মূল মাধ্যম হয়ে ওঠে। ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের যবনিকা পতন সেখানেই। পর্তুগীজদের যাওয়ার সাথেই তিনটি ঔপনিবেশিক শক্তি হুগলী নদীর তীরে বাণিজ্য তরী ভেড়ায়। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ, হুগলীতে ব্রিটিশ এবং চন্দননগরে ফরাসীরা। শুরু হয় ঔপনিবেশিক শক্তি আস্ফালনের পরবর্তী অধ্যায়। ফরাসীদের বাণিজ্যতরী নেহাতই পাকেচক্রে নিকটবর্তী ওড়িশার উপকূলে এসে পৌঁছায় (১৬৭৩), তখনও চন্দননগর নামকরণ হয়নি। ফরাসীদের এলাকা ফরাসডাঙা পন্ডিচেরীর অধীনে আসে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে। ততদিনে ফরাসীরা কুঠি তৈরীর ফরমান আদায় করে নিয়েছে তৎকালীন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের থেকে। তৈরী হয়েছে অঁর্লেয়া দুর্গ (১৬৯৬)। ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে বাংলা তথা ফরাসডাঙাকে কেন্দ্র করে ফরাসীদের ব্যবসা বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাঙলার মানচিত্রে কলিকাতাকে তখনও দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হয়। এই সময়ে হুগলী নদীকে নিয়ন্ত্রণ করত অসংখ্য ফরাসী বাণিজ্য তরী। হুগলী নদীতে ফরাসী বাণিজ্য তরীর আধিক্য দেখে কলকাতার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা তখন নিজেদের দুশ্চিন্তার কথা জানিয়ে মাদ্রাজে চিঠিও লিখত। চন্দননগর ছিল সেকালে বাঙলার শস্য ভাণ্ডার। এখানকার চাউলপট্টি এলাকা তখনকার দিনে বাণিজ্যের দিক থেকে দক্ষিণ বঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রী পুজো তিনশ বছরেরও প্রাচীন বলে শোনা যায়। এখানকার জগদ্ধাত্রী হলেন চন্দননগরের আদি মা। শোনা যায় এই পুজোর প্রচলন করেন ফরাসী দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তৎকালীন চন্দননগরের চাউল পট্টির মামুলি ব্যবসায়ী থেকে নিজের বুদ্ধি এবং কর্ম তৎপরতার জোরে হয়ে ওঠেন ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান। ইন্দ্রনারায়ণের জন্ম বর্তমান যশোর জেলার সর্বরাজপুর গ্রামে। জীবনের নানা ওঠানামার মধ্যে দিয়ে এই পিতৃহীন বালকের পরিবারটি মুর্শিদকুলী খাঁয়েরর বদান্যতায় চন্দননগর অঞ্চলে এসে পৌঁছয়। পরবর্তী কালে ইন্দ্রনারায়ণের বড় ভাই রাজারাম মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে হিসাব রক্ষণের কাজে নিযুক্ত হন। ভাই ইন্দ্রনারায়ণ চাউলপট্টিতে চালের ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বেশ

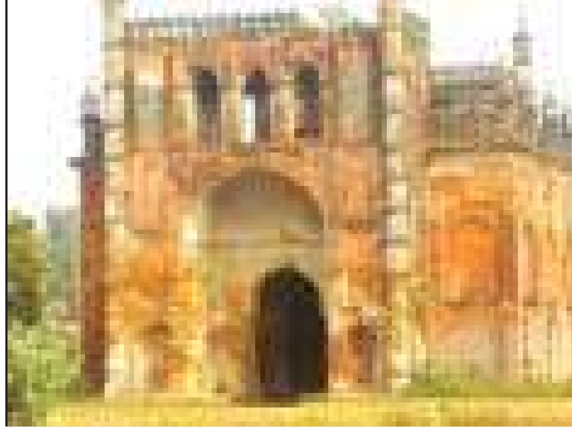

উন্নতি করেন। ফরাসীদের আরেক ট্রেডিং সেন্টার পন্ডিচেরীতে একবার চাল ভর্তি জাহাজ পাঠিয়ে তিনি প্রভূত লাভের মুখ দেখেন। তবে ফরাসীদের সাথে সখ্যতা ইন্দ্রনারায়ণের আরও ছোটবেলা থেকেই। ফরাসডাঙার নগরের বাইরেই অনতিদূরে সেকালে প্রচুর জঙ্গল ছিল এবং ফরাসীরা সেকালে হাঁস শিকার করার জন্য এই জঙ্গলে আসত। বালক ইন্দ্রনারায়ণ হতেন তাঁদের গাইড। এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি রপ্ত করেছিলেন ফরাসী আদব কায়দা ও কাজ চালানো ফরাসী ভাষা। শোনা যায় এভাবেই তিনি মামুলী চালের ব্যবসায়ী থেকে কোম্পানীর এজেন্ট পদে নিযুক্ত হন। তাঁর কাজ ছিল বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারত থেকে চন্দননগরে আসা মালপত্রের কোম্পানীর তরফে তদারকি, বন্টন ও রাজস্ব আদায় করা। এ কাজের উপর তিনি কমিশন পেতেন। এছাড়াও ছিল তার নিজের চালের ব্যবসা আর সুদের কারবার, যেখানে তিনি ১২থেকে ২৪ হারে টাকা ধার দিতেন। আগেই বলেছি, চাউলপট্টি ছিল সেকালের বাঙলার শস্য ভাণ্ডার। লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারে ছিল ১১৪ টি ধানের গোলা, যার এক একটিতে ৬০০০ মণ ধান রাখা হত। শুধুমাত্র ১৭৩০ সালেই ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল আড়াই মিলিয়ন পাউন্ড। স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দ্রনারায়ণও মাত্র দু'বছরের মধ্যেই কর্মকুশলতা ও নিজের অসাধারণ জনসংযোগ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিত্ত ও ক্ষমতার শীর্ষে ওঠেন এবং কোম্পানির দালাল থেকে দেওয়ান রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়েই তাঁর আলাপ হয় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। শুধু আসা যাওয়াই নয়, সময়ে অসময়ে ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে অর্থসাহায্য করেছেন বলেও শোনা যায়। আর এই দুই বন্ধুর সখ্যতার কারণেই কৃষ্ণচন্দ্র-প্রবর্তিত কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুকরণে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরিও জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন বলে শোনা যায়।
১৭৪২ সালে ১২ লক্ষ টাকা অনাদায়ী খাজনার অপরাধে আলিবর্দি খান কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কারারুদ্ধ করেন। এই সময় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং নবাবের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কৃষ্ণনগর ফিরে গিয়ে তিনি জগদ্ধাত্রী পুজা শুরু করেন। এই মত যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় কৃষ্ণনগরের পুজো শুরু হওয়ার পর। অর্থাৎ কিনা ১৭৬২-র আশেপাশে। সেক্ষেত্রে এ পুজো দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য ইন্দ্রনারায়ণের হয়নি।
অপর একটি মতানুসারে, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো তার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। খোদ ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পুজো হত। চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রীই সেই আদি মা। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের চন্দননগর লুঠের সময় সে পুজো বন্ধ হয়ে যায়, যা আবার শুরু হয় কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের অব্যবহিত পরে। আজও শোনা যায়, চাউলপট্টির আদি মায়ের পুজোর সংকল্প হতো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পরিবারের নামে, এবং পাঁঠা বলির পর একটি করে প্রসাদী পাঁঠা প্রতিবার চৌধুরী বাড়িতে পাঠানোর রীতি বছর পঁচিশ আগেও চালু ছিল।
লক্ষীগঞ্জ বাজারের পিছন দিকে চাউলপট্টির শিববাটী ঘাটের পাশেই আদি মায়ের স্থায়ী মণ্ডপ। এই বাজারের চালের ব্যবসায়ীরাই এক কালে এই পুজোর দায়িত্বে ছিলেন। আজ সেই চাউলপট্টির চালের আড়ত না থাকলেও এই বাজারের ব্যবসায়ীরাই এখনও এই শতাব্দী প্রাচীন পুজো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পুজো শুরুর সাল তারিখ আজ আর কেউই বলতে পারেন না, আনুমানিক তিনশ বছরের প্রাচীন পুজো হিসাবেই পরিচিত। চাউলপট্টির আদি মায়ের পুজো এখনও আগেকার মত যাবতীয় নিয়মাদি মেনে পালন করা হয়। ষষ্ঠীর দিন মাকে শাড়ি ও গয়না পরানো হয়। চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী সহ আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তরা মানত করে মাকে বেনারসি শাড়ি দান করেন। এছাড়া অনেক ভক্তরা নিজেদের মনস্কামনা পূরণ হলে সোনা বা রূপোর গয়না গড়িয়ে দেন। এই সমস্ত শাড়ি ও গয়নায় দেবীর অঙ্গভূষণ হয়।
সপ্তমীর দিন সাতটি বিশাল বারকোশে হয় মায়ের নৈবেদ্যের আয়োজন। সপ্তমী থেকে নবমী প্রত্যেকদিন ছাগবলি হয়, সাথে থাকে আখ, চালকুমড়ো বলিও। নবমীর দিন মাকে ১০৮টি রক্তপদ্ম নিবেদন করার রীতি আছে। আদি মায়ের পুজোর আর একটি বড় বিশেষত্ব হল, গয়না পরানো থেকে শুরু করে প্রতিমা নিরঞ্জন, নৈবেদ্য থেকে শুরু করে প্রতিমা বরণ সবই করেন কমিটির পুরুষ সদস্যরা।
দশমীর পর দিন আদি মায়ের বিসর্জন হয় মায়ের নিজস্ব ঘাটে। প্রায় ২২ ফুটের ওই দেবী মূর্তিকে ভক্তরা কাঁধে তুলে নিয়ে আসেন ঘাট অবধি। ঘাটের আশেপাশে ও গঙ্গাবক্ষে নৌকাতে অগণিত দর্শনার্থীদের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা থাকে না। মূর্তিকে কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গায় নেমে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। প্রতিমা জলে পড়ার পর, অন্যান্য মূর্তি বিসর্জনের মত কাঠামোর বিচুলি কেটে ফেলা হয় না। অপেক্ষা করা হয় পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত। ততদিন ভাসমান কাঠামো ঘাটেই বাঁধা থাকে। মায়ের গা থেকে বেনারসি শাড়িগুলিও বিসর্জনের পর খুলে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সেই শাড়ি দান করা হয়।
আগেকার দিনে মৃন্ময়ী মূর্তির গয়না তৈরি হত মাটির। পরবর্তীকালে মাটির বদলে শোলার উপকরণ দিয়ে মৃন্ময়ী মূর্তিকে সাজানো শুরু হয়। শিল্পীরা শোলার ভিতরের নরম সাদা শাঁসটুকু ব্যবহার করে দেবীর অলঙ্কার তৈরি করেন। দেবীর মাথার মুকুট কিরীট, কানের মাকড়ি, শাড়ির অলংকরণ, হাতির মাথার হাওদা- সর্বত্র এই শোলার সূক্ষ্ম ও নিপুণ কাজ ব্যবহার করা হয়। এর জনপ্রিয় নাম ডাকের সাজ। হাতির দাঁতের কারুকার্যের সাথে এর মিল থাকায় সোলার আরেক নাম 'হারবাল আইভরি'। এই ডাকের সাজের শোলা আসে কাটোয়ার বনকাপাসি থেকে। চাউলপট্টির আদি মায়ের ডাকের সাজ আজও নিজে হাতে তৈরি করেন বনকাপাসির আদিত্য মালাকার। বংশপরম্পরায় কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁরা এই কাজ করে আসছেন। একই ভাবে মৃৎশিল্পী অসিত পাল বংশপরম্পরায় আদি মায়ের মূর্তি তৈরী করে আসছেন।
এককালে চন্দননগরের বাড়িতে বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের হাত ধরে এই পুজোর পরিধি আড়ে-বহরে কয়েক গুণ বেড়ে উঠেছে। এখন অধিকাংশই বারোয়ারি বা সর্বজনীন পুজো। বাঙলার অন্যান্য জায়গায় জগদ্ধাত্রী পুজো মাত্র এক দিনের পুজো (নবমী) হলেও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো চলে চারদিন ধরে। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত সাড়ম্বরে এই পুজো হয় এবং এই উপলক্ষে চন্দননগর শহর আলোকসজ্জায় এবং মানুষের উৎসাহ উন্মাদনায় এক মহা-কার্নিভালের রূপ ধারণ করে। এককালে এই তিনদিন ধরে চলতো নাটক-যাত্রাপালা, কবিগান, তরজা গান, পুতুল নাচের আসর, চুঁচুড়ার বিখ্যাত সঙের গান ইত্যাদি নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর। এখন যদিও এই সমস্ত চিরাচরিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে পিছনে ঠেলে দিয়ে থিমপুজো এবং বিসর্জনের প্রসেশনের আলোকসজ্জাই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। বাংলা পুজা সংস্কৃতিতে নদিয়া জেলা সব সময়ে প্রথম সারিতে ছিল। আজও তারা সেই সম্মান অটুট রেখেছে।
(গবেষণা ও লেখা সুচিন্ত্য মল্লিক)

আধুনিক হিন্দি গানকে জনপ্রিয় করতে শচীন দেব বর্মন এগিয়ে এসেছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

সালটা ১৯৩২। ভারতের অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় রেকর্ড প্রস্তুতকারী সংস্থা এইচএমভি-তে অডিশন দিতে এসেছেন এক তরুণ। রোগা ছিপছিপে চেহারা, স্বপ্ন সুরের ভেলায় ভেসে জীবন কাটিয়ে দেওয়া। সেই ছোট্ট বয়স থেকে সঙ্গীতকেই একমাত্র সঙ্গী করে নিয়েছেন তিনি। রেডিওতে গাইছেন একের পর এক পল্লী গীতি। আনুনাসিক গলাটি মানুষ একবারেই চিনতে পারেন। এইচএমভি-তে এসে সেই স্বপ্নের ভেলা যেন আরও একটু দূর এগোল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। অডিশনে উৎরোতে পারলেন না তিনি। তাহলে এবার? কেউ বলেছিল, একটা দরজা বন্ধ হলে খুঁজে যায় আরও একটি দরজা। দেখা মেলে নতুন কোনো ঠিকানার। সেই বছরই হিন্দুস্তান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস থেকে প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বেরোয় তাঁর। তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে ঠুংরি, অতঃপর ১৯৩৭ সালে 'রাজগী' সিনেমার মাধ্যমে সঙ্গীত পরিচালনার জগতে পা রাখা। আর বাকিটা শচীন দেববর্মণ নামের এক মিথের জন্মকথা, এক কিংবদন্তির বেড়ে ওঠা।
যদি বলা হয়, শচীন দেববর্মণ জন্মসূত্রে ছিলেন 'রাজা', তাহলে খুব একটা ভুল বলা হবে না। বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের সৎ ভাই। সিংহাসনের লড়াইয়ের থেকে অনেকটা দূরেই সরে গিয়েছিলেন তিনি। চলে এসেছিলেন কুমিল্লায়। সেখানেই ছিল নিজের 'রাজপাট'। আর মা নিরুপমা দেবী ছিলেন মণিপুরের রাজবংশের কন্যা। ফলে, জন্মসূত্রেই 'নীল রক্তের' অধিকারী ছিলেন শচীন কর্তা। খুব সহজেই আগরতলা বা কুমিল্লায় রাজকীয় জীবন কাটাতে পারতেন। না, সেই পথে হাঁটেননি তিনি। যার গলায় এত নিখাদ মাটির টান, তিনি তো আর পাঁচজনের মতো সাধারণ জীবনই বেছে নেবেন! ত্রিপুরার প্রাসাদ ছেড়ে বেছে নেবেন শহরের ছোট্ট ঘর। ব্যর্থ হবেন; আবার নতুনভাবে নিজের রাস্তা খুঁজবেন। নয়তো দরদ দিয়ে বলবেন কী করে, 'তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন

আসোনি'।
মাঠে ঘাটে ঘুরে লোকসঙ্গীতকে চিনেছিলেন শচীন কর্তা। তবে অমন সঙ্গীত প্রতিভার জন্য আরও বড়ো মঞ্চ তো অপেক্ষা করছিল! মুম্বাইয়ের সিনেমার জগতে এসেছিলেন সাধারণ একজন হয়ে। ১৯৭৫ সালে প্রয়াণের আগেই তিনি হয়ে যান কিংবদন্তি। মুম্বাই তো বটেই, বাংলা সিনেমার জগতও তাঁর ছায়া পেয়েছিল। নতুন করে সেই গানের কথা নাই বা বলা হল। সেসব তো শুধু শোনার জন্য। শচীন দেববর্মণকে শিরায় শিরায় উপলব্ধি করার জন্য।
জীবনের পথটা অনেক বেশি চড়াই-উতরাইয়ের। শচীন কর্তাও তো একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। সমুদ্রের ঢেউ বারবার ধাক্কা খেয়েছে কঠিন পাথরে। অপমানিত হয়েছেন অনেক সময় প্রতিবাদও করেছেন। মনে পড়ে ১৯৫০-এর কথা। অশোক কুমার 'মাশাল'-এর শুটিং শুরু করেছেন। তাঁর ইচ্ছা, শচীন দেববর্মণ এই সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করুন। সেই রকমই কথা ছিল। কিন্তু ততদিনে মুম্বাইয়ের পরিবেশের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা চলে এসেছে শচীন কর্তার মনে। আর ভালো লাগছে না এখানে। এঁরা শিল্পী ও শিল্পের গুরুত্ব বোঝে না, খালি বক্স অফিস আর টাকা বোঝে। তাঁর নিজের তৈরি করা গানগুলো নিয়ে একের পর এক কথা শুনতে হয়েছে। বিরক্ত হয়ে পড়লেন। 'মাশাল'-এর কাজটা নিলেন বটে, কিন্তু করতে ইচ্ছা করল না। এই সিনেমায় তাঁর সহকারী ছিলেন আরেক দিকপাল, মান্না দে। শচীন কর্তা, মান্না-কে ডেকে সমস্ত বুঝিয়ে নিজের বাক্স-প্যাঁটরা গোছাচ্ছেন। ফিরে যাবেন কলকাতায়, এখানে আর না।
ততক্ষণে এই খবর পৌঁছে গেছে অশোক কুমারের কাছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'দাদামণি' তিনি, সবাই তাঁকে সম্মান করে। তিনি বুঝতে পারলেন শচীন দেববর্মণের অবস্থা। এদিকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, কলকাতা ফিরে যাবেন। ট্রেন ধরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন; এমন সময় উপস্থিত হলেন স্বয়ং অশোক কুমার। শচীন কর্তাকে বোঝালেন অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ট্রেনটি আর ধরলেন না। ফিরে গেলেন মুম্বাইয়ের বাসায়। ইংরেজিতে বললে, এটাই ছিল 'টার্নিং পয়েন্ট'। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি শচীন কর্তাকে। তাঁর সুরে এক হয়ে গেল পাহাড় আর সমতলের মাটি। বাংলা থেকে মুম্বাই; সর্বত্র তাঁর গানে মেতে উঠল শ্রোতা। এই মুম্বাই তাঁকে দিয়েছিল আরেক সন্তান; কিশোর কুমার। রাহুল দেববর্মণের থেকে আলাদা করে দেখতেন না কিশোরকে। দুজনে মিলে নানা গান উপহার দিয়েছেন একসময়। মৃত্যুর আগেও কথা বলেছেন কিশোরের সঙ্গে। 'মিলি' সিনেমার বিখ্যাত গান 'বড়ি শুনি শুনি'-র পরিচালনার সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন শচীন দেববর্মণ। হাসপাতালে ছুটে যান কিশোর কুমার। এভাবেই সুতো জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে এক বিরাট ক্যানভাস। সেই আকাশে ধ্রুবতারার মতো জ্বলছেন শচীন কর্তা। এক সময়ে মুম্বইকে সমৃদ্ধ করেছে বাংলার ছেলেরা। তারাই মুম্বইতে গিয়ে সেখানকার সঙ্গীত জগতে অংশ গ্রহণ করে সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে বাংলা তথা হিন্দি গানকে। ভারতের সঙ্গীত বিশেষ সম্মানিত হয়েছিল বাংলার ছেলেরা সেখানকার জঙ্গীত জগতে অংশ গ্রহণ করার ফলে। বাংলার ছেলেরা যদি মুম্বই ফিল্ম জগতে প্রবেশ করার সুযোগ না পেত তাহলে কোথায় হিন্দি গানের স্থান হতো তা বলা খুবই মুশকিল। আধুনিক হিন্দি গানকে জনপ্রিয় করতে এগিয়ে এসেছিলেন শচীন দেববর্মন।

ঠাকুরবাড়ির বলিষ্ঠ নারীদের কৃতিত্ব

বিশেষ প্রতিনিধি

বৈপ্লবিক নারী চরিত্র ঠাকুর বাড়ির মেজো বৌমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। আজকের বাঙালি নারীদের শাড়ী পরা ধরন ও ব্লাউজ পরার প্রথার প্রচলন তার হাত ধরেই।
একথা অবশ্যই ফেলে দেওয়া যায় না তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের ভূমিকা। তিনি তাঁর স্ত্রীকে অবলা মনে না করে, পারবে এই দৃঢ় বিশ্বাস সহ একা বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো দুঃসাহস না দেখালে, তিনি যে কতখানি ঠাকুরবাড়ির রক্ষণশীল মানসিকতার বিরূদ্ধে লড়াই করতে সমর্থ হতেন তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন থাকে।
তবুও স্বামী বিদেশে থাকাকালীন তাঁর লড়াই ঠাকুর বাড়ির রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জারি ছিল। এমন কি প্রতিবাদী নারী স্বামীর হাত ধরে জোড়াসাঁকো ছাড়লেন আর ফিরলেন না। পরে কোলকাতা ফিরলেও ওই বাড়িতে পদার্পণ না করে বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকলেন। পরবর্তী কালীন ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য দের স্মৃতিকথাতেও পাওয়া যায় বালিগঞ্জের মুক্ত পরিবেশ, সেখানে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে যেত সকলে।
রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার পূর্বে পিতা তাঁকে যথাযথ প্রস্তুতির জন্য পাঠান রাঁচীতে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে। সেখানে গিয়ে তিনি বিদেশী আদবকায়দা শিখবেন এই ছিল তাঁর পিতার বাসনা। কিন্তু মুক্ত প্রকৃতিতে জ্ঞানদানন্দিনীর তত্ত্বাবধানে সমবয়সী ভাইপো-ভাইঝির সাথে খেলে কাটালেন রবীন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথ রাতে খেতে বসার সময় চামচ ও কাঁটা ধরার পদ্ধতি তাঁকে দেখালেন হাতে করে। তারপর নিজে কাঁটা-চামচ পাশে রেখে হাত দিয়ে খেতে শুরু করে বললেন, এটাই তোমার সংস্কৃতি তাই একে ছেড়ো না। এভাবেই ছোট ছোট শিক্ষা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এক বিশ্ব মানব রূপে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর মেজো দাদা-বৌঠান।
প্রশ্রয় এক ভাবে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশে সহায়ক, এই দিল তাঁদের বিশ্বাস। বিদেশে গিয়ে ভাই যখন পড়াশুনো না করে তাঁর বন্ধুর দুই মেয়ের সাথে প্রেমে মেতে উঠে গান লিখে সংগীত চর্চা করে সময় কাটাচ্ছিলেন, তখনও অভিভাবক স্বরূপ তিনি তাঁর বিকাশে ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে যাননি

দার্জিলিং চিড়িয়াখানার স্নো লেপার্ড শাবক ও রেডপান্ডা শাবকের নামকরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিড়িয়াখানায় জন্ম নেওয়া শাবকদের নামকরণের জন্য জু অথরিটি ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানানো হয়েছিল। চিড়িয়াখানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি মনে পরে মুখ্যমন্ত্রীর। আর চিড়িয়াখানার সামনে দাঁড়িয়েই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ও বন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আর সেই কথায় কথায় উঠে আসে নামকরণের প্রসঙ্গ। সময় না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দুটো স্নো লেপার্ড শাবক ও চারটে রেড পান্ডা শাবকের নামকরণ করে দেন। মুখ্যমন্ত্রী স্নো লেপার্ড শাবকদের নাম রাখেন চার্মিং ও ডার্লিং। পাশাপাশি রেডপান্ডা শাবকের নামকরণ করেন পাহাড়িয়া, হিলি, ভিক্টরি ও ড্রিম। আর মুখ্যমন্ত্রীর নামকরণে উচ্ছ্বসিত বন আধিকারিকরা।

শান্তিনিকেতনে ফিরতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৩ নভেম্বর ঃ শান্তিনিকেতনের পূর্ব পল্লীর মাঠে ফিরতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। বুধবার বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মীপরিষদের বৈঠক হয়। বৈঠকে কর্মীপরিষদের সদস্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট পৌষমেলার আয়োজন করবে। তাকে সাহায্য করবে বিশ্বভারতী। জেলা প্রশাসনের কাছে সাহায্য চাওয়া হবে যাতে পৌষমেলা সুষ্ঠুভাবে হয়। জেলা প্রশাসন ছাড়া মেলা সম্ভব নয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও, যে জলাশয়গুলো আছে সেগুলো পরিস্কার করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে মেলা তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কঠিন। তবে এটুকু বলতে পারি উনিশ সালের মতো সেই ঐতিহ্যবাহী মেলা আবার ফিরতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই পৌষমেলার খবরে খুশির হাওয়া বিভিন্ন মহলে। এলাকাবাসী থেকে হস্তশিল্পী মহল উচ্ছসিত। বিগত বেশ কয়েকটা বছর পৌষমেলা নিয়ে টানাপো।নে দেখা গেছে। রাজ্যসরকার সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়াই শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট, বাংলা সংস্কৃতিমঞ্চ সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনকে পাশে নিয়ে বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে ছোট আকারের এই মেলা হয়। শান্তিনিকেতনের পূর্ব পল্লীর মাঠে পুরানো আমেজে পৌষমেলা ফিরে এলে পৌষমেলা তার কৌলিন্য ফিরে পাবে, এমন আশায় বুক বাঁধছে মেলা প্রেমিকরা।

জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক, বিচিত্রা অনুষ্ঠান ও মঞ্চ উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ নভেম্বর ঃ বীরভূমের নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর শ্রী দুর্গা ক্লাবের পরিচালনায় জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক, বিচিত্রা অনুষ্ঠান ও মঞ্চ উদ্বোধন। ক্লাবের উদ্যোক্তারা মঞ্চ উদ্বোধনে আমন্ত্রন জানিয়ে ছিলেন এলাকার ও জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিধায়ক ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য্য, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শুভাশিস ভট্টাচার্য্য, বিজেপির মন্ডল সভাপতি মলয় অধিকারী, পঞ্চায়েত সমিতির বাম কংগ্রেসের জোটের বিরোধী দলনেতা তাইজুদ্দিন মন্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান ও অন্যান্য সদস্যরা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এক মঞ্চে সকল রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এলাকাবাসীরা খুব ভালো উদ্যোগ বলে জানান। সকাল থেকেই রাত্রি অবধি অঙ্কন, দৌড়, সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও বাইরে থেকে আসা শিল্পীদের নিয়ে বিচিত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব সদস্যরা জানান বিধায়ক ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জীর অর্থানুকুল্যে এই মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জী বলেন, গ্রামে এই মঞ্চ থেকে ছোট ছোট শিল্পীরা একদিন সারা বাংলা নয় ভারতবর্ষের একজন বড়ো শিল্পী হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠান দেখে মনে হলো এখানে এই রকম মঞ্চ সত্যি প্রয়োজন ছিল।

বিভিন্ন নীতি নিয়ে সরব শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন নীতি নিয়ে সরব শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে তিনি এক অবস্থান বিক্ষোভে জানালেন, সবকিছু এখন হাতের বাইরে চলে গেছে। আমরা চাইলেও আর ঠিক করতে পারবো না। তবে সরকার পরিবর্তন করতে পারবো। আর এটাই আমাদের করে দেখাতে হবে। কারণ দিয়ে চলছে রাজ্য সরকারের আমলে, সেটা নিয়ে থাকা যায় না। গোটা রাজ্যে ভরে গেছে দুর্নীতিতে, আর আমরা চুপচাপ সহ্য করে বসে আছি। বিধায়ক আরো জানান তৃণমূল সরকার মানুষের ভালো মানুষের সুবিধা নিচ্ছে। এটা চলতে যাওয়া যাবে না। যা খুশি তাই করে যাবে, আর আমরা চুপচাপ বসে থাকবো এটা হবে না। উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনা করে , একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। অথচ কিছুই নেই। সময় হলেই বলে আমাদের কাছে নেই। এদিন ভেনাস মোড়ে বিজেপির প্রতিবাদে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মহিলা এবং পুরুষের সদস্যরা। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এদিন তৃণমূল এর বিভিন্ন অপকীর্তির কথা তুলে ধরেন জনসামুখে।

শিবপুরে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ নভেম্বর ঃ হাওড়ার শিবপুরে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র এবার উদ্ধার করল হাওড়ার বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে বাঁকড়া করাতকল উত্তরপাড়ায় একটি বহুতল আবাসনের বন্ধ ঘর থেকে ধৃত ২ আসামীকে সঙ্গে নিয়ে এসে খুনে ব্যবহৃত দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত তৌসিফ ওরফে গ্যাঁড়া এবং আরিয়ান নামের দুই দুষ্কৃতী। যাদের পুলিশ আগেই গ্রেফতার করেছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ঘর থেকে ঘটনার দিন খুনের জন্য ব্যবহৃত দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। বহুতলের ওই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত ধৃত দুই দুষ্কৃতী। এদের জেরা করেই ওই অস্ত্রের সন্ধান পায় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল গত ২৪ অক্টোবর। এই খুনের ঘটনায় ৬ জন বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে সুরজিত কর পুরকায়স্থ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ নভেম্বর ঃ আরজিকর কান্ডের পর রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য গত ১৯ সেপ্টেম্বর ৭ সদস্যের একটি কমিটি তৈরী করা হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। এই কমিটি অফ সিকিউরিটি অডিটের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজ্যের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল সুরজি কর পুরকায়স্থকে। রাজ্যের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলির সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি অবস্থায় রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করতে শুরু করেছেন তিনি। বুধবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসতাপালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আসেন কমিটি অফ সিকিউরিটি অডিট এর চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডিজি সুরজিত কর পুরকায়স্থ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। এদিন তারা বেশ কিছুক্ষণ হাসপাতালে ছিলেন। কথা বলেন হাসপাতালের সুপার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ সহ জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে। ছাত্রীবাস, হাসপাতাল মর্গ এবং পুলিশ ক্যাম্পও পরিদর্শন করেন তিনি। হাসপাতাল পরিদর্শনের আগে এদিন বর্ধমান জেলাশাসক দপ্তরে রামপুরহাট, আরামবাগ এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজের সুপার এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন সুরজিত কর পুরকায়স্থের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি। সঙ্গে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, জেলা শাসক আয়সা রানি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিদর্শনের পর সুরজিত কর পুরকায়স্থ জানান, অডিট শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তারা খতিয়ে দেখলেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যার দিক তারা তুলে ধরেছিল। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায জানান, নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। আজ রিভিও করলাম। জুনিয়র ডাক্তারদের সাথেও কথা হয়েছে, ওনারাও সন্তুষ্ট। সিসিটিভি ক্যামেরা সংক্রান্ত যে সমস্যা ছিল সেই সমস্যাও মিটে গেছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই কলকাতার আরজিকর, এস এস কে এম সহ কয়েকটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করেছে ওই কমিটি।

কেন খারাপ সবজি রাখা হচ্ছে সুফল বাংলার ষ্টলে কর্মীদের ধমক মহকুমা শাসকের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ নভেম্বর ঃ বাজারের তুলনায় কেজি প্রতি দাম বেশি পেঁয়াজের সকাল থেকে আলুর দেখা মেলেনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে নিম্নমানের সবজি। এমনই ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের পোস্ট অফিস মোড়ের সুফল বাংলার আউটলেটে। অভিযোগ পেয়ে বুধবার দুপুরে আচমকাই সুফল বাংলার আউটলেটে হাজির হন সদর মহকুমা শাসক তমোজিত চক্রবর্তী। কেন আলু নেই? পচা এবং নিম্নমানের সবজি কেন রাখা হচ্ছে তা নিয়ে রীতিমতো ধমক দেন সুফল বাংলার পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের। শুধু তাই নয়, সুফল বাংলার মোবাইল ভ্যান শহরের বিভিন্ন বাজারে যায়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে। সদর মহকুমা শাসক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে মানুষ যাতে সুফল বাংলার স্টল থেকে সঠিক দামে সবজি এবং আলু পান। সেইমতো প্রশাসন থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সুফল বাংলার স্টলে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলু এবং ভালো মানের সবজি রাখা থাকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাজার থেকে যাতে কোনও অবস্থাতেই দাম বেশি নেওয়া না হয় সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারে পেঁয়াজ কেজি প্রতি বিক্রি হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। সেই জায়গায় সুফল বাংলায় কেজি প্রতি পেঁয়াজের দাম নেওয়ার কথা কেজি প্রতি ৬৩ টাকা। অথচ ক্রেতাদের অভিযোগ, সুফল বাংলার স্টলে পেঁয়াজ কেজি প্রতি ৭৩ টাকা নেওয়া হচ্ছে। কী কারণে বাজার থেকে দাম বেশি তাঁর কোনও সঠিক উত্তর কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি। প্রতিদিনই পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম ওঠানামা করছে। সেক্ষেত্রে এদিন কিছুটা বেশি দরে পেঁয়াজ কিনতে হয়েছে সুফল বাংলাকে। যে পেঁয়াজ মঙ্গলবার থেকে ৭৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি করার কথা তা এদিনই বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

বীরভূমে ৮৯ ছাত্রছাত্রী ট্যাবের টাকা পায়নি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ নভেম্বর ঃ ট্যাব দুর্নীতি এবার বীরভূমেও। জেলার ১৭ টি স্কুলের ৮৯ জন পড়ুয়া পায়নি ট্যাবের টাকা। যার মধ্যে ৮০ জন পড়ুয়া রামপুরহাট মহকুমা এলাকায়। অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধানদের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক চন্দ্রশেখর জাউলিয়া। রাজ্য জুড়ে ট্যাব দুর্নীতিতে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে চার জন। সেই তালিকায় নাম জড়াল বীরভূমের। জেলায় বিষয়টি এখনও পর্যন্ত তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান জেলা স্কুল পরিদর্শক চন্দ্রশেখর জাউলিয়া। বিষয়টি অতিরিক্ত জেলা শাসক থেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের নজরে এনেছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক। চন্দ্রশেখরবাবু বলেন, পুজোর ছুটির আগে আমরা একাদশ - দ্বাদশ শ্রেণির ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ট্যাবের টাকা দিয়েছিলাম। এখন জানতে পেরেছি ৮৯ জনের টাকা ব্যাঙ্কে জমা পরেনি। স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। অধিকাংশ হয়েছে রামপুরহাট মহকুমায়। মোট ১৭ টি স্কুলে এরকম হয়েছে। প্রধান শিক্ষকরা একটু নজর দিলে এরকম হত না। টাকা জমা না প্রায় সংখ্যা আরও কমানো যেত। আমরা ব্যাঙ্ক গুলোকে চিঠি পাঠিয়েছি। একটি নির্দিষ্ট আকাউন্ট দেওয়া হয়েছে। সেই আকাউন্টে ওই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী টাকা পাননি দ্রুত তাদের আকাউন্টে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করব। সেই সন্নগে সমস্ত থানাকে চিঠি করে দেওয়া হয়েছে কোথাও প্রতারিত হয়ে থাকলে যেন অভিযোগ নেওয়া হয়।

NORTH BARRACKPORE MUNICIPALITY
PALTA, BARRACKPORE
NORTH 24 PARGANAS
Notice Inviting Tender
Open Tenders are being invited by The Chairman, North Barrackpore Municipality from Manufracturer/ bonafied suppliers for the followings: **Tender Reference No: 5535/NBM/ Store(2024_MAD_769078_1), Date 13.11.2024**, Sub: Supply and Installation of 1 no. Hydraulic C-Arm Compatible Operating Table and 1 no. Orthopedic Floor Attachment. Last date of submission of tender: 27.11.2024 within 5 pm. For details see **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
North Barrackpore Municipality

১০ দফা দাবিতে উত্তরকন্যা অভিযান স্টেট এডেড কলেজ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৩ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক সেই সময় উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিল স্টেট এডেড কলেজ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার ঠিক সেই সময় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক সেই সময় উত্তরবঙ্গ অভিযানের ডাক দিল স্টেট এডেড কলেজ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। মূলতঃ মোট দশ দফা দাবিতে এদিন এই অভিযান বলে জানা যায়। যার মধ্যে হেলথ ইন্সুরেন্স, মহিলা সুরক্ষা সহ বেশ কিছু জোরালো দাবি তুলে ধরা হয়। এদিনের এই অভিযানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিলিগুড়ির জলপাইমোড়ে জমায়েত করেন। এবং সেখান থেকে এক মিছিলের মধ্য দিয়ে উত্তরকন্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন সকলে। অপরদিকে এদিনের এই অভিযানকে ঘিরে আগেভাগেই তৎপর ছিল পুলিশ প্রশাসন। শিলিগুড়ির উত্তর কন্যার ঠিক কিছুটা আগে তিন বাত্তি মোরেই এই অভিযানকে রুখে দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি তিন বাত্তি মোড়ে আগেভাগেই ব্যারিকেট বসিয়ে দেওয়া হয়। এই অভিযান সেখানে পৌঁছাতেই অভিযানকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। তবে এই অভিযানের নেতৃত্বে থাকা পাঁচ থেকে ছয় জনের প্রতিনিধি দলকে উত্তরকন্যার উদ্দেশ্যে যেতে দেওয়া হয় এবং সেখানে অভিযানকারীরা পৌঁছে তাদের ১০দফা দাবির স্মারকলিপি প্রদান করে। এখন দেখার বিষয় আদৌও এই অভিযান কতটা ফল স্বরূপ হয়।

ভার্চুয়ালভাবে পানীয় জলের প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাসিন্দাদের জন্য পানীয় জলের প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দার্জিলিং থেকে ভার্চুয়ালভাবে এই জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এদিনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন একটি ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র বলেন, শিলিগুড়িবাসীর জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী সাত থেকে আট মাসের মধ্যে শহরের বাসিন্দারা পানীয় জল পাবেন। এই প্রকল্পের জন্য বন দপ্তরের সঙ্গে জমি সমস্যা মিটিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এই কাজে আমাদের সবদিক দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫১৩, তারিখ ১২.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/ ৩৬/২৪-২৫/এসএফ। অবস্থানসহ কাজের নাম:** কেএনজে-এলজিএল শাখায় এল.সি গেট নং ১১২/ই, ১২৪/ই ও ১৬২/ই-তে আরসিসি বক্স দ্বারা ছাদ ঢাকা আরসিসি ইউ-ট্রাফ সহ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ করে মানবযুক্ত/ মানবরহিত লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেট বাতিল করার সাথে যুক্ত সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৩১,৩৯,০৩৪.৩৫ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে :** ৬২,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২৯.১১.২০২৪। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথি অনুযায়ী।
(SDAH-230/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫১১, তারিখ ১২.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : এসডিএসটিই/সিগ/টি/ ৩৭/২৪-২৫/আরআরএসকে। অবস্থানসহ কাজের নাম:** শিয়ালদহ ডিভিসনে প্রাচীনত্ব সহ অবস্থার ভিত্তিতে সিগন্যালিং ও পাওয়ার কেবলের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমান :** ২,৫০,০৬,৭১০.৩৯ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ২,৭৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ২৯.১১.২০২৪। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথবা ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথবা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা এএফটিসি অথবা এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি কাজকে সমপ্রকৃতির কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।
(SDAH-231/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড
রেজি. অফিস ঃ ২৪০বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড
২য় তলা, কলকাতা-৭০০০২০
ফোনঃ (০৩৩) ৭৯৬৬০৪৫৮, ইমেলঃ bansalramesh@hotmail.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.indianbasemetals.com,
CIN - L27209WB1971PLC028015

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩০.৯.২৪	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.০৯.২০২৪
১.	মোট আয় (নিট)	৭.৫৩	৭.৫৬	১৪.৯২
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ আইটেম)	৩.৩৬	২.৯১	৬.৫৪
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩.৩৬	২.৯১	৬.৫৪
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) (ট্যাক্স পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	২.৪৯	২.১৬	৪.৮৪
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় সময়কাল [লাভ সমন্বিত / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	২.৪৯	২.১৬	৪.৮৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.১৩	৩০০.১৩	৩০০.১৩
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত নিরীক্ষিত হিসাবে দেখানো হিসাবে সংরক্ষিত আগের বছরের ব্যালেন্স শীট)	২৮১.৭৬	২৯৪.৯২	২৮১.৭৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- প্রতিটি) (চালিয়ে রাখার জন্য এবং কার্যক্রম বন্ধ) (প্রতিটি ১০- টাকার F.V) মূল এবং মিশ্র	০.০৮	০.০৭	০.১৬

বিঃদ্রঃ
১. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তারপর ১৩ নভেম্বর, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস যা SEBI (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ বিন্যাস আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.indianbasemetals.com) পাওয়া যায়।
৩ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য পরিসংখ্যান পুনর্গঠিত করা হয়েছে, যখনই প্রয়োজন, বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩।১১।২০২৪
বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা / -রমেশ বনসাল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-১৫৫ থেকে ১৫৭-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ১১.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন: **ক্র.নং ১, কেস নং : ও-এসি-টি-১৫৫-২৪-২৫, কাজের নাম :** সিনিয়র ডিইএন/৩/ আসানসোলের অধীনে মানকর স্টেশনে স্টাফ কোয়ার্টার ছাদে পিভিসি জলের ট্যাঙ্ক তৎসহ পাইপলাইন সংযোগের মেরামতি ও সংস্কার এবং রাস্তার তলের মেরামতি ও ট্র্যাক ড্রেনের সংস্কারের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৮৯,৩০,৮৫৩.১২ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,৭৮,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৯ মাস। **ক্র.নং ২, কেস নং : ও-এসি-টি-১৫৬-২৪-২৫, কাজের নাম :** আসানসোল ডিভিসনের অধীনে আসানসোল, পানাগড়, পাণ্ডবেশ্বর, কালীপাহাড়ি, দুর্গাপুর, তাপসী ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্ক সহ আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক তৎসহ পাইপলাইন প্রতিস্থাপন, আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৬,৮৬,৩৯,৮৪৭.৭৬ টাকা। **বায়নামূল্য :** ৪,৯৩,২০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১৮ মাস। **ক্র.নং ৩, কেস নং : ও-এসি-টি-১৫৭-২৪-২৫, কাজের নাম :** সিনিয়র ডিইএন/৩/ আসানসোলের অধীনে ডিসিওপি-ডিজিআর ডাউনের দিকের পঞ্চম লাইনের সঙ্গে যুক্ত দুর্গাপুর ইয়ার্ড রিমডেলিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৯,৯০,১১,৪০৯.৭৪ টাকা। **বায়নামূল্য :** ৬,৪৫,১০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-তে দেখা যাবে।
(ASN-227/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/23/24-25
Name of work : **Improvement of bustee street lighting system at Govt. Colony Road, Pragatipally Road and other different bustee areas in Ward No.124.** Estimated Amount : **Rs.3,84,982.00.** Earnest Money : **Rs.7,700.00.**
2. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/28/24-25
Name of work : **Supply of electrical items of street lighting system at Pragatipally, Santasreepally, Majhi Para, Mukunda Das Pally, 52 Pally, and other different areas in Ward No.124.** Estimated Amount : **Rs.4,47,909.00.** Earnest Money : **Rs.9,000.00.**
3. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/30/24-25
Name of work : **Supply of electrical items of street lighting system at Srijani, Lohar Pool, Fakir Danga, Master Society, Ranjan Nagar, and other different areas in Ward No.143.** Estimated Amount : **Rs.3,61,028.00.** Earnest Money : **Rs.7,300.00.**
4. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/18/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting system at Majher Para, Govt. Colony Road and other different areas in Ward No.124.** Estimated Amount : **Rs.4,44,751.00.** Earnest Money : **Rs.8,900.00.**
5. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/15/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting system at 22 Bigha Bidhan Pally, Joka Nabapally and other different areas in Ward No.143.** Estimated Amount : **Rs.2,94,030.00.** Earnest Money : **Rs.5,900.00.** Period of Completion : **15 days (for Sl.No. 1 to 5).**
6. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/25/24-25
Name of work : **Improvement of bustee street lighting system at Kolua Badamtala, Barma Colony and other different bustee areas in Ward No.143.** Estimated Amount : **Rs.3,93,145.00.** Earnest Money : **Rs.7,900.00.**
7. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/20/24-25
Name of work : **Repairing and renovation work of street lighting system at Vivekananda Sarani, Sukanta Sarani and other different areas in Ward No.124.** Estimated Amount : **Rs.3,79,589.00.** Earnest Money : **Rs.7,600.00.**
8. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/18/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting system at Kolua Bidhanpally, Ranjit Park and other different areas in Ward No.143.** Estimated Amount : **Rs.4,56,370.00.** Earnest Money : **Rs.9,200.00.** Period of Completion : **21 days (for Sl.No. 6 to 8).** Last Date and Time of submission of Bid : **26.11.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 8).** Date Tender Opening for Technical Purpose : **28.11.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 8).** The bid forms and other details are available on **13.11.2024 at 6 p.m. (for Sl.No.1 to 8).**
9. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/13/24-25
Name of work : **Shifting the street light from Telephone Pole to KMC Pole at Mondal Para, Anandanagar, Paner Ara etc. areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.4,30,821.00.** Earnest Money : **Rs.8,700.00.**
10. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/16/24-25
Name of work : **Installation lighting arrangement at Dakshin Behala Math, Netaji Math, GFC Math etc. areas in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.4,78,152.00.** Earnest Money : **Rs.9,600.00.** Period of Completion : **25 Days (for Sl.No.9 & 10).**
11. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/142/11/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at 8 Bigha and adjacent areas in Ward No.142.** Estimated Amount : **Rs.4,72,894.00.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.**
12. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/142/14/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Vivekananda Pally areas in Ward No.142.** Estimated Amount : **Rs.4,39,862.00.** Earnest Money : **Rs.8,800.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No. 11 & 12).** Last date and time of Submission of Bid : **23.11.2024 at 6 p.m. (for Sl.No.9 to 12).** Technical Bid Open date : **25.11.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.9 to 12).** The bid forms and other details are available on and from **16.11.2024 at 6 p.m. (for Sl.No. 9 to 12).**
13. NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/123/2/24-25
Name of work : **Renovation work of Park Electrical System at "Vidyasagar Jalabitan" Park and other Parks in Ward No.123.** Estimated Amount : **Rs.1,91,127.00.** Earnest Money : **Rs.3,900.00.**
14. NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/333/7/24-25
Name of work : **Renovation, supply and fixing electrical wiring and accessories at Jaigirghat Road Brahmapada KMCP School in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.3,10,822.00.** Earnest Money : **Rs.6,300.00.** Period of Completion : **21 Days (for Sl.No. 13 & 14).**
15. NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/333/5/24-25
Name of work : **Renovation, supply and fixing electrical wiring and acessories at Santosh Roy Road Baidyapara KMCP School in Ward No.123.** Estimated Amount : **Rs.1,75,676.00.** Earnest Money : **Rs.3,600.00.**
16. NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/333/6/24-25
Name of work : **Renovation, supply and fixing electrical wiring and accessories at Jaigirghat Road Jaigirghat Junior High School in Ward No.125.** Estimated Amount : **Rs.1,76,864.00.** Earnest Money : **Rs.3,600.00.**
17. NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/333/8/24-25
Name of work : **Renovation, supply and fixing electrical wiring and accessories at Jadav Ghosh Road Sarsuna KMCP School in Ward No.126.** Estimated Amount : **Rs.1,70,479.00.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **18 Days (for Sl.No.15 to 17).**
18. NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/333/10/24-25
Name of work : **Repairing and renovation works of electrical system and glow sign board for KMC Community Hall under KMC Borough-XVI.** Estimated Amount : **Rs.2,88,508.00.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Period of Completion : **26 Days.** Last date and time and Time of Submission of Bid : **25.11.2024 at 3 p.m. (for Sl.No.13 to 18).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **27.11.2024 at 3 p.m. (for Sl.No. 13 to 18).** The bid forms and other details are available on **14.11.2024 at 6 p.m. (for Sl.No.13 to 18).** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No.1 to 18).
842/ 24-25

টলি-বলি

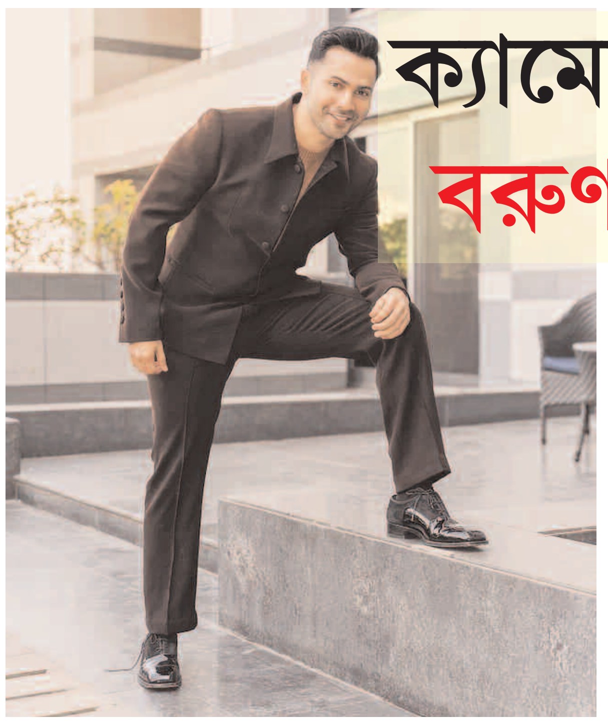

ক্যামেরার সামনে পুরোপুরি নগ্ন বরুণ, চমকে গেলেন ভক্তরা

চরিত্রের প্রয়োজনে ক্যামেরার সামনে পুরোপুরি নগ্ন হওয়া বা অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় বিদেশি সিরিজগুলোতে হরহামেশাই দেখা যায়। তবে ভারতীয় সিরিজে এ ধরনের দৃশ্য খুব বেশি নেই। গত বৃহস্পতিবার অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেয়েছে রাজ ও ডিকের সিরিজ 'সিটাডেল, হানি বানি'। এই সিরিজের একটি দৃশ্যে পুরোপুরি নগ্ন হতে দেখা গেছে বরুণ ধাওয়ানকে, যা নিয়ে অন্তর্জালে চলছে তুমুল চর্চা। 'সিটাডেল হানি বানি' সিরিজে বরুণের অভিনয় কিন্তু নজর কেড়েছে। তবে এত সবের মধ্যেও হঠাৎ বরুণের এক নগ্ন দৃশ্য নিয়ে আলোচনা বলিপাড়ায়।

বরুণের মতো প্রথম সারির অভিনেতা এমন একটা দৃশ্য করতে কেন রাজি হলেন, বা কীভাবে এত সাহস জোগালেন, তা নিয়েই চর্চা তুঙ্গে। অনেকে আবার বরুণের কীর্তির সঙ্গে মিল পেলেন রণবীর সিংয়ের নগ্ন ফটোশুটের। 'সিটাডেল, হানি বানি' সিরিজের একটি দৃশ্যে বরুণ ক্যামেরার সামনে নিতম্ব প্রদর্শন করেন। অন্তর্জালে এই দৃশ্য তুমুল আলোচনার মধ্যে মুখ খুলেছেন বরুণ নিজেই।

তিনি এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'মাত্র কয়েক সেকেন্ডের দৃশ্য ছিল। এমন কিছু সাহসী নয়। খুবই সুন্দরভাবে দৃশ্যটি ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে।' 'সিটাডেল হানি বানি' রুশো ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্মিত 'সিটাডেল'-এর প্রিকুয়েল।

এই সিরিজে বরুণ ধাওয়ান ছাড়াও আছেন সামান্থা রুথ প্রভু ও কে কে মেনন।

অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার নামে অনেক যৌন হয়রানির ঘটনা বলিউডে

অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার নামে অনেক যৌন হয়রানির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে বলিউডে। এবার কথা বললেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী রাশমি দেশাই। যদিও আগে এ বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। নতুন এক সাক্ষাৎকারে আবারও এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন দেশাই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কাস্টিং কাউচ নিয়ে কথা বললেন রাশমি দেশাই। তিনি জানালেন, কীভাবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে অন্যায়ভাবে তাঁর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এর আগেও বহু তারকা বিনোদন দুনিয়ায় কাস্টিং কাউচের কথা সামনে এনেছেন। 'দুর্ভাগ্যবশত আমাকে এই খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ নিয়ে আমি বেশ কয়েকবার কথাও বলেছি। ইন্টারনেটে আমার বলা এই একই বিষয়ে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। আমার মনে আছে, আমাকে একটা অডিশনের জন্য ডাকা হয়েছিল। যখন ওখানে যাই, ওই লোকটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন আমার বয়স মাত্র ১৬, আমাকে অজ্ঞান করার চেষ্টা করেছিল সে। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, কোনো রকমে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। কিছু সময় পর আমি আমার মাকে সব কথা বলি।' বলেন রাশমি দেশাই। একই ঘটনা নিয়ে রাশমি দেশাই আরও বলেন, 'মনে আছে, আমি পরদিন মাকে নিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আর আমার মা ওকে শিক্ষা দিতে কষিয়ে চড় মেরেছিল। কাস্টিং কাউচ সত্যিই আছে। আমার সঙ্গেই হয়েছে। আসলে সব ইন্ডাস্ট্রিতেই ভালো আর খারাপ, দুই রকম মানুষকে পাওয়া যায়। আমার ভাগ্য ভালো, পরবর্তী সময়ে আমি অসাধারণ মানুষদের পাশে পেয়েছি। ভগবান সহায় ছিল।' 'উত্তরণ' দিয়ে রাশমি দেশাই অভিনয়ে পা রেখেছিলেন। 'ইশক কা রং সফেদ' ও 'আধুরি কাহানি হামারি'র মতো হিন্দি সিরিয়ালে দেখা গিয়েছে রাশমি দেশাইকে। ২০১২ সালে নিজের 'উত্তরণ' সহ-অভিনেতা কোস্টার নন্দিশ সান্ধুকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী। তবে ২০১৬ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।

আগামী শুক্রবার মুক্তির অপেক্ষায় থাকা 'দরদ'

গত বছর মুক্তি পাওয়া 'প্রিয়তমা' সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা ছিলেন ইধিকা পাল। আগামী শুক্রবার মুক্তির অপেক্ষায় থাকা 'দরদ'-এ তাঁর নায়িকা সোনাল চৌহান। এখন 'বরবাদ'-এর শুটিং করছেন শাকিব এ ছবিতেও তাঁর নায়িকা ইধিকা। এবার ঢাকাই ছবির অন্যতম শীর্ষ নায়ক শাকিবের সঙ্গে কাজ করতে চান কলকাতার অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুন্ডু। গত রোববার রাতে কলকাতার এক হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নতুন ১৮টি সিনেমার ঘোষণা দেয় প্রযোজনা সংস্থা এসকে মুভিজ। এই অনুষ্ঠানেই শাকিবের সঙ্গে দেখা হয় সৌমিতৃষার। এর পর থেকেই মুগ্ধতা কাটছে না এই অভিনেত্রীর। এক সক্ষাৎকারে সৌমিতৃষা বলেন, একঝলকেই তাঁকে চিনতে পেরেছেন শাকিব। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় তাঁদের। সৌমিতৃষার কথায়, 'খুব বেশিক্ষণ না হলেও, যেটুকু কথা হলো বুঝলাম মানুষটা ভীষণ মাটির কাছাকাছি। ঠিক যেমন এখানকার দেবদা অথবা জিৎদা। আসলে বড় তারকা যাঁরা হন, তাঁরা বোধ হয় এতটাই অমায়িক হয়ে থাকেন।' আলাদা করে পরিচয় দিতে হয়নি, নিজে থেকেই কথা বলেছেন শাকিব, জানালেন অভিনেত্রী। তাঁর সঙ্গে কাজ করার খুব ইচ্ছা সৌমিতৃষার। তবে সে নিয়ে এখনই কোনো কথাবার্তা এগোয়নি। সৌমিতৃষার সংযোজন, 'আমি শাকিব খান থেকে শাহরুখ খান, সবার সঙ্গে কাজ করতে চাই। তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারা তো জীবনের এক একটা অভিজ্ঞতা।' সৌমিতৃষা টিভি সিরিয়াল ও সিনেমায় অভিনয় করে বাংলাদেশের দর্শকের কাছেও পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। 'মিঠাই' ধারাবাহিকটিতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক পরিচিতি পান। এ ছাড়া দেবের বিপরীতে তাঁকে দেখা গেছে 'প্রধান' সিনেমায়।

মনোজ মিত্রর জীবনের এক মাইলফলক চরিত্র বাঞ্ছারাম

'সাজানো বাগান'-এর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন 'বাঞ্ছারাম'। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতার গুণী অভিনেতা ও নাট্যকার মনোজ মিত্র। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। গত সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে গুরুতর অসুস্থ হয়ে সল্ট লেকের ক্যালকাটা হার্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। প্রবীণ অভিনেতার চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, যদিও চিকিৎসকদের সব চেষ্টা বৃথা গেল! হাসপাতাল থেকে মনোজ মিত্রর দেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর সল্ট লেকের বাড়িতে। তারপর বেশ কিছুটা সময় মরদেহ শায়িত রাখা হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন জগন্নাথ বসু, ঊর্মিমালা বসু, ব্রাত্য বসু, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, দেবশঙ্কর হালদার, ইন্দ্রনীল সেন, মেঘনাদ বসু, দুলাল লাহিড়ী, দেবাশিস কুমার, নীল মুখোপাধ্যায়সহ কলকাতার বিনোদনজগতের অনেকে। রবীন্দ্র সদনে তাঁকে দেওয়া হয় গান স্যালুট। এরপর গাড়িতে করে মরদেহ শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। সেখানেই শেষকৃত্য হয়।মনোজ মিত্রর জীবনের এক মাইলফলক চরিত্র বাঞ্ছারাম। এই ইউটিউবের যুগেও বাংলা সিনেমার দর্শকের মনকে নাড়া দেয় বাঞ্ছারাম কাপালির হাহাকার। দিনভর নিজ হাতে গড়া ফুল-ফলের বাগান নিয়ে মগ্ন অশীতিপর বাঞ্ছারামকে কি ভোলা যায়! প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল এই বাগান। ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা জেলার ধূলিহর গ্রামে তাঁর জন্ম। ওই গ্রামেই কেটেছে শৈশব। পূজার সময় বাড়ির উঠানে যাত্রা ও নাটক দেখে ছোট থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫০ সালে ১২ বছর বয়সে চলে যান কলকাতায়। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এই কলেজেই দর্শনে স্নাতক পড়ার সময় নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন মনোজ মিত্র। সেই সময় পার্থপ্রতিম চৌধুরীর মতো বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নাটকের দল সুন্দরম। সেই থেকে নাটকের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন। মনোজ নিজেই বলেছিলেন, 'প্রথমে আমি নাট্যকার, তারপর অভিনেতা, তারপর নির্দেশক।'১৯৫৯ সালে লেখেন প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'। কিন্তু ১৯৭২-এ লেখা নাটক 'চাকভাঙা মধু' তাঁর খ্যাতি এনে দেয়। মনোজ মিত্রর লেখা শতাধিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দর্পণে শরৎশশী','নরক গুলজার', 'সাজানো বাগান', 'নৈশভোজ', 'কাল বিহঙ্গ', 'অশ্বত্থামা', 'মেষ ও রাখাল', 'অলকানন্দর পুত্রকন্যা' ইত্যাদি। সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা ছাড়াও অনেক পরিচালকের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'গৃহযুদ্ধ', 'আদালত ও একটি মেয়ে', 'ঘরে বাইরে', 'বৈদুর্য্য রহস্য', 'গণশত্রু', 'অন্তর্ধান', 'চরাচর', 'হুইলচেয়ার', 'হঠাৎ বৃষ্টি', 'আশ্চর্য প্রদীপ', 'উমা' ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২,১০০ কোটি টাকা মূল্যের বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পের

উদ্বোধন, শিলান্যাস ও দেশের প্রতি উৎসর্গ করলেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করলেন

মালিগাঁও, ১৩ নভেম্বর ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিহারের দারভাঙ্গায় প্রায় ১২,১০০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ১৭৪০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রেলওয়ে প্রকল্প উৎসর্গ ও শিলান্যাস করেন। তিনি বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলার চিরলাপথু থেকে বাঘা বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ২২০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যে সোনেনগর বাইপাস রেলওয়ে লাইনের শিলান্যাস করেন। এছাড়াও তিনি ১৫২০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রেলওয়ে প্রকল্প দেশের প্রতি উৎসর্গ করেন। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঝাঞ্জরপুর-লাউকাহা বাজার রেল সেকশন, দারভাঙ্গা বাইপাস রেলওয়ে লাইন যা দারভাঙ্গা জংশনে রেলওয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা সহজ করে তুলবে, ডাবলিং রেলওয়ে লাইন প্রকল্প ইত্যাদি-যা আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করবে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ঝাঞ্জরপুর-লাউকাহা বাজার সেকশনে মেমু ট্রেন পরিষেবার শুভ সূচনা করেন। সেকশনটিতে মেমু ট্রেন পরিষেবা চালু করার ফলে নিকটবর্তী শহর ও নগর অঞ্চলগুলিতে কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা উপলব্ধ করা সহজ হয়ে উঠবে। এছাড়াও তিনি দারভাঙ্গা থেকে সমগ্র দেশজুড়ে ১৮টি রেলওয়ে স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন, যার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনও রয়েছে। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্যও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য হলো ''সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগতমান সম্পন্ন জেনেরিক ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিষেবার বাজেট হ্রাস করা এবং পর্যাপ্ত জনসমাগম ঘটা স্থানগুলিতে এগুলি স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে এই জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি যাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্যও সাশ্রীয় ওষুধের উপলব্ধতা নিশ্চিত করবে এবং সমাজের সকল শ্রেণির জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়ে উঠবে। এছাড়াও এই কেন্দ্রগুলি সচেতনতা ও জেনেরিক ওষুধের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে স্বাস্থ্য খণ্ডে সামগ্রিক ব্যয় হ্রাস হবে।

কার্বন নিঃসরণ কমাতে ভুটানের নেতৃত্বে নতুন ফোরাম 'জি-জিরো'

গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা ও প্রকোপ কমাতে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর যখন হিমশিম অবস্থা, ঠিক সেই সময় ভুটানের নেতৃত্বে চার কার্বন নিরপেক্ষ দেশ নতুন এক গোষ্ঠী তৈরি করল। বাকুতে 'কপ ২৯'-এর আসরে সেই গোষ্ঠী গঠনের পর ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে বলেন, 'এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যে কয়টি কার্বনহীন অথবা কার্বন নিরপেক্ষ দেশ রয়েছে, ভুটান সেগুলোর অন্যতম। আমরা চাই, আমাদের মডেল অন্যরাও গ্রহণ করুক। নতুন এই গোষ্ঠী সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করবে।' নতুন এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয়েছে 'জি-জিরো'। ভুটান ছাড়া এই গোষ্ঠীর বাকি সদস্যরা হচ্ছে পানামা, সুরিনাম ও মাদাগাস্কার। এই চার দেশে যতটুকু কার্বন নিঃসরণ হয়, তা হয় দূষণমাত্রার চেয়ে কম নতুবা সেই দূষণ শুষে নেওয়ার মতো পরিবেশ ব্যবস্থা তারা তৈরি করতে পেরেছে। কাজেই এসব দেশ থেকে নিঃসরিত কার্বন উষ্ণায়নের কারণ হয় না। পানামার বিশেষ দূত হুয়ান কার্লোস মন্টেরি গোমেস প্রথম আলোকে বলেন, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের ক্ষতি না করে কীভাবে তা করা যায়, পানামা তা দেখাচ্ছে। আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে এই লক্ষ্যে পানামা আরও নতুন নতুন ব্যবস্থা নেবে। এই গোষ্ঠী গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। গোষ্ঠী গঠনের পর প্রথম আলোকে তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাঁরা চান দেশের মানুষকে সুখে রাখতে। সেই সুখের জন্য তাঁরা ভিন্নধর্মী এক উন্নয়নের পথে হাঁটছেন, যা তাঁদের দেশকে দূষণমুক্ত রাখতে পেরেছে। তোবগে বলেন, 'জি-জিরো'গঠনের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিকল্প পথের সন্ধান দিতে চান গোটা বিশ্বকে, যাতে কার্বন নিঃসরণ কমানো বা তা শুষে নেওয়ার মধ্য দিয়ে স্থিতিশীল পরিবেশ গড়ে তোলা যায়। উষ্ণায়ন কমিয়ে পৃথিবীকে সবার জন্য বাসযোগ্য করে তোলা যায়। গড় জাতীয় সুখের তালিকায় ভুটান পৃথিবীর এক নম্বর দেশ। ভুটানের রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক ১৯৭২ সালে স্থির করেছিলেন, শুধু অর্থনৈতিক বিকাশই নয়, তার সঙ্গে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখবেন। দেখবেন, প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে যাতে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন না হয়। মানুষ যেন ক্লান্ত হয়ে না ওঠে। মনের অসুখ যাতে না বাড়ে। সেই লক্ষ্যে ভুটান এখনো অবিচল। পরিবেশের ভারসাম্য ধরে রাখতে টেকসই উন্নয়নের ধারা অনুশীলন করতে ভুটানের মতো এগিয়ে এসেছে সুরিনাম, মাদাগাস্কার ও পানামা। চার দেশের এই অক্ষ চায় পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে না থেকে নিজেদের শুধরে উষ্ণায়ন কমিয়ে নজির সৃষ্টি করতে। বাকুতে জোটবদ্ধ হয়ে তাঁরা সেই বার্তাই দিলেন। জি-জিরো গঠনের পর শেরিং তোবগে সাউথ ইশিয়ান ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্টস ফোরামের সঙ্গে আলাপে বলেন, 'জি-জিরো গঠন এক ঐতিহাসিক মাইলফলক ও বৈশ্বিক অংশীদারত্বের শক্তির প্রমাণ। পরিবেশ ঠিক রেখেও যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো যায়, তা প্রমাণে আমরা সচেষ্ট।' তোবগে বলেন, 'বড় ও ধনী দেশগুলোকে আমরা দেখাতে চাই, ছোট দেশগুলোও পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচিতে শক্তিশালী নেতৃত্ব দিতে পারে। আমরা প্রমাণ করেছি, ছোটভাবে আমরা যা অর্জন করেছি, বড়ভাবে বড় দেশও তা অর্জনে সক্ষম। দরকার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা।'

বুকার পুরস্কার জিতলেন ব্রিটিশ লেখক সামান্থা হার্ভে

যুক্তরাজ্যের লেখক সামান্থা হার্ভে ২০২৪ সালের বুকার পুরস্কার জিতেছেন। গতকাল মঙ্গলবার এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ছয় মহাকাশচারীর কাটানো একটি দিনকে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তুলে লেখা 'অরবিটাল' বইয়ের জন্য সামান্থাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অরবিটালে যে চার মহাকাশচারীর কথা বলা আছে, তাঁদের দুজন পুরুষ এবং চারজন নারী। বিচারক প্যানেলের চেয়ারপারসন এডমুন্ড ডে ওয়াল গতকাল বলেছেন, বিচারকদের সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিটিশ লেখক হার্ভেকে বুকার পুরস্কারজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। ডে ওয়াল একে 'ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীর' গল্প হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ছয় নভোচারীর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা, সীমানা এবং টাইম জোনের নাজুক জায়গাজুড়ে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা নিয়ে লেখা এ গল্পে প্রত্যেকেই বিষয়বস্তু, আবার কেউই বিষয়বস্তু নয়। পুরস্কার পাওয়ার পর বক্তব্য দিয়েছেন হার্ভে। তিনি বলেছেন, যেসব মানুষ পৃথিবীর পক্ষে সরব থাকেন, অন্য মানুষের মর্যাদা, অন্য প্রাণের পক্ষে কথা বলেন এবং যেসব মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার থাকেন ও কাজ করেন, তাঁদের সবার জন্য তিনি পুরস্কারের ৫০ হাজার পাউন্ড অর্থ উৎসর্গ করছেন। 'অরবিটাল' বইটি ১৩৬ পৃষ্ঠার। এটি বুকারজয়ী দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ততম বই। এ ছাড়া এটি মহাকাশ নিয়ে লেখা প্রথম কোনো বই, যেটি বুকার পুরস্কার জিতেছে। চলতি বছর বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় হার্ভে ছাড়া আরও চারজনের নাম ছিল।

এর মধ্যে মার্কিন লেখক র‌্যাচেল কুশনার ('ক্রিয়েশন লেক' বইয়ের জন্য) এবং কানাডীয় লেখক অ্যান মাইকেলসও ('হেল্ড' বইয়ের জন্য) ছিলেন।

কোভিড-১৯ মহামারিকালে লকডাউনের সময় 'অরবিটাল' বইটির বেশিরভাগটা লিখেছেন হার্ভে।

Name Change

I, AVHISHEK BISWAS S/O MILAN BISWAS MY AADHAAR CARD, VOTER CARD, MY DATE OF BIRTH HAS BEEN RECORDED AS 1/7/1987 AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 5-11-2024 MY ACTUAL DATE OF BIRTH IS 13-9-1988 R/O VILL + P.O. ASANNAGAR, P.S. BHIMPUR, DIST NADIA.

Name Change

I JOLLY RAY CHAUDHURI, D/o Late JITENDRA KUMAR ROY CHOWDHURY, Residing at 188 Sarada Pally, Nimta, Kolkata 700049 shall henceforth be known as JOLLY ROY CHOWDHURY as declared before the First Class Judicial Magistrate at SEALDAH Court, West Bengal vide affidavit no 10226, Dated 11.11.2024 JOLLY RAY CHAUDHURI and JOLLY ROY CHOWDHURY both are same and identical person.

Name Change

I, MD SOHAIL ASHIF (Old Name) S/O ASHIF HOSSAIN, Residing at BANKRA,HOWRAH, Pin-711403, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SOHAIL ASHIF (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 13-11-2024, MD SOHAIL ASHIF (Old Name) and SOHAIL ASHIF (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, TANMOY MONDAL (Old Name) S/O TAPAN MONDAL, Residing at SHANTINIKETAN PALLY, MOULANA AZAD ROAD,NABAPALLY,PS-BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, Pin-700126, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Change of Name TANMAY MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 13-11-2024, TANMOY MONDAL (Old Name) and TANMAY MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, BIJOY KUMAR MANDAL (Old Name) S/O NIMAI MANDAL, Residing at BHAYNA PASCHIMPARA, P.S.- HANSKHALI, NADIA, Pin-741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BIJAY MANDAL (New Name) as declared before the Addl Judicial Magistrate 1st Class at Ranaghat Nadia vide affidavit Dated 11-11-2024 BIJOY KUMAR MANDAL (Old Name) and BIJAY MANDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abul Hossan & Sk Abul Hossain (old name) son of Sk Patu, residing at 3 NO. Gumti Chak Bansberia, P.O.- Bansberia, P.S.- Mogra, Dist- Hooghly, Pin- 712502, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abul Hasan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Abul Hasan (new name) and Abul Hossan & Sk Abul Hossain (old name) all are same and identical person.

Name Change

I, Farida Khatun (old name) daughter of Abul Hasan, residing at 3 NO. Gumti Chak Bansberia, P.O.-Bansberia, P.S.- Mogra, Dist- Hooghly, Pin- 712502, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Farida Khatoon (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Farida Khatoon (new name) and Farida Khatun (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nazmush Ali (old name) wife of Ashraf Ali, residing at 2/B/H/8, Ekbalpore Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nazmussh Ali (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Nazmussh Ali (new name) and Nazmush Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Prince Jain (old name) son of Rajendra Prasad Jain, residing at 52/A, Jatindra Mohan Avenue, P.S.- Burtolla, Kolkata- 700005, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Prince Jaain (new name) as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate1st class at CMM Court, dated 06/08/2021. Prince Jaain (new name) and Prince Jain (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sampad Paul (old name) son of Satish Chandra Paul, residing at Prantick Pansila West, Panihati, Kolkata- 700112, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sampad Kumar Paul (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Sampad Kumar Paul (new name) and Sampad Paul (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Debasish Sen (old name) son of Late Amiya Kumar Sen, residing at 102, DEVI COMPLEX, BLOCK- E, 1ST FLOOR, 41, DUM DUM COSSIPORE ROAD, P.O.- MOTIJHEEL WEST BENGAL, PIN- 700074, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Debasis Sen (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Debasis Sen (new name) and Debasish Sen (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sabur Sardar (old name) son of Abtabuddin Sardar, residing at Vill.- Faridkati, P.O.- Punra, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743427, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdus Sabur Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Abdus Sabur Sardar (new name) and Sabur Sardar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ayesha Khatun (old name) wife of Sk Azizul, residing at 41/O, Ali Hyder Road, Mathpara, P.O.- Titagarh, P.S.- Titagarh, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700119, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ayesa Khatoon (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Ayesa Khatoon (new name) and Ayesha Khatun (old name) both are same and identical person.

Name Change

I ABUTAHER SIDDIQUE, S/O LATE JULFIKAR SIDDIKI,R/O VILL & PO-FURFURA,PS-JANGIPARA, HOOGHLY,712706,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABU TAHER SIDDIKI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/11/2024,THAT ABUTAHER SIDDIQUE AND MD ABU TAHER SIDDIKI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

পুলিশের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগে মেমারিতে গ্রেপ্তার ৫

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৩ নভেম্বর ঃ পুলিশের নাম করে গরু বোঝাই গাড়ি থেকে তোলাবাজির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানে। তোলাবাজির অভিযোগে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে পাঁচ ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করল মেমারী থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে কিছু টাকাও। ধৃতরা হল সন্তু ঘোষ, দেব্রজ্যোতি ঘোষ ওরফে দেবু, কামাল মন্ডল ওরফে ছোটন, সোমনাথ পালিত এবং বিপত্তারণ রায়। এদের মধ্যে প্রথম চারজন আউসগ্রাম থানা এলাকার বাসিন্দা এবং বিপত্তারণ রায় ভাতার থানা এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে মেমারী থানার অন্তর্গত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের যাতায়াতকারী পণ্য গাড়ি থেকে তোলাবাজি করছিল এই পাঁচজন তোলাবাজ। মঙ্গলবার রাতে জাতীয় সড়কে হুগলি জেলার ডানকুনির বাসিন্দা মেঘদূত পালের কাছ থেকে জোরপূর্বক ১২০০ টাকা ও তার ফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। এই বিষয়ে মেঘদূতবাবু লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মেমারী থানায়, এরপরেই পুলিশ ধৃতদের গ্রেফতার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ভয় দেখানো, জোরপূর্বক টাকা নেওয়া সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে। বুধবার জেলা আদালতে পাঠায় মেমারী থানার পুলিশ। বিচারক ধৃতদের জেল হেফাজতে পাঠিয়ে আগামী ১৬ নভেম্বর টি.আই প্যারেডের নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলিশের নাম করে দীর্ঘদিন ধরে ধৃত ব্যক্তি্রা তোলাবাজি চালাচ্ছে মেমারী থানার অন্তর্গত পালসিট টোল-প্লাজা সংলগ্ন এলাকায়। সেখান দিয়ে যাতায়াতকারী বালি, পাথর সহ অন্যান্য পণ্যবাহী গাড়ি থেকে জোরপূর্বক টাকা নেয় তারা। প্রত্যেকদিনই এই ভাবে জাতীয় সড়ক থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলতো ধৃতরা। এরা পুলিশ লেখা গাড়িতে ঘুরতো এবং নিজেদের থানার ডাক-পাটি বলে এলাকায় পরিচয় দিত। এদের দুস্কর্ম্মের পিছনে রয়েছে থানার কয়েকজন অসাধু আধিকারিকদের মদত রয়েছে এবং তাদের মদত ছাড়া এই ভাবে প্রত্যেকদিন টাকা তোলা সম্ভব নয় বলে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, এইরকম ভাবে টাকা তোলার অভিযোগ অনেকদিন ধরেই জমা পরছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উচচ আধিকারিকদের কাছে। লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই সরাসরি পদক্ষেপ আধিকারিকদের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মেমারী থানার এক আধিকারিক কে সাসপেন্ড করা হয়েছে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।

কালনার নেপাকুলি গ্রামে ধানে আগুন লাগিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৩ নভেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে কালনা ২'নম্বর ব্লকের আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপাকুলি গ্রামে পঞ্চায়েত সদস্য নবকুমার মলের বারো কাটা জমিতে ধানে আগুন লাগিয়ে দিল। দুষ্কৃতীদের আগুনে পুড়ে সমস্ত ধান ভষ্মীভূত হয়ে যায়। আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নবকুমার মলের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যেহেতু আমি দেখিনি সেই জন্য কারো নামে অভিযোগ করতে পারছি না। তবে তিনি এও জানান আমি পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছি লিখিতভাবে থানায় ডায়েরি করছি, পুলিশ প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেবার নেবে এমনটাই বক্তব্য পঞ্চায়েত সদস্যর। গ্রামেরই এক যুবক বলেন, যেই করুক ঘটনাটা অত্যন্ত নিন্দনীয়, ধান পুড়িয়ে দেবে এরকম হতে পারে না। ওনার সঙ্গে যদি কারো শত্রুতা থেকে থাকে তাহলে অন্যভাবে তাকে জব্দ করুক কিন্তু ধানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া খাবার জিনিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া খুবই খারাপ নিন্দার কোন ভাষা নেই।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্ট লিমিটেড

কর্পোরেট আইটেনটিফিকেশন নম্বরঃ এল৫০৫০০ডব্লু১৯৬৪পিএলসি০২৬০৫৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা-শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in, ইমেলঃ foundryfuel@gmail.com
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পরিসংখ্যান

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			ছয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০-সেপ্টেম্বর-২৪	৩০-জুন-২৪	৩০-সেপ্টেম্বর-২৩	৩০-সেপ্টেম্বর-২৪	৩০-সেপ্টেম্বর-২৩	৩১-মার্চ-২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং/অথবা ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	(৪.৩৭)	(৩.৯৫)	(৪.২৮)	(৮.৩২)	(৯.১৪)	(২৫.০৫)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	(৪.৩৭)	(৩.৯৫)	(৪.২৮)	(৮.৩২)	(৯.১৪)	(২৫.০৫)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	(৪.৩৭)	(৩.৯৫)	(৪.২৮)	(৮.৩২)	(৯.১৪)	(২৫.০৫)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৪.৩৭)	(৩.৯৫)	(৪.২৮)	(৮.৩২)	(৯.১৪)	(২৫.০৫)
৬.	পরিশোধিত ইকুাইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ার সহ)	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)						(৯০১.৫৩)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) ১. মৌলিক	(০.০৫)	(০.১০)	(০.০৫)	(০.০৫)	(০.১১)	(০.৩১)
	২. মিশ্র	(০.০৫)	(০.১০)	(০.০৫)	(০.০৫)	(০.১১)	(০.৩১)

মন্তব্যঃ
১. উপরেরটি এসইবিআই (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.co.in-এ উপলব্ধ।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ('এসইবিআই' এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস [Ind AS] দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের জন্য এবং পক্ষে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
নিকেশ ওসয়াল
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৭৮৯৫৩৫৭

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ১৩ই নভেম্বর, ২০২৪

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩
ওয়েবঃ www.championcommercial.in, ইমেলঃ mumbai@singhaniagroup.com, টেলিফোনঃ +৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
সিআইএনঃ এল৫১৯০৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৮৯১

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির পরিসংখ্যান

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তির জন্য			অর্ধ বছর সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.৯০.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১২.৫০	৬৮.৭৯	৫,০২৭.১৮	৮১২৯	১১,৩১৬.৪২	১৬,১১৩৬৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১২২.৪১)	(৭৫.১৬)	৭৩.১৭	(১৯৭.৫৭)	২৫২.৯৫	(৪১.৩৯)
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (অসাধারণ এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১২২.৪১)	(৭৫.১৬)	৭৩.১৭	(১৯৭.৫৭)	২৫২.৯৫	(৪১.৩৯)
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (অসাধারণ পরে এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৯৫.৬৬)	(৭১.৭৪)	৫৪.২৬	(১৬৭.৪০)	১৮৬.৯৩	(৩৮.৮০)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [পর্যায়কালের জন্য লাভ সমন্বিত (কর পরে) এবং/অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	৩৯৭.২৮	৬৬.৪৪	৪৩১.২৭	৪৬৩.৭২	১,১০৯.৫৭	১৫৫৩২৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)	(৪৭.৮৩)	(৩৫.৮৭)	২৭.১৩	(৮৩.৭০)	৯৩.৪৬	(১৯.৪০)

মন্তব্যঃ উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১৩ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাগুলিতে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হযেছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য উপরের ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে কোম্পানির এসইবিআই-এর রেগুলেশন ৩৩ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৫।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে
স্বা/- গৌরভ সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০১১৮৬৫৬৮

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ১৩.১১.২০২৪

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড

(পূর্বে বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
সিআইএনঃ এল৩৪২০২ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৫৪২
রেজি. অফিসঃ ডানকান হাউজ, ৩১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং.ঃ (০৩৩) ৬৬২৫ ১০০০/১৫০০, টেলিফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৩০৬৮৪৪
ই-মেলঃ secretarial.qcml@rpsg.in, ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			ছয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৪	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	৩১ মার্চ, ২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	১৫৪.০৯	১৪৩.৬২	১৩৯.২৩	২৯৭.৭১	২৮০.৯৮	২,৬৪৫.৭৯
২.	কর পূর্বে লাভ / (ক্ষতি)	১৪১.৬৯	১৪৬.৬০	১২২.২৫	২৮৮.২৯	২৫৪.৪৭	২,৬০৭.৫৫
৩.	করের পরে সাধারণ কার্যকলাপ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	১০৬.০৩	১১৭.৩০	৯১.২৩	২২৩.৩৩	১৮৯.৯৯	২,০১৫.১৭
৪.	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) করের নেট	৩৯,৬০৭.৬১	২৫,৩৫০.২৬	৩,৭৮৬.৫৬	৬৪,৯৫৭.৮৭	১৫,৮৫২.৭১	৩১,৫২৪.৮৭
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৯৭,৬৪২.১৬
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) -(প্রতিটি ১০ টাকা) ক) মৌলিক	১.০৬	১.১৭	০.৯১	২.২৩	১.৯০	২০.১৫
	খ) মিশ্র	১.০৬	১.১৭	০.৯১	২.২৩	১.৯০	২০.১৫
		বার্ষিক নয়					

মন্তব্যঃ
১. এই অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে সংশোধিত (Ind AS) হিসাবে কোম্পানির (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫-এ নির্ধারিত স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হযেছে, যা সেখানে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলির সাথে পড়া হয়েছে। এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতিগুলি পরিমাণে প্রযোজ্য।
২. কোম্পানির শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট আছে, তাই, Ind AS ১০৮ 'সেগমেন্ট রিপোর্টিং'-এর অধীনে প্রয়োজনীয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই।
৩. উপরের ফলাফলগুলি এসইবিআই-এর রেগুলেশন ৩৩-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা হয়েছে (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ নিরীক্ষা কমিটি তার ১৩ই নভেম্বর, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত সভায় পর্যালোচনা করেছে এবং সেই তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৪. এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে প্রয়োজনীয় ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য এই অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
৫. পূর্ববর্তী সময়কাল / বছরের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস, পুনঃশ্রেণীবদ্ধ, পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল ভান্ডারি
চেয়ারম্যান
ডিআইএনঃ ০০০৫২১৬১

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ই নভেম্বর, ২০২৪

মাদারিহাটে চলছে ভোটগ্রহণ লম্বা লাইন ভোটারদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর ঃ সিতাইয়ের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটেও বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। বুধবার সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর, জমির পাট্টা, উন্নয়নের দাবিকে সামনে রেখে ভোট দিচ্ছেন গয়েরকাটা চা বাগানের শ্রমিকরা। সকাল থেকে বাগানের বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাঁকোয়াঝোরা ১ ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। এদিন তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো ও বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে যান।

Office of the Raghabpur Gram Panchayat
Vill-Bongabari, P.O. Bongabari, Dist: Purulia(W.B),
Notice inviting e-Tender No:- WBPUR/RGP/P-II/NIT(e)-003/2024-25

The Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat invites e-tender for total 9 (Nine) Nos. similar nature works from the bonafied, resourceful contractors. Date of uploading of N.I.T & other Documents (online) (publishing Date): 13.11.2024. Documents download/ sell start date (online) 13.11.2024. Documents download/ sell end date (online) 20.11.2024. Bid submission start date (online) **13.11.2024**. Bid submission closing (online) **20.11.2024**. Bid opening date for Technical Proposals **22.11.2024**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** contact Gram Panchayat Office.

Sd/- Pradhan
Raghabpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 478/PWD/MM/NIeT/2024-25, Dated: 13-11-2024**. The last date for online submission of tender is **28-11-2024 (Friday) up to 14:30 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Office of The Block Development Officer
Balarampur Development Block, Purulia
PO-Rangadih, PS-Balarampur, Pin-723143
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/BDO/BLR/NIeT-14/2024-25 2 nd Call

Block Development Officer, Balarampur Development Block invites e-tender for the work of Construction of Link Road by PCC from Dava Majhi Para to Sairidih at Dava. Last date of submission of Bid (Online) **27/11/2024 at 6.55 pm.** Date of Opening of Bid(Online) **30/11/2024 at 11.00 am**. For details please visit **website www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Balarampur Development Block

কোলামা কর্মাশিয়াল কোম্পানী লিমিটেড

CIN: L51109WB1983PLCO35719
রেজি অফিসঃ সিএ-২২৬, সিএ ব্লক সেক্টর ১, কলকাতা - ৭০০০৬৪
ইমেলঃ colamacommercial@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.colamacommercial.in
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র
অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৮.৭২	৯.৩০	৩৫.১৪
২.	ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১.৩৯	৩.২৮	৮.১২
৩.	করের পূর্বে ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১.৩৯	৩.২৮	৮.১২
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১.১৭	৩.২৮	৬.০৭
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মেলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	-	৩.২৮	৬.০৭
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) মূল	০.৫৬	১.৩৩	২.৪৫
	মিশ্র	০.৫৬	১.৩৩	২.৪৫

মন্তব্যঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.colamacommercial.in

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে
রাজেশ প্রজাপতি
সর্বক্ষণের পরিচালক
DIN: 08251452

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ নভেম্বর ২০২৪

OFFICE OF THE
Bhandergacha Gram Panchayat
Under Amta-I Dev. Block
VILL+P.O.-Panpur, P.S.- Amta, Dist- Howrah, Pin-711401(W.B.)
GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah,for 7 nos. of work vide Memo No.- Bhan/420 to Bhan/427, **Dated- 12/11/2024, (wbtenders.gov.in)**. **Date of e-Published:- 13-Nov-2024 11:00 AM**, **Closing Date:- 20-Nov-2024 15:30 PM, Opening Date(Technical):- 23-Nov-2024 11:00 AM.** Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-Pradhan
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

DHAVAL EXPORTS LIMITED

CIN : L51900WB2005PLC101305
Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

[In terms of Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015]

(In Rupees)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2024	Year to date figures/previous year ended 30.09.2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.09.2023
1	Total Income from Operations	6.50	6.50	-
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items"#)	5.88	0.15	(3.33)
3	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	5.88	0.15	(3.33)
4	Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	5.88	0.15	(3.33)
5	The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))]	5.88	0.15	(3.33)
6	Equity Share Capital	99.60	99.60	99.60
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	179.79	179.79	
8	Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1, Basic :	0.59	0.01	(0.33)
	2. Diluted:	0.59	0.01	(0.33)

Notes :
1 The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 13th November, 2024. These standalone financial results have been subjected to 'Limited Review" by the statutory auditors of the Company. The review report does not any qualification. The review report has been filed with stock exchange.
2 The financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS"), the provisions of the Companies Act, 2013("the Act"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Ind As are prescribed under section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.
3 The Company is primarily engaged in the business of consultancy and there are no separate reportable segments identified as per the Ind AS 108- Segment Reporting.
4 Previous period figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary, to correspond to current period's presentation.

Place : Kolkata
Date : 13.11.2024

FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED
Sd/- Nitesh Jain
Director

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/ওপি/খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা **বেলা ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **(১) ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ আরএসও-কেজিপি-এসআরসি-আররুম-২০২৪, তারিখঃ ১২.১১.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** ২ বছর অর্থাৎ ৭৩০ দিন সময়কালের জন্য বাইরের এজেন্সির মাধ্যমে বাসিন্দাদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত ও ব্যক্তিগত বরাদ্দ আহার প্রস্তুতি ও পরিবেশন, লিনেন বিতরণ সহ রানিং রুম পরিষ্করণ ও তত্ত্বাবধান, লিনেনে ধৌতকরণ, বাগান করা ইত্যাদি সমন্বিত সাঁতরাগাছি (এসআরসি) রানিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪১,৪৮,৬১১.১২ টাকা (জিএসটি সহিত)। **বায়না মূল্য জমাঃ** ২,৭০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৯.১২.২০২৪। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২ বছর (৭৩০ দিন)। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ০৯.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত। (২) **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ আরএসও-কেজিপি-স্যান্ড-কেজিপি-৩-২০২৪, তারিখঃ ১২.১১.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** ২ বছর সময়কালের জন্য দিবারাত্র আইএসজি/খড়গপুর, খড়গপুর ইয়ার্ড, নিমপুরা রিসেপশন ইয়ার্ড, নিমপুরা থ্রু ইয়ার্ড ও হিজলী-তে ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ-এ রিভার স্যান্ড সরবরাহ, মজুত, বাছাই, প্যাকিং ও ভর্তি করা [স্যান্ড বাছাই ও শুকানোর দায়িত্ব কন্ট্র্যাক্টরের এবং ট্রিটেড স্যান্ড-এর স্পেসিফিকেশন এম-৯১৬-৫১ (কার ও লোকোমোটিভ স্যান্ড)]। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৯,৭৩,৬৮১.৬০ টাকা (জিএসটি সহিত)। **বায়না মূল্য জমাঃ** ২,০৯,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০৯.১২.২০২৪। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২ বছর (৭৩০ দিন)। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ০৯.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন- এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-782)**

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites **Tender vide NIQ No.-2/Sub-II of 2024-2025** from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application and dropping of **NIQ-21.11.2024.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING AUCTION
NOTICE INVITING AUCTION NO.-WBIW/01/MESD-II OF 2024-25

Auction is hereby invited by the S.D.O./MESD-II from the registered fisheries co-operative societies for pisciculture for 5 (Five) no of borrowpits under Mahananda Embankment Sub-Division no-II. Date & time of submission for Offline is on **03.12.2024 up to 14.00 Hrs**. Details may be had from office of undersigned or at website **www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Sub-Divisional Officer
Mahananda Embankment Sub-Division No-II,
Harishchandrapur, Malda.

কাটিহার ডিভিশনে এনএসজি-৬ ক্যাটাগরির স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকেট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)

টেন্ডার নং. ঃ সি/৪/১/এমআইএসসি/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৬/২২-২৪
তারিখ ঃ ০৬-১১-২০২৪

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে কাটিহার ডিভিশনে মাত্র তিন বছরের জন্য এনএসজি-৬ ক্যাটাগরির স্টেশনগুলিতে বাংলাবাড়ী, সুরজা কামাল, ঝাউয়া, কাচনা, কুমারগঞ্জ, খুড়িয়াল, মুকুরিয়া জং, প্রাণপুর রোড, রানীপাত্র, রামপুর বাজার, মালদা কোর্ট, দণ্ডখোড়া, কুশিয়ারগাঁও, ছটারহাট, ধুমডাঙ্গী, গুঞ্জারিয়া, গাইসাল, হাটওয়ার, জালালগড়, কসবা, কুরেঠা, মাগুরজান, রাঙ্গাপানি, শিলিগুড়ি টাউন এবং তিন মাইল হাট রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদনপত্রের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আবেদনপত্র জমা/দাখিল করার তারিখ (মোম দিয়ে সিল করা অবস্থায়) ঃ- **২৫-১১-২০২৪** তারিখের **১০:০০** ঘন্টা থেকে এবং **০৭-০১-২০২৫** তারিখের **১৩:০০** ঘন্টা পর্যন্ত সমস্ত কর্মদিবসে।

আবেদন বাক্স খোলা হবে ঃ-কাটিহারে শুধুমাত্র ০৮-০১-২০২৫ তারিখে **১১:০০** ঘন্টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/II, কাটিহার -এর চেম্বারে।

প্রয়োজনীয় নথি/আবেদনপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in**- এও উপলব্ধ করা হবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

যশমান দীপক লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট ফার্স্টফ্লোর, কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০ ০০৭
CIN: L67120WB1975PLCO29901 ফোন নং. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
ওয়েবসাইটঃ **www.yashmandeepak.com** ইমেইল ঃ **ashmandeepakltd@gmail.com**
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৪ পরীক্ষিত	৬ মাস থেকে তারিখের পরিসংখ্যান ৩০।৯।২৪ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৩ পরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১০০.৮৯	১৫৬.৩৯	৫১.৯৭
নিট লাভ /(ক্ষতি) মেয়াদ / বছরের জন্য (করের আগে)	৮৬.৪৯	১৩৪.০৭	৪৩.৭৫
নিট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদ / বছরের জন্য (কর পরে)	৬৪.৭১	১০০.৩১	৩২.৭৩
মোট ব্যাপক আয়	৬৪.৭১	১০০.৩১	৩২.৭৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
শেয়ার প্রতি আয় (চলতে এবং বন্ধ করার জন্য অপারেশন (প্রতিটি ১০ টাকা)			
মূল ঃ	৯.১৮	১৪.২৩	৪.৬৪
মিশ্র ঃ	৯.১৮	১৪.২৩	৪.৬৪

নোটঃ
১) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত Ind AS আর্থিক ফলাফলগুলি ১২.১১.২০২৪ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১২.১১.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২) যেখানে প্রয়োজন সেখানে চিত্রগুলি পুনর্গঠিত এবং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে,
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /-(দীপক সেহগাল)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00421767

স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ১২.১১.২০২৪

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা ঃ ২বি, গ্রান্ট লেন, ২য় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১২
CIN: L65999WB1992PLC055224 ইমেলঃ **rfsl.nbfc@gmail.com** । ওয়েবসাইটঃ **https://www.rfsl.co.in/**

৩০.৯.২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	তিন মাস শেষে			অর্ধবর্ষ শেষে		বর্ষ শেষে
		৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৪	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪	৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৩	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৪	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৩	৩১.০৩.২৪
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৭৮.৭৫	৭৩.৯২	৩৯.৭১	১৫২.৬৭	৬১.০৩	১৮৩.০৯
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম #)	-২.৯৯	৫.১৬	১৯.০৫	২.১৭	১৯.৪৫	৮৩.৯০
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম #)	-২.৯৯	৫.১৬	১৯.০৫	২.১৭	১৯.৪৫	৮৩.৯০
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পরে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম #)	-২.৯৯	৫.১৬	১৯.০৫	২.১৭	১৯.৪৫	৬৪.৭৯
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	-২.৯৯	৫.১৬	১৯.০৫	২.১৭	১৯.৪৫	৬৪.৭৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (১০টাকা প্রতি) (চলমান এবং বন্ধ কারবার জন্য)						
	ক. মূল	-০.০৮	০.১৪	০.৫১	০.০৬	০.৫২	১.৭৩
	খ. মিশ্র	-০.০৮	০.১৪	০.৫১	০.০৬	০.৫২	১.৭৩

দ্রষ্টব্য
১. উপরেরটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শেষ সময়ের জন্য দাখিল করা ত্রৈমাসিক / অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিন্যাস বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে উপলব্ধ (www.bseindia.com), (https://www.cse-india.com) এবং তালিকাভুক্ত সত্তা। (https://rfsl.co.in)।
২. অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নেট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেম(গুলি) এর উপর প্রভাব ফুটনোটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
৩. # ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি Ind AS নিয়ম / AS বিধি অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সমন্বয় করা হয়েছে, যেটি প্রযোজ্য।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
ভাদাসেরিল চাকো জর্জেকুটিন্ড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 0919485

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২।১১।২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/077/019/2024-2025/R
Name of the Work: **Restoration of I.P.S. passage at 69/E, 82, 90/H/3 Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding area in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,799.97**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/IX/077/038/2024-2025
Name of the Work: **Repairing of I.P.S. Footpath at 48, Dr. S. Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,96,532.20**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/IX/082/040/2024-2025/R
Name of the Work: **Maintenance of Bustee drainage at 101, 103, 107, 109, Alipore Road, 78, 164, 166, 156, P. M. Roy Road, 9B, 12, 12/1, Chetla Road in Ward No.-82.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,988.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/IX/077/055/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of I.P.S. passage at 15, Mansatala Row, Mansatala Lane and its surrounding area damaged by W/S Department & P.U. Agency in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,788.09**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(5) NIT No.: KMC/IX/077/068/2024-2025
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying, fitting and fixing M.H. Cover, G. P. Cover, C.P. Cover at different areas in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,563.98**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(6) NIT No.: KMC/IX/077/074/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of Latrine at Bustee premises 11/2/H/14 M.M. Ali Road, 73/H/11 D. S. Bose Road, 29B/H/6 Ekbalpore Road, 45/H/15 Karl Mark Sarani etc. in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,583.25**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days** (For Sl. No. 1 to 6). Last date and time of submission of Bid: **23.11.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). Tender will be opened on: **25.11.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **13.11.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 6) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/34/31/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Development of passage at 1, Rashmoni Bazar Road, 121 B. M. Road and adjacent areas in Ward No.-34.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,840.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/34/29/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of passage at 2, 3, 4 Rashmoni Bazar Road and different locations in Ward No.-34.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,49,930.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/EE-III/34/30/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Footpath at 45, 75, 85 etc. Hem Ch. Naskar Road, 44 B. M. Road and different places in Ward No.-34.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,99,959.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/EE-III/34/32/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of passage at 30, 29 Latafate Hossain Lane and adjacent areas in Ward No.-34.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,994.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last date and time of submission of Bid: **19.11.2024 upto 12 noon** (For Sl. No. 1 to 4). Date and time of opening of Bid: **21.11.2024 after 12 noon** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **12.11.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No.: KMC/EE-III/13/31/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Sanitary Latrine at 9/1 Canal East Road, 16, 17/H/29 J. D. Lane, 56 B. N. Road and different places in Ward No.-13.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,286.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(6) NIT No.: KMC/EE-III/13/28/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of Sanitary Latrine at 11/H Canal Circular Road, 5/1 G.D.G. Lane and different places in Ward No.-13.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,99,955.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 5 & 6). Last date and time of submission of Bid: **26.11.2024 upto 12 noon** (For Sl. No. 5 & 6). Date and time of opening of Bid: **28.11.2024 after 12 noon** (For Sl. No. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **16.11.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 5 & 6) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 5 & 6) **(845/24-25)**

অনুশীলনে অবশেষে মিলল বিরাট দর্শন, নেটে আগুন ঝরাচ্ছেন কোহলি

পারথ, ১৩ নভেম্বরঃ বর্ডার গাভাসকর ট্রফি নিয়ে উত্তেজনার পারদ তরতর করে বাড়ছে। কয়েকদিন আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্য ক্রিকেটারদের ছাড়াই অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু অনুশীলনে তাঁর দর্শন মিলছিল না। যার ফলে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল নেটদুনিয়ায়। এর মাঝে অনুস্কা শর্মা ও তাঁদের সন্তানের সঙ্গে কোহলির এক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর বয়েছে সমালোচনার ঝড়। অনেকেই সেই ছবিতে কোহলিকে আক্রমণ করে কমেন্ট করেছেন। একজন লিখেছেন, বেড়ানো হয়ে গিয়ে

থাকলে বিরাট ভাই একটু অনুশীলনও করে নাও। অপরজন লেখেন, আগে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কী আর লাভ হল। এই সকল সমালোচনা এ বার থিতিয়ে দিলেন ভিকে। অনুশীলনে অবশেষে মিলল বিরাট দর্শন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল বিরাট কোহলির নেটে আগুন ঝরানোর ভিডিয়ো। দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে বিরাট কোহলি সেই অর্থে ভালো পারফর্ম করতে পারেননি। এরপর তিনি যেহেতু বর্ডার গাভাসকর ট্রফির জন্য পারথে প্রথম ভারতের ক্রিকেটার হিসেবে পৌঁছে যান, তাই তাঁকে নিয়ে বেশি আলোচনা চলছে। নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে মরিয়া কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার পিচে শর্ট ডেলিভারির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হচ্ছেন বিরাট। বিরাট কোহলির অনুরাগীদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ঘুরছে ওয়াকাতে (ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন) তাঁর নেট প্র্যাক্টিসের ভিডিয়ো। কখনও আবার অনুশীলনের ফাঁকে ফুরফুরে মেজাজে ফুটবল পায়েও দেখা গিয়েছে কিং কোহলিকে।

রঞ্জি ট্রফিতে উজ্জ্বল সচিন-পুত্র, গোয়ার জার্সিতে প্রথমবার ৫ উইকেট অর্জুন তেন্ডুলকরের

পানাজি, ১৩ নভেম্বরঃ রঞ্জি ট্রফিতে জ্বলে উঠলেন ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকর। গোয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অ্যাকাডেমির মাঠে রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপের ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়েছেন ২৫ বছরের অর্জুন। ২০২২ সালে গোয়ার জার্সিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সচিনের ছেলের অভিষেক হয়েছিল। বাঁ হাতি বোলার অর্জুন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই প্রথম বার ফাইফার নিলেন। অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে অর্জুন ৯ ওভারে ২৫ রান করে তোলেন ৫ উইকেট। সেখানে ছিল ৩টি মেডেন ওভারও। কেরিয়ারের ১৭তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলতে নেমে এই প্রথম বার ৫ উইকেটের মালিক হলেন অর্জুন। তাঁর এই ইনিংসের সুবাদে অরুণাচল প্রথম

ইনিংসে গুটিয়ে যায় ৮৪ রানে। দুই ওপেনার সহ টপ অর্ডারের প্রথম পাঁচ ক্রিকেটারের উইকেট তুলে নিয়েছেন অর্জুন। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অরুণাচল ক্যাপ্টেন। দ্বিতীয় ওভারেই ওপেনার নবম হাচংকে (০) ফেরান অর্জুন। এরপর ওপেনার ওবি ও চিন্ময় মিলে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ১২তম ওভারে সেই জুটি ভাঙেন সচিন-পুত্র। তুলে নেন জোড়া উইকেট। এরপর ১৪তম ওভারে ফের এক শিকার তাঁর। ১৮তম ওভারের প্রথম বলে মোজিকে ফিরিয়ে ফাইফার পূরণ করেন অর্জুন। তিনি ৫ উইকেট নেওয়ার পর অরুণাচলের স্কোরকার্ড ছিল ৩৬-৫। সেখান থেকে আর ৪৮ রান যোগ করেন অরুণাচলের ক্রিকেটাররা। অর্জুন তেন্ডুলকর ছাড়া এই ম্যাচে তিন উইকেট নিয়েছেন মোহিত ও ২ উইকেট পিন্টোর। রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপে গোয়া ও অরুণাচল প্রদেশের এই ম্যাচের আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৬টি ম্যাচে অর্জুন নিয়েছিলেন ৩২টি উইকেট। এই ফর্ম্যাটে ব্যাট হাতেও ভালোই খেলেছেন তিনি। ১৬ ম্যাচে অর্জুন করেন ৫৩২ রান। যেখানে রয়েছে ১টি সেঞ্চুরি, ২টি হাফসেঞ্চুরি।

গুজরাট টাইটানসের কোচিং স্টাফে যোগ দিলেন পার্থিব প্যাটেল

গান্ধীনগর, ১৩ নভেম্বরঃ ক্যালেন্ডার বলছে আজ ১৩ নভেম্বর। আর ঠিক ১০দিন পর জেড্ডায় আইপিএলের মেগা নিলাম। দুই দিন ব্যাপী সেই নিলামে দেশ-বিদেশের একাধিক ক্রিকেটারের ভাগ্য পরীক্ষা হবে। তার আগে গুজরাট টাইটান্স টিমে যোগ দিলেন নতুন কোচ। আইপিএল জয়ী এক তারকাকে শুভমন গিলের টিম তাদের নতুন সহকারী ও ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। জানেন কে তিনি? আইপিএলের মেগা নিলামের আগে পার্থিব প্যাটেলকে সই করাল গুজরাট টাইটান্স। প্রাক্তন ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটারকে এ বার থেকে শুভমন গিল, রশিদ খানদের ব্যাটিং কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে। একইসঙ্গে গুজরাটের সহকারী কোচের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে পার্থিবকে। একাধিক দলের হয়ে অতীতে আইপিএলে খেলেছেন বাঁ-হাতি ব্যাটার পার্থিব। গুজরাট টাইটান্স টিমের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে পার্থিবকে কোচ করা নিয়ে লেখা হয়েছে, 'পার্থিব প্যাটেলের দীর্ঘ ১৭ বছরের কেরিয়ার। ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে টিমকে সমৃদ্ধ করবেন। টাইটান্সরা আসন্ন আইপিএলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পার্থিবের ব্যাটিং টেকনিক এবং স্ট্র্যাটেজি দলের প্লেয়ারদের সাহায্য করবে। তরুণ ক্রিকেটারদের মেন্টর হওয়ার একটা ক্ষমতা রয়েছে পার্থিবের মধ্যে। ওর পরামর্শে তরুণ ক্রিকেটাররা উপকৃত হবে। দলের প্লেয়ারদের পারফরম্যান্স উন্নত হবে। কোচিং স্টাফ টিমও শক্তিশালী হল।'

চাপে পড়ে হঠাৎই ইউ-টার্ন!

প্রথম টেস্টের আগে ওয়ার্মআপ ম্যাচ খেলবেন বিরাটরা

পারথ, ১৩ নভেম্বরঃ সুনীল গাভাসকর বলেছেন। সোচ্চার হয়েছেন অনেকেই। অবশেষে হুঁশ ফিরল ভারতীয় ক্রিকেট টিমের। ৫ টেস্টের অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে ঠিকঠাক প্রস্তুতির পথে হাঁটতে চলেছে রোহিত শর্মার টিম। আন্তঃদলীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থরা। শুরুতে কিন্তু ভারত ওয়ার্মআপ ম্যাচ খেলার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। ঘরের মাঠে পর পর দুটো সিরিজ খেলার জন্য ক্লান্তি ছিল। তাই অস্ট্রেলিয়া সফরে নামার আগে বাড়তি অনুশীলনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেনি ভারত। যুক্তি ছিল, লম্বা সফরের আগে চোট বাড়তে পারে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে অনেকটাই। বিরাট কোহলির ফর্ম নিয়ে কথা উঠে গিয়েছে। রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেন্সি নিয়েও চলছে কথা। এই পরিস্থিতিতে ছন্দ খোঁজার জন্য ওয়ার্মআপ ম্যাচেরই দরকার, তা কোচ গৌতম গম্ভীর ভালোই বুঝতে পারছেন। পারথে সিরিজ শুরু। তার আগে ওয়াকায় আগামী কাল থেকে তিনদিন প্রস্তুতি সিরিজ খেলবে ভারত। আন্তঃদলীয় ম্যাচের জন্য সবাইকে দেখে নেওয়ার সুযোগও থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, প্রথম টেস্টে যদি রোহিত না খেলেন, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী ওপেনার বাছতে হবে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, লোকেশ রাহুলের মধ্যে কাকে বাছা হবে, তাও ঠিক করতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে ভারতীয় টিম ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে নেট প্র্যাক্টিসে। ঐচ্ছিক

নেট সেশন থাকায় বিরাট ও অশ্বিনকে প্র্যাক্টিসে দেখা যায়নি। বাকিরা প্র্যাক্টিস করেছেন। এই সিরিজ সব দিক থেকে ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এক সন্ধীক্ষণে দাঁড়িয়ে জাতীয় দল। টিমের একঝাঁক সিনিয়র আর কতদিন খেলবেন, এই সিরিজ থেকেই বোঝা যাবে। পাশাপাশি টিমের তরুণরা দলের দায়িত্ব নেওয়ার মতো তৈরি কিনা, সে পরীক্ষাও হবে। এতেই শেষ নয়, এই সিরিজই বলে দেবে, লাল ও সাদা বলের জন্য ভারতীয় দলের নতুন দুই কোচ দরকার কিনা। গম্ভীর যদি ব্যর্থ হন, তাঁকে লাল বলের কোচিং থেকে সরানো হতে পারে। তাঁর বদলে টেস্ট টিমের দায়িত্ব নিতে পারেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। এত প্রশ্নের উত্তর দেবে এবারের অস্ট্রেলিয়া সফর। অন্যদিকে চাপে থাকা ভারত কীভাবে ফেরে, দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল। তার আগে দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে দুই অজি প্রাক্তন। ব্র্যাড হাডিন, অ্যারন ফিঞ্চ কী বললেন? হাডিন তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, ''আমার মনে হয় না ভারতের ব্যাটাররা আমাদের পেসারদের সামলাতে পারবে। ভালো করে জানি, যশস্বী খুব ভালো প্লেয়ার। ও কিন্তু এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় আসেনি। অস্ট্রেলিয়ার বাউন্স ও কতটা সামলাতে পারবে, তা নিয়ে একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। পারথের পিচে কিন্তু ওপেনিং করাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ।'' ফিঞ্চের কিন্তু মনে হচ্ছে, দুই দেশের দুই কিপারের হাতেই থাকবে সিরিজ জয়ের চাবিকাঠি। তাঁর কথায়, ''ক্যারি আর পন্থই এই সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার। এই দুই উইকেটকিপারই কি প্লেয়ার। এই সিরিজে বারবার কিন্তু পেসাররা দাপট দেখাবে। টপ অর্ডারকে দ্রুত ফিরে যেতে হতে পারে। কারণ দুই দেশের পেস বোলিং খুব ভালো। সেই কারণেই মনে হয়, ক্যারি আর পন্থের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওরা দু'জনই খুব আগ্রাসী ক্রিকেটার।''

ফাইনালে দুরন্ত অঙ্কুর-মৌমিতা, রাজ্য টিটি পেল নতুন চ্যাম্পিয়ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ নভেম্বরঃ রাজ্য টেবল টেনিস পেল নতুন চ্যাম্পিয়ন। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে খেতাব জিতলেন অঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং মৌমিতা দত্ত। প্রয়াত দ্রোনাচার্য কোচ জয়ন্ত পুশিলালের স্মৃতিতে এবারের রাজ্য প্রতিযোগিতা। প্রায় ১৭০০ খেলোয়াড় এ বারের রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। উত্তর কলকাতা টেবল টেনিস সংস্থার আয়োজনে বড়বাজার যুবক সংঘে বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ষষ্ঠ রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। অনির্বান ঘোষকে পিছনে ফেলে প্রথমবার সিনিয়র পর্যায়ে রাজ্য খেতাব জিতলেন অঙ্কুর ভট্টাচার্য। জ্বর নিয়ে খেলতে নেমে দুটো গেম খেলার পর অসুস্থ বোধ করেন অনির্বান। বাধ্য হয়েই ওয়াকওভার দিয়ে দেন। এ বছর রাজ্য টিটিতে দ্বিমুকুট অঙ্কুরের। হাওড়াকে দলগত ভাবে সাফল্য উপহার দেওয়ার পর অনুর্ধ্ব ১৯ এবং পুরুষ বিভাগের খেতাব জিতলেন অঙ্কুর। জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত সাফল্য পাচ্ছেন তিনি। এ বার রাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার সিনিয়র বিভাগের খেতাব জিতলেন। অঙ্কুর বললেন, ''সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে টুর্নামেন্টগুলো আছে, তা সর্বস্ব দিয়ে খেলব। আমার পাখির চোখ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়া। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই নিয়মিত।'' ইতালিতে খেলতে যাওয়ার কথা থাকলেও ভিসা সমস্যায় যেতে পারেননি। সেই আক্ষেপ যেন দ্বিমুকুট জিতে মেটালেন প্রাক্তন টিটি প্লেয়ার

অংশুমান ভট্টাচার্যের ছেলে অঙ্কুর। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতার সব ক'টি বিভাগে আগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মৌমিতা দত্ত। সিনিয়র পর্যায়ের রাজ্য খেতাবটা অধরা ছিল। চার বছর পরে রাজ্য টিটিতে অংশ নিয়ে সেই আক্ষেপ মেটালেন মৌমিতা। তাঁর কথায়, ''চার বছর আগে শেষবার রাজ্য টিটিতে নেমেছি। এবার প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে খেলতে নেমেছিলাম। চ্যাম্পিয়ন হব, ভাবিনি। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়ে অবশ্যই খুশি। পরাজিত হলেও আলোলিকা ভালো খেলেছে।'' ফাইনালে বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমীর আলোলিকা সেনকে ৪-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন মৌমিতা। অনুর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের বিভাগে খেতাব উত্তর ২৪ পরগনার দিসা রায়ের। তিনি ফাইনালে পূর্ব কলকাতার আরুষী নন্দীকে ৪-০ ব্যবধানে পরাজিত করেন। অনুর্ধ্ব ১৭ বালকদের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কলকাতার পুনীত বিশ্বাস। ফাইনালে তিনি হাওড়ার প্রত্যুষ মণ্ডলকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করেন। মেয়েদের এই বিভাগের খেতাব অভিষা কর্মকারের। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অভিষা ৩-১ ব্যবধানে উত্তর চব্বিশ পরগনার শুভাঙ্কৃতা দত্তকে পরাজিত করেন। সদ্য চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরেছেন। শুভাঙ্কৃতা ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে। অনুর্ধ্ব ১৫ ছেলে এবং মেয়েদের বিভাগে খেতাব শ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী ও আরোহী রায়ের। উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্রেষ্ঠ এবং আরোহী ফাইনালে পরাজিত করেছেন হুগলির ঈশান কুমার রাই ও উত্তর কলকাতার প্রজ্ঞানস্বা পাত্রকে। অনুর্ধ ১৩ বালক বিভাগে খেতাব উত্তর কলকাতার সৌসূর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ফাইনালে ৩-২ ব্যবধানে হেরে যান ঈশান চট্টোপাধ্যায়। এই বিভাগে বালিকাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কলকাতার সাতুর্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ৩-১ ব্যবধানে পূর্ব কলকাতার সারিকা শাহিদকে পরাজিত করেন। অনুর্ধ্ব ১১ বিভাগে বালকদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন আরিভ দত্ত। রানার্স শুভম অধিকারী। উত্তর ২৪ পরগনার দুই প্যাডলারের ফাইনাল ম্যাচের ফল ৩-০। বালিকাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার অস্মিতা মাহাতো। তিনি শিলিগুড়ির রিপর্না সাহাকে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত করেন। সফল প্যাডলারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিএসটিটিএ প্রেসিডেন্ট স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্মসচিব শর্মি সেনগুপ্ত। এবং প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় দলের মেয়েদের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী।

১০০০ গোলের আশা কি তবে ছেড়েই দিলেন রোনাল্ডো

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

'আমি ১০০০ গোল করব। আমি এই মাইলফলকে পৌঁছাতে চাই'-আগস্টের শেষ দিকে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করার পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রিও ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে কথোপকথনে এই স্বপ্নের কথা বলেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এরপর থেকেই শুরু হয়ে গেছে রোনাল্ডোর হাজার গোলের ক্ষণগণনা। এরই মধ্যে ৯০৮ গোলে পৌঁছে গেছেন তিনি। তবে সবার চোখ যখন ছিল রোনাল্ডোর গোলের দিকে, তখন সুর বদলালেন রোনাল্ডো। বলেছেন, দীর্ঘমেয়াদি কোনো কিছু ভাবছেন না তিনি। সম্প্রতি পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুইনাস দে অরো গালা। যেখানে রোনাল্ডো পেয়েছেন প্লাটিনাম কুইনাস পুরস্কার। এটি পর্তুগালে খেলোয়াড়দের জন্য দেওয়া সর্বোচ্চ পুরস্কারও বটে। রোনাল্ডোর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেন পর্তুগালের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ফার্নান্দো গোমেজ। পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার সময় গোমেজ বলেছেন, ''প্লাটিনাম কুইনাস সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি। যদি পর্তুগালের কোনো প্রতিনিধি এটার প্রাপ্য হন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো।'' পুরস্কার হাতে নিয়েই নিজের ভবিষ্যৎ ভাবনা জানিয়েছেন রোনাল্ডো, ''আমি এখন মুহূর্তগুলো নিয়েই বেঁচে আছি।

আমি আর দীর্ঘমেয়াদি কিছু ভাবছি না।'' এরপর ১০০০ গোলের মাইলফলক নিয়ে রোনাল্ডো বলেছেন, ''আমি জনসমক্ষে বলেছি, ১০০০ গোল স্পর্শ করতে চাই। আমি ৯০০ গোল স্পর্শ করেছি। দেখা যাক আগামী কয়েক বছরে আমার পা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। যদি আমি হাজার গোলে পৌঁছতে পারি, সেটা ভালো। যদি না পারি, তবে এরপরও আমিই ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা।'' এদিকে পুরস্কার পাওয়ার পর ইনস্টাগ্রামেও আলাদাভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রোনাল্ডো, ''জাতীয় দলের হয়ে নিজের ক্যারিয়ারের জন্য আমি এই সম্মাননা গ্রহণ করছি। এখনো অনেক কিছু অর্জন করা বাকি। ধন্যবাদ।'' পর্তুগালের হয়ে ২১৬ ম্যাচে ১৩৩ গোল করেছেন রোনাল্ডো, আন্তর্জাতিক ফুটবলে যা সর্বোচ্চ।

আইসিসি ওডিআই বোলার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে শাহীন

দুবাই, ১৩ নভেম্বরঃ পাকিস্তানের পেস সেনানী শাহীন আফ্রিদি আবারও আইসিসি ওডিআই বোলার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন। তার এই অর্জনটি এসেছে পাকিস্তানের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয় এবং তার অসাধারণ বোলিং প্রদর্শনের পর। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অন্যতম অগ্রণী তারকা শাহীন আফ্রিদি, যারা অনেক দিন ধরেই পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণের মূল স্তম্ভ, এই বছর আবারও প্রমাণ করেছেন তার বোলিং শক্তি। সম্প্রতি পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন শাহীন আফ্রিদি। তিনি ৮টি উইকেট নিয়েছেন এবং তার গড় ছিল মাত্র ১২.৬২। সিরিজ শেষে তিনি ছিলেন দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটকারী বোলার। এই পারফরম্যান্সের ফলে তিনি র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনটি স্থান উন্নীত হয়ে আবার শীর্ষে উঠে এসেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজকে টপকে শীর্ষে পৌঁছান শাহীন। আর আফগানিস্তানের স্পিনার রশিদ খান দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। এটা প্রথম নয়, এর আগেও ২০২৩ সালে শাহীন আফ্রিদি প্রথমবার শীর্ষস্থান অর্জন করেছিলেন, যখন তিনি আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তাকে এই শীর্ষ স্থান অর্জনে সহায়তা করেছে।

উপেক্ষিত মোহনবাগান! বাকি দুই প্রধানের কারা খেলবেন সন্তোষ ট্রফি?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শুরু হতে চলেছে ভারতের ঐতিহ্যবাহী সন্তোষ ট্রফি, যেখানে বাংলা দল দেশের গৌরব পুনরুদ্ধারে নতুন উদ্যমে মাঠে নামবে। বঙ্গীয় ফুটবল দল একসময় সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে সাফল্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে গত কয়েক বছরের হতাশাজনক পারফরম্যান্স ও প্রত্যাশার চাপ নিয়ে এবার ফের অভিযান শুরু করছে। বিগত কয়েক বছর সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে তেমন আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারেনি বাংলা। এবার সেই হতাশার চিত্র বদলানোর জন্য বঙ্গীয় ফুটবল ফেডারেশন দায়িত্ব তুলে দিয়েছে অভিজ্ঞ কোচ সঞ্জয় সেনের হাতে। সঞ্জয় সেন বাংলা ফুটবলের পরিচিত এক মুখ। তিনি একসময় শিল্ড ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিংকে ঐতিহাসিক বিজয় এনে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে আই-লিগে মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই কোচের অভিজ্ঞতা, কৌশলগত দক্ষতা এবং ময়দান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের কারণে তাঁকেই এবার সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে বাংলার কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছে ফেডারেশন। সঞ্জয় সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এবারের বাংলা দলে মোট ২২ জন ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ইমামি ইস্টবেঙ্গল থেকে রয়েছেন দুইজন তরুণ ফুটবলার-গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র এবং ডিফেন্ডার চাকু মান্ডি। ইস্টবেঙ্গলের এই দুই ফুটবলার ইতিমধ্যে নিজেদের পারফরম্যান্স দিয়ে ময়দানে সকলের নজর কেড়েছেন। তাঁদের ক্রীড়াশৈলীর জন্য সন্তোষ ট্রফির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, মহামেডান স্পোর্টিং থেকে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে দলে স্থান পেয়েছেন ইসরাফিল দেওয়ান। সাদা-কালো জার্সিতে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে দুর্দান্ত খেলার জন্য

কোচের নজরে পড়েছেন এই প্রতিভাবান ফুটবলার। তাঁর একক দক্ষতা ও ডুরান্ড কাপে তাঁর খেলা প্রশংসা কুড়িয়েছে, যা তাঁকে সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে। তবে কিছুটা আশ্চর্যের বিষয় হলো, এবারের বাংলা দলে রাখা হয়নি কলকাতা ময়দানের আরেক জনপ্রিয় ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোনো ফুটবলারকে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা বিতর্ক হলেও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত দল গঠন করা হয়েছে। সন্তোষ ট্রফিতে সাফল্য পেতে দলকে যথাযথ প্রস্তুতির মাধ্যমে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে নিয়মিত অনুশীলনের সময়সূচি। কোচের তত্ত্বাবধানে এবং নির্ধারিত কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে ক্লাবের মাঠেই সম্ভবত চলবে দলের নিয়মিত অনুশীলন। সঞ্জয় সেন জানিয়েছেন যে, তিনি চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছেন এবং এবার বাংলা দলকে সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে একটি লড়াকু, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ দল হিসেবে দেখা যাবে। দলের খেলোয়াড়দের তিনি কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে প্রস্তুত করছেন যাতে তাঁরা মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেন। বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা এবার সন্তোষ ট্রফিতে সফল প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন। কোচ সঞ্জয় সেনের উপস্থিতি দলকে মানসিক ও কৌশলগতভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলেই আশা করা হচ্ছে। আদিত্য পাত্র, চাকু মান্ডি ও ইসরাফিল দেওয়ানের মতো তরুণ প্রতিভাদের ওপর নির্ভর করেই এবার বাংলা দল সাফল্যের স্বপ্ন দেখছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নিজস্ব পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করবে বাংলার সম্মান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই অভিযান কতদূর সফল হবে। এবারের সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা তরুণ ফুটবলাররা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে প্রস্তুত। তাঁদের লক্ষ্য একটাই, সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের সোনালী অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা পূরণ করা। ফেডারেশন চায় বাংলার ফুটবল ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে, যাতে নতুন প্রজন্মের ফুটবলাররা এই খেলার প্রতি আগ্রহী হয়। সেজন্য ভবিষ্যতের বিভিন্ন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। ফেডারেশন আশাবাদী, সঞ্জয় সেনের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্যমে বাংলা ফুটবল দল আবার সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। সন্তোষ ট্রফির মঞ্চে সফল হতে হলে বাংলা দলের সামনে রয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কোচ, খেলোয়াড় এবং ফেডারেশনের একযোগে প্রয়াস বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।

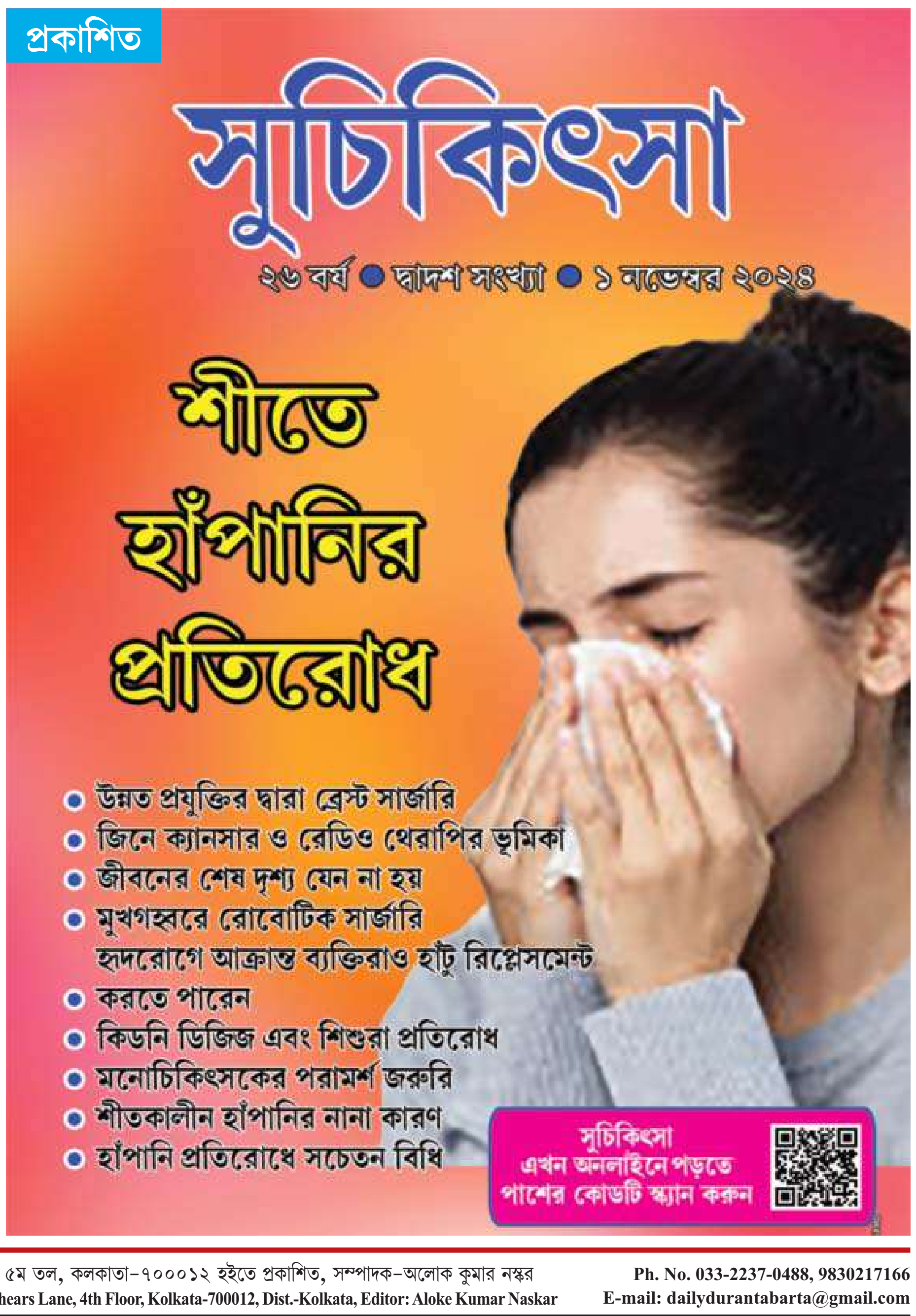

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com